জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

চা-শ্রমিকদের প্রতিবাদ

মোদির কথা বনাম দিদির কাজ স্লোগান নিয়ে চা-শ্রমিকদের দাবি আদায়ে ময়দানে নামল আইএনটিটিইউসি। প্রকাশচিক বরাইক, জয়প্রকাশ টপ্পোদের নেতৃত্বে হল পদযাত্রা

বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি

আগামী কয়েক দিন সব জেলাতেই বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়-বৃষ্টি। উপকূল ও পশ্চিমের জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে ৫০ কিমি বেগে ঝোড়ো বাতাস বইবে। মৎস্যজীবীদের নিষেধাজ্ঞা

কাপলিং খুলে দু'ভাগ হল ফলকনামা, জোর রক্ষা

বিল আটকে রাখার অধিকার নেই রাজ্যপালের : সুপ্রিম কোর্ট

বর্ষ - ২০, সংখ্যা ৩২১ ● ৯ এপ্রিল, ২০২৫ ● ২৬ চৈত্র ১৪৩১ ● বুধবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 20, Issue - 321 ● JAGO BANGLA ● WEDNESDAY ● 9 APRIL, 2025 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

সুপ্রিম কোর্টের রায়ে এসএন পোস্ট মামলায় মুখ পুড়ল রাম-বামের

মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তে রাজ্যপালেরও অনুমোদন, সিবিআই তদন্ত খারিজ

প্রতিবেদন : সুপার নিউমেরারি পোস্ট নিয়ে রাজ্য মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ বৈধ ছিল। মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তে রাজ্যপালের অনুমোদনও ছিল। মঙ্গলবার দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তা জানিয়ে দিল দেশের শীর্ষ আদালত। প্রধান বিচারপতি এদিন সিবিআই তদন্তের দাবি খারিজ করে দেন। এই রায়ে সুপ্রিম-জয় পেল রাজ্য সরকার।

এর ফলে রাজ্যের বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি সুপার নিউমেরারি পোস্ট নিয়ে যে চক্রান্ত রচনা করেছিল, তা ব্যর্থ হয়ে গেল। বাম-রামেদের মিলিত চক্রান্তে মুখে ঝামা ঘষে দিল সুপ্রিম কোর্ট। এদিন সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট করেই জানায়, সুপার নিউমেরারি পোস্ট তৈরির ক্ষেত্রে রাজ্য মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত

একশো শতাংশ বৈধ। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত সরকারের মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত নিয়ে সিবিআই তদন্ত করা যায় না। তাই কোনওরকম হস্তক্ষেপ করবে না শীর্ষ আদালত।

অতিরিক্ত শূন্যপদ মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের সিবিআই তদন্তের নির্দেশ খারিজ করে দিয়ে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্নার পর্যবেক্ষণ, মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত নিয়ে সিবিআই তদন্ত করা যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় আঘাত। শূন্যপদ তৈরি মোটেও বেআইনি নয়। রাজ্য মন্ত্রিসভার অনুমোদন সাপেক্ষে তা করতেই পারে এসএসসি। রাজ্যপালের অনুমোদনও নেওয়া হয়। তাই এতে কোনও তদন্তের দরকার নেই। সংবিধানের ৭৪ ও ১৬৩ ধারা (এরপর ১২ পাতায়)

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

পাথর

কৈকেয়ী দুপুরে
খরা রৌদ্র মায়াবী
ম্লানমুখে তাকিয়ে
অপেক্ষা করছে জাহ্নবী

শ্বেত পাথরের কুঁড়ি
দেখলে মনে হয় মেঘডুমুরি।।
রৌদ্রচলের দগ্ধ তেজে
কখনো কাজলা সুন্দরী

কখনো আবাল্য স্মৃতির নাকছাবি
কখনো শ্যাওলা কীর্ণাহার
দূর্বাঘাস এর দূরভাষ ভূমি
দুর্গম পথের পথ সংসার।।

প্রাসাদে প্রাসাদে স্বপ্নভূমিতে
বিচরণ করো তুমি
সৌন্দর্য বাড়াও লাবণ্য জোগাও
লাবণ্যলতার তুমি, তুমি।।

খোদাই করে যখন ভাঙে
তোমার হৃদয় প্রান্তর
ভগ্ন হৃদয়ে নগ্ন দৃশ্যে
তুমি হয়ে যাও নিথর।।

কখনো ভাবি তুমি তো পাথর
তুমি কি অধুরা নিষ্ফল
সবুজ থেকে যুগে যুগে পাথর
কখনো বধির ব্যথাতে বিফল।।

ক্ষুধিত পাষাণে মর্মর গাথা
স্তরে স্তরে কখনো নিথর
তবুও তুমি তোমার নিদর্শনে
বিখ্যাত সৌধ সুন্দর।।

নব নব সাজে যখন সাজো
ঝুমুর ঝঙ্কারে প্রতিদিন বাজো
তখন মনে হয় তুমি পূজিতা
সৌধ সম্রাট সম্রাজ্ঞী সাজো।।

কেউবা পাথরে মাথা ঠুকে কাঁদে
নির্ঝরের স্বপ্ন ভাঙায়,
কেউ বা আবার পাথর দেবতাকে
জীবন মন সঁপে দেয়।।

তোমার মধ্যেই মঙ্গল ঘট
তুমি কখনো অশ্বত্থ, কখনো বট
সবার মাঝারে সব তীর্থে
বিরাজমান পাথর তুমি বিশ্বতট।।

চিরদিন তুমি থাকবে বেঁচে
দুঃখ ও সুখের আহারে
তুমিই সৃষ্টি, তুমিই দৃষ্টি
দৃশ্যমান ভ্রাম্যভ্রমরে।।

রাম-বাম চক্রান্ত, ছাত্র-যুবদের প্রতিবাদে উত্তাল হবে মহানগর

প্রতিবেদন : বিজেপি-সিপিএমের চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে আজ, বুধবার প্রতিবাদে উত্তাল হবে মহানগর। আজ ৯ এপ্রিল কলকাতায় ও ১১ এপ্রিল শুক্রবার বাংলার সব জেলা-ব্লক-ওয়ার্ড ও টাউনে প্রতিবাদ-মিছিল করবে তৃণমূল ছাত্র ও যুবরা। আজ বেলা ৩টেয় কলেজ স্কোয়ার থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত মিছিল হবে। মঙ্গলবার এই কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে প্রস্তুতি বৈঠক হয় তৃণমূল ভবনে। যুব সভানেত্রী সায়নী ঘোষ ও টিএমসিপির (এরপর ১২ পাতায়)

তৃণমূল ভবনে ছাত্র-যুবদের প্রস্তুতি বৈঠক। মঙ্গলবার।

রাজ্যের প্রথম সার কারখানা পানাগড়ে

প্রতিবেদন : সার নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার জবাব দিতে এবার উৎপাদনে স্বনির্ভরতার পথে রাজ্য। বর্ধমানের পানাগড় শিল্পতালুকে আরও একটি নতুন সার কারখানা তৈরি হতে চলেছে। মঙ্গলবার নবান্নে রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে ওই কারখানা তৈরির বিষয়টিতে ছাড়পত্র দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৈঠকের পরে অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য সাংবাদিকদের বলেন, শিল্পতালুকে রাজ্য শিল্প উন্নয়ন নিগম লিমিটেডের ৩৩.১৮২ একর জমির উপরে মেসার্স এগ্রি সোর্স ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড নামে একটি বেসরকারি সার উৎপাদনকারী সংস্থা শীঘ্রই এই কারখানা গড়ে তুলবে। পানাগড়ে ইতিমধ্যেই ম্যাট্রিক্স সংস্থার একটি সার কারখানা রয়েছে। নতুন কারখানা তৈরি হলে রাজ্যে সারের উৎপাদন বাড়বে। ভিনরাজ্যের সারের ওপর নির্ভরতা কমবে বলে আশা (এরপর ১০ পাতায়)

মন্ত্রিসভায় সিদ্ধান্ত

খাতা দেখবেন শিক্ষকরা : সংসদ ■ সময়েই ফল : ব্রাত্য

প্রতিবেদন : সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে চাকরিহারা শিক্ষকরা চাইলে উচ্চমাধ্যমিকের খাতা দেখতে পারবেন আবার চাইলে খাতা ফেরত দিয়ে দিতে পারেন। মঙ্গলবার এমনটাই জানিয়েছে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। তবে এর জন্য ফল প্রকাশে কোনওরকম দেরি হবে না বলে আশ্বস্ত করেছেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। ইতিমধ্যেই কোন শিক্ষক কোন খাতা দেখবেন সেই বরাত দেওয়া হয়ে গিয়েছে সংসদের তরফে। তাই এখন শিক্ষকরা চাইলে খাতা দেখতেও পারেন আবার চাইলে তা ফেরত দিয়ে দিতে পারেন। পুরোটাই নির্ভর করছে শিক্ষকদের উপর। সংসদ

সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য জানিয়েছিলেন, জেলার স্কুলগুলি থেকে জানতে চাওয়া হয়েছে কোন স্কুলে কত শিক্ষকের চাকরি বাতিল হয়েছে। সেইমতো তারপর সংসদ সিদ্ধান্ত নেবে খাতা দেখার বিষয়ে।

শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেন, মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিকের ফলাফলের কোনও দেরি হবে না। আমার সঙ্গে ইতিমধ্যেই পর্ষদের কথা হয়েছে। আশা করছি খুব শীঘ্রই তারা জানাতে পারবে ফলাফল কবে প্রকাশিত হবে। এর কোনও প্রভাব ওখানে পড়বে না। (এরপর ১২ পাতায়)

তারিখ অভিধান

২০০৯
শক্তি সামন্ত
(১৯২৬-২০০৯)

এদিন মুম্বইতে পরলোক গমন করেন। 'চায়না টাউন', 'হাওড়া ব্রিজ', 'কাশ্মীর কি কলি', 'কাটি পাতাং', 'অ্যান ইভনিং ইন প্যারিস', 'আরাধনা', 'অমানুষ', 'আনন্দ আশ্রম', 'অন্যায় অবিচার'-এর মতো একাধারে ব্যবসা সফল ও বহু আলোচিত ছবির জনক শক্তি সামন্ত ছিলেন বলিউডের অন্যতম সেরা প্রতিভাবান পরিচালক ও প্রযোজক। তিনি শক্তি ফিল্মস-এর প্রতিষ্ঠাতা। মুম্বইয়ে অনেক বাঙালি অভিনয়শিল্পী, সংগীতশিল্পী, কলাকুশলী পায়ের নিচে মাটি পান তাঁর মাধ্যমেই। শর্মিলা ঠাকুর-এর মতো অভিনেত্রীও মুম্বইয়ে শক্ত অবস্থান গড়েন তাঁর সহায়তায়। বাপ্পি লাহিড়ীকে মুম্বইয়ে প্রতিষ্ঠার পিছনেও রয়েছে তাঁর অনেক অবদান। তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে, 'অমানুষ' সেজে উত্তমকুমার প্রমাণ করেছিলেন— আসল 'মাটির হাঁড়ে' সুস্বাদু চা গোটা দেশে সুপারহিট হতে পারে। ১৯৫৪ সালে শক্তি সামন্ত পরিচালিত প্রথম ছবি 'বহু' মুক্তি পায়। ছবিটি ব্যবসাসফল হওয়ায় পরিচালক হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভের পথে দ্রুত এগিয়ে যান তিনি। একে একে মুক্তি পায় তাঁর পরিচালিত 'ইন্সপেকটর', 'শেরু', 'ডিটেকটিভ' এবং 'হিল স্টেশন'। প্রতিটি ছবিই বাণিজ্যসফল। সেরা চলচ্চিত্রের জন্য শক্তি সামন্ত ফিল্ম ফেয়ার পুরস্কার জিতেছেন 'আরাধনা', 'অনুরাগ', 'অমানুষ' ছবির সুবাদে। বার্লিন, তাসখন্দ, মস্কো, কায়রো, বেইরুট-সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রশংসা কুড়িয়েছে তাঁর ছবি। তিনি ছিলেন পুরোপুরি বাণিজ্যিক ধারার পরিচালক। দর্শককে কীভাবে বিনোদন দিতে হয়, কীভাবে আবেগে আপ্লুত করতে হয় সেই শিল্প ছিল তাঁর সম্পূর্ণ আয়ত্তে।

২০০৫
প্রিন্স অফ ওয়েলস চার্লস

এদিন ক্যামিলা পার্কার বোলসের সঙ্গে পরিণয় বন্ধনে আবদ্ধ হন। ক্যামিলা প্রিন্স চার্লসের দ্বিতীয় স্ত্রী। বিয়ের আগে ১৯৭০ সালে এক পোলো খেলায় চার্লসের সঙ্গে তাঁর দেখা হয় এবং দুজনের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে উঠে। অনেকের ধারণা, চার্লস তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তবে ক্যামিলাকে ভবিষ্যৎ রাজার যোগ্য সহধর্মিণী হিসেবে বিবেচনা করা হয়নি। তাই তখন তাঁদের বিয়েটা হয়নি। ডায়ানা-র মৃত্যুর পর তাঁরা বিয়ের অনুমতি পান।

২০২১
পবিত্র মুখোপাধ্যায়
(১৯৪০-২০২১)

এদিন পরলোক গমন করেন। তিনি বাংলা ভাষার এমন একজন কবি, যিনি সাতটি মহাকবিতা এবং একটি আধুনিক মহাকাব্য লিখেছেন অনিবার্য প্রক্রিয়ায়। তাই তাঁকে 'কবির কবি'ও বলা হয়। ষাট দশকের এই কবিকে নিয়ে লিখেছেন অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়-সহ বাংলা কবিতার দিকপালেরা। তাঁর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে দর্পণে অনেক মুখ, শবযাত্রা, হেমন্তের সনেট, আগুনের বাসিন্দা, ইবলিশের আত্মদর্শন, অস্তিত্ব অনস্তিত্ব সংক্রান্ত, বিযুক্তির স্বেদরাজ, শ্রেষ্ঠ কবিতা, দ্রোহহীন আমার দিনগুলি, অলকের উপখ্যান, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি, পশুপক্ষী সিরিজ, ভারবাহীদের গান, আছি প্রেমে বিপ্লবে বিষাদে। কবি প্রধানত দীর্ঘ কবিতার কবি হিসেবেই বেশি পরিচিত। তাঁর শবযাত্রা ও ইবলিশের আত্মদর্শন সার্থক দীর্ঘ কবিতার নিদর্শন। এ ছাড়াও আছে অজস্র কবিতার বই ও সনেটগুচ্ছ। তাঁর সাহিত্যসম্ভার তাঁর জীবনবেদ বলে খ্যাত। পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের কবিতা পাঠের পূর্বে নিজেকে দীক্ষিত না করলে তাঁর কবিতার গভীর অনুভূতিপ্রদেশে পাঠকের যাতায়াত হয়ে ওঠে অসম্ভব। প্রচার বা প্রতিষ্ঠানকে নয়, আজীবন লেখালিখিকেই সবথেকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন, তাই হয়তো বাংলা সাহিত্যের 'গডফাদার' গোছের পরিচিতি তিনি পাননি।

২০০৩
বাগদাদের পতন হল।
ইরাক যুদ্ধের কয়েক সপ্তাহ পর মার্কিন বাহিনী এই সাফল্য পায়। প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের কাছে গণহত্যার অস্ত্রশস্ত্রাদি আছে এই অভিযোগে মার্কিন বাহিনী আক্রমণ শানায়।

১৯৬৩ মার্কিন কংগ্রেস
স্যার উইনস্টন চার্চিলকে সাম্মানিক নাগরিকত্ব প্রদান করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় চার্চিল যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন।

পাটির কর্মসূচি

গ্যাসের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে মঙ্গলবার আসানসোলের ইসমাইল মোড়ে গ্যাসের সিলিন্ডার এবং পোস্টার নিয়ে প্রতিবাদী কর্মসূচিতে উপস্থিত রয়েছেন কাউন্সিলর দেবাশিস সরকার-সহ দলের কর্মী-সমর্থকেরা।

প্রাক্তন কাউন্সিলর শৈলেশ রাইয়ের উদ্যোগে মঙ্গলবার দুপুরে প্রচণ্ড গরমে হাওড়া ময়দান এলাকায় পথচলতি মানুষদের পানীয় জল, লস্যি ও বিভিন্ন এনার্জি ড্রিংকস বিতরণ করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৩৪৭

১		২	■	৩			৪
	■		■		■	■	
	■	৫			৬		
৭			■	■		■	■
■	■		■	■	৮		৯
১০			১১			■	
	■	■		■		■	
১২				■	১৩		

পাশাপাশি : ১. সাদৃশ্য, তুলনা ৩. সাত বোন ৫. ধনসম্পত্তি ৭. নখধোয়া জল ৮. ব্যাপার, বিষয় ১০. অযোগ্য শাসকের শাসন ১২. সাংবাদিক ১৩. রান্না, পাক।

উপর-নিচ : ১. কেরলের এক জনজাতি গোষ্ঠী ২. বিবাহ ৩. যোগ্যকাল, ঠিক মুহূর্ত ৪. খরচ বাঁচানো ৬. বাস্তবতাবর্জিত ৯. উপযুক্ত, মাননীয়োগ্য ১০. রাজা দশরথের আট জন বিশিষ্ট মন্ত্রীর অন্যতম ১১. কাঁকুরে।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৩৪৬ : পাশাপাশি : ১. অনুকার ৩. ঘরানা ৫. উট ৬. জরিপ ৮. দহ ১০. রক্তিম ১১. তালিম ১৩. লাভ ১৫. গবেট ১৮. বাজ ১৯. সরাই ২০. চিরদিন।
উপর-নিচ : ১. অপবাদ ২. কামিজ ৩. ঘট ৪. নাচ ৫. উপর ৭. শামলা ৯. হতাশ ১২. মগজ ১৪. ভগবান ১৬. টক্কর ১৭.খাস ১৮. বাই।

৮ এপ্রিল কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৮৮৫০০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৮৮৯৫০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৮৪৫৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	৯০৪৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	৯০৫৫০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৮.১৬	৮৬.৭১
ইউরো	৯৬.৩৭	৯৪.৭৮
পাউন্ড	১১৩.৯৯	১১১.৯৯

নজরকাড়া ইনস্টা

■ ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো

■ সবান্ধব সোনাক্ষী

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও সরস্বতী প্রিন্ট ফ্যাক্টরি প্রাইভেট লিমিটেড ৭৮৯, চৌভাগা ওয়েস্ট, চায়না মন্দিরের কাছে, কলকাতা ৭০০ ১০৫ থেকে মুদ্রিত।
সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Saraswati Print Factory Pvt. Ltd. 789 Chowbhaga West, near China Mandir, Kolkata 700 105 Regd. No. WBBEN / 2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

দীর্ঘদিন ধরে অশান্তির জেরে আলাদা থাকতেন স্বামী-স্ত্রী। মেয়ের পরীক্ষার জন্য বাড়িতে ফিরে উলুবেড়িয়ায় স্বামীর হাতে কুপিয়ে খুন স্ত্রী। মৃতার নাম দেবিকা বৈরাগী। পলাতক অভিযুক্ত

আমারশহর

9 April, 2025 • Wednesday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
৯ এপ্রিল ২০২৫
বুধবার

১,৪০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করল রাজ্য প্রশাসন

শুরু হচ্ছে ১৫ হাজার কিমি রাস্তা সম্প্রসারণ ও মেরামতি

প্রতিবেদন : আর্থিক বছরের শুরুতেই রাজ্য সরকার ১৫ হাজার কিলোমিটার রাস্তা সম্প্রসারণ ও মেরামতির কাজ শুরু করছে। এছাড়া প্রায় ২৫০টি ছোট বড় সেতুর নির্মাণ বা সংস্কারের কাজও শুরু হচ্ছে। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, সড়ক ও সেতু উন্নয়নের জন্য অর্থ দফতর চলতি বাজেট থেকে ইতিমধ্যেই ১,৪০০ কোটি টাকা পূর্ত দফতরকে হস্তান্তর করেছে। খুব শীঘ্রই এই সব কাজের দরপত্র আহ্বান করা হবে।

শহরের রাস্তার পাশাপাশি গ্রামীণ রাস্তাতেও বিশেষ নজর দিচ্ছে নবান্ন। বাজেটে পথশ্রী প্রকল্পের জন্য ১,৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করার কথা ঘোষণা করেছেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। এই প্রকল্পে এখনও পর্যন্ত রাজ্য সরকার রাজকোষ থেকে মোট ৩৭,০০০ কিলোমিটার গ্রামীণ রাস্তা তৈরিতে সক্ষম হয়েছে। এই গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগকে আগামিদিনে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য চলতি অর্থবর্ষে ১৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দের ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার। যাতে রাজ্যের যোগাযোগ ব্যবস্থার আরও উন্নতি হয়। ২০২০ সালে প্রথমবার রাজ্যের গ্রামীণ এলাকার রাস্তা উন্নয়নের জন্য পথশ্রী প্রকল্প চালু করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এখন এই প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্বের কাজ চলছে। ২০২৪ সালে বাজেটে পথশ্রী প্রকল্পের অধীনে ১২ হাজার কিলোমিটার রাস্তা তৈরির লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছিল রাজ্য সরকার। সেই সঙ্গে পথশ্রী-৩ প্রকল্পের ঘোষণা করা হয়। অর্থবর্ষের শুরুতেই রাজ্য বাজেটে বরাদ্দের একটি অংশের টাকা ছেড়ে দেয় রাজ্য অর্থ দফতর। ২০২৫-২৬ অর্থ বছর শুরু হতেই সড়ক ও সেতু উন্নয়নের জন্য টাকা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। চলতি অর্থবর্ষের কাজের জন্য চিহ্নিত নয়া প্রকল্পগুলির প্রশাসনিক ছাড়পত্র পাওয়ার অপেক্ষা। তা এলেই টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করে পুরোদমে কাজ শুরু হবে। ইতিমধ্যে প্রশাসনিক ছাড়পত্র দেওয়ার নিয়ে অর্থ দফতরে প্রয়োজনীয় পর্যালোচনা শুরু হয়েছে।

যোগ্যদের বহাল রাখা হোক চাকরিতে দ্রুত শুনানির দাবি মধ্যশিক্ষা পর্ষদের

প্রতিবেদন : স্কুল সার্ভিস কমিশনের শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মী মিলিয়ে ২৫৭৫২ জনের চাকরি বাতিল করেছে সুপ্রিম কোর্ট। এই রায় পুনর্বিবেচনার আর্জি জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে রিভিউ পিটিশন দায়ের করেছে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। সেখানে আর্জি জানানো হয়েছে, যাঁরা কোনওরকম দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত নন সেইসব যোগ্য ব্যক্তিদের চাকরিতে বহাল রাখা হোক।

মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্নার নেতৃত্বাধীন বেঞ্চে এই মামলাটির উল্লেখ করেন রাজ্যের আইনজীবী। একইসঙ্গে মামলাটির দ্রুত শুনানির আর্জি জানান তিনি। প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না প্রত্যুত্তরে জানান, মূল মামলাটি আগেই নিষ্পত্তি করেছে শীর্ষ আদালত। এবার মধ্যশিক্ষা পর্ষদের তরফে দায়ের করা নতুন মামলাটির মেনশনিং মেমো খতিয়ে দেখার পরে তিনি তার শুনানির ব্যবস্থা করবেন। শীর্ষ আদালত সূত্রের খবর, দ্রুততার সঙ্গেই এই মামলার শুনানির ব্যবস্থা করতে পারেন প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না।

ডাম্পারের ধাক্কা

প্রতিবেদন : মধ্যরাতে বেপরোয়া গাড়ির দাদাগিরি শহরে! খান্না ব্রিজের হাইটবার ভেঙে দ্রুতগতিতে সোজা পুলিশ কিয়স্কে ঢুকে পড়ল ডাম্পার। তবে রাতের রাস্তায় লোকজন না থাকায় কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। পুলিশ ঘাতক ডাম্পারের চালক ও খালাসিকে আটক করেছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, সোমবার গভীর রাতে খান্নার শ্রীঅরবিন্দ সেতুতে দ্রুতগতির একটি ডাম্পার প্রথমে হাইটবারে আটকায়। কিন্তু গতির জোরে হাইটবার ভেঙে সোজা রাস্তার পাশের পুলিশ কিয়স্কে ধাক্কা মারে ডাম্পারটি। ভেঙে তছনছ হয়ে গিয়েছে কিয়স্ক। রাতেই ঘটনাস্থলে যান ডিএমজি।

নিম্নচাপের ভ্রুকুটি, জারি নিষেধাজ্ঞা

প্রতিবেদন : বঙ্গোপসাগরে তৈরি হয়েছে নিম্নচাপ। এছাড়াও সক্রিয় হয়েছে ঘূর্ণাবর্ত। এর ফলে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে দক্ষিণের জেলায়। একই সঙ্গে বেশ কিছু জায়গায় শিলাবৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে। আগামী কয়েকদিন সব জেলাতেই বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা। পশ্চিমের কিছু জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে শিলাবৃষ্টি ও বজ্রপাতের আশঙ্কা রয়েছে। ঝাড়গ্রাম পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান বীরভূম মুর্শিদাবাদ জেলাতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝড় বইতে পারে। বুধবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়-বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে ছয় জেলায়। উপকূলের জেলা-সহ পশ্চিমের জেলা বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইবে। বৃহস্পতিবার ও ছয় জেলায় ঝড়-বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইবে। শনি ও রবিবার বৃষ্টির পরিমাণ আরও বাড়তে পারে বলে অনুমান আবহাওয়াবিদদের। বুধবার থেকে তাপমাত্রার পতন হতে পারে। দুই থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা কমতে পারে দক্ষিণের বিভিন্ন জেলায়। বুধবার দার্জিলিং কালিম্পং আলিপুরদুয়ার কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি— এই পাঁচ জেলাতে ৫০-৬০ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

বকেয়া মামলা নজরদারিতে এবার মন্ত্রিগোষ্ঠী

প্রতিবেদন : রাজ্য সরকারের সমস্ত দফতরের মামলা সংক্রান্ত আইনি বিষয়ের উপর কেন্দ্রীয়ভাবে নজরদারির জন্য নতুন মন্ত্রিগোষ্ঠী তৈরি করা হয়েছে। মঙ্গলবার নবান্নে রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে আহ্বায়ক করে ওই বিশেষ মন্ত্রিগোষ্ঠী তৈরি করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, ফিরহাদ হাকিম, ব্রাত্য বসু, মলয় ঘটক, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ও শশী পাঁজাকে মন্ত্রীগোষ্ঠীর সদস্য করা হয়েছে। বিভিন্ন আদালতে রাজ্য সরকারের দফতরগুলির বিরুদ্ধে নানা মামলা বকেয়া রয়েছে। এইসব মামলার খরচ চালাতে প্রতি বছর সরকারি কোষাগার থেকে বহু অর্থ ব্যয় হয়। মামলা তদারকের জন্য সমস্ত দফতরের কাছেই আইনজীবীদের প্যানেল রয়েছে। তবে মামলাগুলির দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য উপরের তলা থেকে আরও বেশি নজরদারির প্রয়োজন। মুখ্যমন্ত্রীর গড়ে দেওয়া মন্ত্রিগোষ্ঠী এবার এই কাজটি করবে।

শীঘ্রই নিয়োগ

প্রতিবেদন : রাজ্যের পদকজয়ী ক্রীড়াবিদরা সরাসরি পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর (আর্মস), ইন্সপেক্টর (আর্মস) এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টর পদে নিয়োগের সুযোগ পাবেন। নিয়োগ প্রক্রিয়া শীঘ্রই শুরু হবে। মঙ্গলবার নবান্নে রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন দফতরে একাধিক শূন্য পদ তৈরি হয়েছে। সূত্রের খবর, নগরোন্নয়ন দফতর, খাদ্য ও সরবরাহ দফতর, ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগ এবং বস্ত্র শিল্প দফতর—এই চার গুরুত্বপূর্ণ বিভাগে মোট ৫৩টি শূন্য পদ তৈরি করা হচ্ছে। এই পদগুলির মধ্যে বেশিরভাগেই আপাতত চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ করা হবে। মন্ত্রিসভার অনুমোদনের পর খুব শীঘ্রই নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হতে পারে।

প্রস্তুতিসভা

সংবাদদাতা হাওড়া : আগামী শুক্রবার যুব তৃণমূল কংগ্রেস ও টিএমসিপির তরফে হাওড়া জেলা জুড়ে মিছিল হবে। বিজেপি, সিপিএমের চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের ফলে চাকরিহারা হয়েছেন প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী। তার বিরুদ্ধে শুক্রবার হাওড়া জেলার সর্বত্র গর্জে উঠবেন ছাত্র-যুবরা। মঙ্গলবার তারই রূপরেখা চূড়ান্ত করলেন দলীয় নেতৃত্ব।

■ টালিগঞ্জের ১১৩ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অনিতা কর মজুমদারের উদ্যোগে বাঁশদ্রোণী পার্ক অঞ্চলে নবরূপে সজ্জিত গীতাঞ্জলি পার্কে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূর্তির উদ্বোধনে মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। আছেন বরো ১১ চেয়ারম্যান তারকেশ্বর চক্রবর্তী।

জমে উঠেছে সাহিত্য উৎসব

■ সাংবাদিকতায় গল্পের রসায়ন বলছেন কুণাল ঘোষ।

প্রতিবেদন: লিটল ম্যাগাজিন মেলায় গল্পের জন্মকথা। রবীন্দ্রসদনে মঙ্গলবার নিজের সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতা থেকে কীভাবে গল্পের সৃষ্টি হয়েছে সে কথাই বললেন রাজনীতিবিদ-সাহিত্যিক-সাংবাদিক কুণাল ঘোষ। তাঁর কথায় উঠে আসে সাংবাদিকতার নানান দিক। যেমন খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে দেখা যায়, অনেক খবর রয়ে যায় অফ দ্য স্ক্রিনে। যেগুলো সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ করা যায় না। কিন্তু সেগুলোকে নিয়ে গল্প লিখলে তা পড়ে ঋদ্ধ হয় মানুষের মন। এদিনের অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন প্রবুদ্ধ মিত্র। উপস্থিত ছিলেন লেখক প্রচেত গুপ্ত, কবি সুবোধ সরকার, সাহিত্যিক অমর মিত্র, প্রসূন ভৌমিক, দেজ পাবলিশিংয়ের অন্যতম কর্ণধার শুভঙ্কর দে-সহ আরও বিশিষ্টরা। কুণাল ঘোষ বলেন, লিটল ম্যাগাজিন মানেই কৈশোরে ফিরে যাওয়া। বহু জায়গায় বহু মানুষের সঙ্গে দেখা হয়। অনেককিছু জানা হয়। খবরটা লেখা হয়। কিন্তু অনেক চরিত্র দেখা যায়, যেগুলো গল্প, উপন্যাসের চরিত্র তুলে ধরে। তাঁর কথায়, আমরা যেটা দেখছি, সেটার খবরটুকু লিখছি। জীবনের অন্য গল্প রয়েছে। সেটা সেদিনকার খবরে থাকছে না। লেখা সম্ভব নয়। সেটা গল্প হয়ে রয়ে যায়।

■ অল ইন্ডিয়া ফেয়ার প্রাইস শপ ডিলার্স ফেডারেশন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষের কাছে একাধিক দাবিতে ডেপুটেশন দেওয়া হল। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সভাপতি বিশ্বম্ভর বসু-সহ রাজ্য কমিটির বিশেষ প্রতিনিধি দল।

স্ত্রী খুনে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

সংবাদদাতা, চুঁচুড়া : ত্রিশ বছর সংসার করে শেষপর্যন্ত স্ত্রীকে আগুনে পুড়িয়ে খুন! বলাগড়ের বৃদ্ধকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা দিল চুঁচুড়া আদালত। ৫ এপ্রিল অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। মঙ্গলবার ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টের বিচারক শুভ্রা ভৌমিক ভট্টাচার্য খুনের মামলায় সাজা ঘোষণা করেন। ৩০২ ধারায় দোষীকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড ও ২০ হাজার টাকা জরিমানার সাজা শোনায় আদালত। ঘটনা গত ২০১৯ সালের ৭ জানুয়ারির। বলাগড়ের বাসিন্দা বিশ্বজিৎ দাস (৬১) স্ত্রী চন্দনা দাসকে (৫৫) ঘরের মধ্যেই গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুনে পুড়িয়ে দেয়।

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
9 April, 2025 • Wednesday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ক্ষমা নয়

রাম-বাম-শ্যাম। বিজেপি-সিপিএম-কংগ্রেস। বাংলায় তিনটি ক্ষয়িষ্ণু রাজনৈতিক দল আপ্রাণ চেষ্টা করেছে মানুষের মুখের গ্রাস কেড়ে নিতে। কয়েকজনের ভুলকে হাতিয়ার করে নির্দোষদের ফাঁসিকাঠে ঝোলানোর জন্য এই তিনটি দলকেই কোনওদিন ক্ষমা করবেন না বাংলার মানুষ। প্রাথমিকের একটি মামলা নিয়ে বিরোধীরা মন্ত্রজপ শুরু করেছিল। তাদের ধারণা ছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারকে বিপদে ফেলা যাবে। কিন্তু আদালতে আর একবার প্রমাণিত হয়ে গেল, এভাবে বাংলার সরকারকে কিছুতেই অস্বস্তিতে ফেলা যাবে না। সুপার নিউমেরারি পদ তৈরি নিয়ে মামলা। সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিল, রাজ্য মন্ত্রিসভা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এই পদ তৈরির। রাজ্যপাল তাতে অনুমতি দিয়েছিলেন। এই সিদ্ধান্তের উপর আদালতের কোনওরকম হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। করা হলে প্রশাসনের উপর বিচারব্যবস্থার হস্তক্ষেপ হয়ে যাবে। সংবিধান বিরোধী। ফলে এক লহমায় এই দাবি খারিজ করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। বাম-বিজেপির হাতে কোনও রাজনৈতিক অস্ত্র নেই। তাদের সারা দিন চেয়ে থাকতে হয় কবে কখন আদালত কী রায় দেয়, তাতে তাদের কী সুবিধা। কিন্তু মানুষ তাদের অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝতে পারছেন, এরা আসলে সুযোগের ফায়দা তোলার চেষ্টা করছে। ত্রিপুরায় বাম আমলের চাকরি কেলেঙ্কারি কিংবা মধ্যপ্রদেশের ব্যাপম কেলেঙ্কারির নায়করা যতই লাফালাফি করুন, মানুষ ঠিক সময় জবাব দেবেন।

চাকরিখেকো বিকাশবাবু! আপনাকে বলছি

বিকাশবাবুর তথাকথিত ন্যায়বিচারের প্রক্রিয়ায় ১৭ হাজারের বেশি নির্দোষ প্রার্থীর চাকরি গিয়েছে। সে দায় কার? এই প্রশ্নের উত্তরের অন্বেষণে **ডাঃ বৈদ্যনাথ ঘোষ দস্তিদার**

আপনার সাম্প্রতিকতম বক্তব্য থেকে এটা স্পষ্ট যে, আপনি মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একটি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অভিযোগের জাল বুনেছেন। নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া ভাষণকে আপনি 'ঘৃণ্য অপপ্রচার' বলে অভিহিত করেছেন, কিন্তু আমরা বলি এটি ছিল জনগণের প্রতি তাঁর স্বচ্ছতা ও প্রকাশ। তিনি কখনওই সত্যকে গোপন করেননি, বরং SSC নিয়োগে উদ্ভূত জটিল পরিস্থিতির বাস্তব চিত্র জনগণের সামনে তুলে ধরেছেন।

আপনি SSC নিয়োগে দুর্নীতির প্রসঙ্গে যে পরিসংখ্যান দিয়েছেন, তা সুপ্রিম কোর্টের রায়েরই একটি অংশ। আমরা অস্বীকার করছি না যে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সমস্যা হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হল এর জন্য দায়ী কে? আদালতের নির্দেশে ২৫,৩২৭ জনের চাকরি বাতিল হয়েছে, এটা কি আমরা ইচ্ছাকৃতভাবে করেছি? একজন আইনজীবী হিসেবে আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে, আদালতের নির্দেশ মানতে আমরা বাধ্য। তবুও, যারা এই দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত ছিল তাদের বিরুদ্ধে তৃণমূল সরকার কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছে। দোষীদের গ্রেফতার করা হয়েছে, তদন্ত চলছে এবং আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে স্বচ্ছতার সঙ্গে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে। আপনি দাবি করেছেন যে, আপনি ও আপনার টিম চাকরি হারানো প্রার্থীদের পক্ষে লড়েছেন। কিন্তু এই লড়াইয়ের পরিণতি কী হয়েছে? আপনার তথাকথিত 'ন্যায়বিচারের' প্রচেষ্টায় আজ ১৭,০০৩ জন নির্দোষ প্রার্থীও চাকরি হারিয়েছেন। এই দায় কি আপনি এড়িয়ে যেতে পারেন? তৃণমূল সরকার চাকরি দেওয়ার জন্য নিরন্তর কাজ করে গেছে ২০১১ সাল থেকে লক্ষ লক্ষ যুবক-যুবতীকে কর্মসংস্থান দিয়েছে। আমাদের লক্ষ্য ছিল প্রতিটি যোগ্য প্রার্থী যেন সুযোগ পান, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আইনি জটিলতা ও কিছু অসাধু ব্যক্তির কারসাজির কারণে এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।

আপনি প্রশ্ন তুলেছেন কে SSCকে 'ঘুষের কারখানা' বানিয়েছে? আমার বলি, এর উত্তর খুঁজতে হলে অতীতের দিকে তাকান। তৃণমূলের আগে যারা রাজ্য শাসন করেছে, তারা শিক্ষাব্যবস্থাকে কীভাবে ধ্বংস করেছিল, তা জনগণ ভোলেনি। আমরা সেই ধ্বংসস্তূপ থেকে বেরিয়ে এসে শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের জন্য লড়াই করছি। আপনার অভিযোগ যে আমরা তথ্য গোপন করেছি— তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। সরকার আদালতকে সমস্ত তথ্য সরবরাহ করেছে, এবং তদন্তে সহযোগিতা করছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর আপনি যে দায় চাপাতে চাইছেন, তা জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি দিনরাত রাজ্যের মানুষের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন-চাকরি হারানো প্রার্থীদের জন্যও তিনি বিকল্প পথ খুঁজছেন। আপনার 'চাকরি রক্ষাকারী সৈনিক' হওয়ার দাবি রাজনৈতিক মঞ্চে হয়তো জনপ্রিয়তা পেতে পারে, কিন্তু বাস্তবে এটি শুধুই অভিযোগের পাহাড়।

তৃণমূল কংগ্রেস জনগণের পাশে আছে এবং থাকবে। আমরা দুর্নীতির বিরুদ্ধে টলারেন্স নীতিতে বিশ্বাসী। যারা দোষী, তারা শাস্তি পাবে— কিন্তু এই ইস্যুকে রাজনৈতিক হাতিয়ার বানিয়ে নির্দোষ যুবক-যুবতীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে খেলবেন না। আমরা আহ্বান জানাই- আসুন, সমাধানের পথে একসঙ্গে কাজ করি, অপপ্রচারে নয়।

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

ওয়াকফ-বিতর্ক আসলে রাজনৈতিক হাতিয়ার

২০১৪ সাল থেকে যেভাবে বিজেপি সরকার মুসলিমদের ঘিরে নানান বিতর্কিত আইন ও নীতিমালা চাপিয়ে দিচ্ছে, ওয়াকফ বিলও সেই ধারারই আরেকটি পর্ব। লিখছেন অধ্যাপক **আজিজুল বিশ্বাস**

ভারতের সংবিধান যাকে 'ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র' হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছে, সেই ভারতের আজকের বাস্তবতা ক্রমশই সেই ধারণার বিপরীতে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। মোদি নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকারের আমলে রাষ্ট্র এবং ধর্মের মাঝখানের বিভাজনরেখা ধীরে ধীরে বিলীন হচ্ছে। এই রাজনৈতিক বাস্তবতায়, 'ওয়াকফ সম্পত্তি' নিয়ে সাম্প্রতিক আইনগত পদক্ষেপ ও বিতর্ক শুধুমাত্র একটি প্রশাসনিক বা অর্থনৈতিক ইস্যু নয়— এটি ভারতের মুসলিম সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় অধিকারে হস্তক্ষেপ এবং রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ধারাবাহিক মুসলিমবিরোধী মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ।

ইসলামি আইন অনুযায়ী, 'ওয়াকফ' হল এক প্রকার ধর্মীয় দান, যেখানে কেউ নিজের সম্পদ চিরতরে আল্লাহর নামে উৎসর্গ করেন সমাজের কল্যাণে ব্যবহারের জন্য— বিশেষ করে দরিদ্র, এতিম, মসজিদ, মাদ্রাসা, এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহে। এই দান ব্যক্তিগত মালিকানার বাইরের একটি কাঠামো তৈরি করে, যার প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা নির্ধারিত হয় বিশেষ ধর্মীয় ও সামাজিক নীতির ভিত্তিতে। ভারতে প্রায় ৬ লক্ষ একর ওয়াকফ সম্পত্তি রয়েছে, যার আর্থিক মূল্য ১১ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি বলে মনে করা হয়। এত বিপুল পরিমাণ সম্পত্তিকে ঘিরে রাষ্ট্রের আগ্রহ, এবং এর প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় হস্তক্ষেপ যে নিছক স্বচ্ছতার প্রশ্ন নয়, বরং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হিসাব, তা একেবারে অযৌক্তিক নয়।

২০১৪ সাল থেকে যেভাবে বিজেপি সরকার মুসলিমদের ঘিরে নানান বিতর্কিত আইন ও নীতিমালা চাপিয়ে দিচ্ছে, ওয়াকফ বিলও সেই ধারারই আরেকটি পর্ব। সিএএ-এনআরসি থেকে শুরু করে তিন তালাক বিল, কাশ্মীরের ৩৭০ ধারা রদ, হিজাব ইস্যু, মাদ্রাসা বন্ধকরণ, এবং গণপিটুনি কিংবা বুলডোজার সংস্কৃতির আমদানি— সবই মুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও নাগরিক অধিকার খর্ব করার স্পষ্ট লক্ষণ বহন করে।

ওয়াকফ বোর্ডের ওপর সরকারের অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ আরোপের এই উদ্যোগকে মোদি সরকার "স্বচ্ছতা" এবং "দুর্নীতি দমন"-এর মোড়কে পেশ করলেও বাস্তবতা হল— এটি একটি স্বায়ত্তশাসিত ধর্মীয় ব্যবস্থাকে কার্যত রাষ্ট্রায়ত্ত করে নেওয়ার চেষ্টা। প্রশ্ন ওঠে, হিন্দু দেবোত্তর বোর্ড, গুরুদ্বারা ব্যবস্থাপনা কমিটি বা চার্চের সম্পত্তির বেলায় কি একইরকম রাষ্ট্রীয় নজরদারি আরোপ করা হয়েছে?

অথচ ওয়াকফ সম্পত্তিকে সরকার নিয়ন্ত্রণ করতে সংখ্যার জোরে সংসদের উভয় কক্ষে ওয়াকফ বিল পাশ করিয়ে নিল। এখন প্রশ্ন উঠে যায়: এর পেছনের উদ্দেশ্য কি কেবল প্রশাসনিক দক্ষতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা, নাকি এর আড়ালে লুকিয়ে আছে অন্য রাজনৈতিক হিসাব? নতুন বিল অনুযায়ী ওয়াকফ বোর্ডের ক্ষমতা সীমিত করা, সরকারের অধিক হস্তক্ষেপের সুযোগ রাখা এবং বোর্ডের ওপর তদারকি বাড়ানো হয়েছে। সংখ্যালঘু সমাজের অনেকের আশঙ্কা, এর ফলে সরকার এই ধর্মীয় সম্পদকে ব্যবহার করতে পারে রাজনৈতিকভাবে সুবিধা নেওয়ার জন্য— অথবা আরও খারাপ হলে, নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য।

নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্ব ভারতীয় জনতা পার্টির মতো হিন্দুত্ববাদী দল কখনোই ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলে না, বরং ধর্মীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে রাজনৈতিক মেরুকরণ করে, তারাই আজ সংখ্যালঘুদের জন্য 'উন্নয়ন' পরিকল্পনার কথা বলছে। বাস্তবে যে রাষ্ট্র ক্ষমতা ধর্মীয় পোশাক, খাদ্যাভ্যাস, মসজিদ বা আজানের বিষয়েও নিয়ম চাপিয়ে দেয়, যে রাষ্ট্রে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার নয় বরং সংকোচনের প্রবণতা দেখা যায়, সেই মোদি সরকার সংখ্যালঘুদের কল্যাণে কতটা আন্তরিক, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলাই যুক্তিসঙ্গত। মুসলিম সম্প্রদায় বারবার দেখেছে— তাদের সুরক্ষা, আস্থা ও নাগরিক অধিকার হুমকির মুখে পড়েছে নানা রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ফলে। এই পরিস্থিতিতে ওয়াকফ সম্পত্তি নিয়ে এমন আইন আরও গভীর সন্দেহ ও হতাশা তৈরি করে।

ভারতীয় সংসদে আজ মুসলিম প্রতিনিধিত্ব ঐতিহাসিকভাবে সর্বনিম্ন পর্যায়ে— প্রায় ১৪% জনসংখ্যার বিপরীতে লোকসভায় মুসলিম সাংসদ মাত্র ৪-৫%। লোকসভায় ২৪১ জন সাংসদের একজনও মুসলিম নন। দেশের কোনও রাজ্যের কোনও বিধানসভায় বিজেপির টিকিটে জেতা একজনও মুসলিম নারী বিধায়ক নেই। বিজেপির মন্ত্রিসভায় তো প্রায়ই কোনও মুসলিম সদস্যই থাকেন না। সংখ্যালঘুদের স্বর যখন সংসদে প্রতিফলিত হয় না, তখন তাদের পক্ষে সিদ্ধান্ত নেওয়া একপ্রকার 'উপরি সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া'-র মতো হয়ে দাঁড়ায়। এটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সম্পূর্ণ বিপরীত। এ অবস্থায় সংখ্যালঘুদের জীবনযাপন, সম্পত্তি, শিক্ষা বা ধর্মীয় অধিকার নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে গেলে তাদের অন্তর্ভুক্তি না থাকা মানে একটি অগণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আইন প্রণয়ন।

বর্তমান ভারতের রাজনৈতিক ভাষ্য এমনভাবে রূপান্তরিত হয়েছে, যেখানে মুসলিমদের জন্য কোনও কল্যাণমূলক পরিকল্পনা বা দাবি করলে তাকে "তোষণ" বলা হয়, আবার রাষ্ট্রের নীতির বিরুদ্ধে কথা বললেই সেটি "রাষ্ট্রদ্রোহ" বলে দেগে দেওয়া হয়। এই ধরনের দমনমূলক পরিবেশ একদিকে যেমন মুসলিম সমাজকে চুপ করিয়ে রাখার চেষ্টা, তেমনি বৃহত্তর নাগরিক সমাজকেও আত্মরক্ষামূলক নীরবতায় বাধ্য করছে। মোদি সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক কৌশল হল "মাইক্রো-টার্গেটিং"— সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে জনমত তৈরির মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু ভোটব্যাংক সংহত করা। ধর্মীয় বিদ্বেষ, ইতিহাস পুনর্লিখন, মসজিদ-মন্দির বিতর্ক, হিজাব নিষেধাজ্ঞা ইত্যাদি এজেন্ডা বারবার প্রমাণ করেছে যে বিজেপি সরকার ধর্মীয় বিভাজনকেই রাজনৈতিক পুঁজি হিসেবে

ব্যবহার করে আসছে। এর মধ্যেই ওয়াকফ সম্পত্তি ইস্যুটিও একটি নতুন স্তর যোগ করেছে, যেখানে 'উন্নয়ন' বা 'দুর্নীতিরোধ' শব্দগুলো কার্যত একটি রাজনৈতিক কৌশল মাত্র। এমন এক বাস্তবতায় ওয়াকফ বিল একটি আইনগত পরিবর্তনের চেয়ে অনেক বেশি— এটি এক সামাজিক মনোভাব, এক রাজনৈতিক মানসিকতার প্রতিফলন। যেখানে ধর্মের নামে শাসন চলে, সেখানে সংখ্যালঘুদের ওপর আস্থা রাখা, তাদের সম্পদ ও সংস্কৃতি রক্ষা করা কেবল আইন নয়, এক নৈতিক দায়িত্ব। রাষ্ট্র যদি সংখ্যালঘুদের উন্নয়নে আন্তরিক হয়, তবে তা হবে সংলাপের মাধ্যমে, তাদের মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে, তাদের নেতৃত্বকেই সম্মান জানিয়ে। অন্যথায়, সব উন্নয়নের ভাষ্য হয়ে উঠবে কেবল প্রহসন।

ওয়াকফ বিতর্কের মধ্য দিয়ে যেটা স্পষ্ট হচ্ছে তা হল, ভারতের সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায় ক্রমাগত সাংবিধানিক অধিকার, ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সামাজিক মর্যাদা হারাচ্ছে। সরকার যেভাবে একতরফাভাবে সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিচ্ছে, তাতে মুসলিমদের ওপর রাষ্ট্রের বিশ্বাসহীনতা ও কর্তৃত্ববাদী মনোভাবই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। ভারত বহু ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতির সমন্বয়ে গঠিত এক মোহাবিষ্ট বাস্তবতা। ভারতের আত্মা হল তার বহুত্ববাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সাংবিধানিক শাসন। এই আত্মাকে রক্ষা করতে হলে কেবল সংবিধান মেনে চললেই হবে না— প্রয়োজন এক অন্তর্মুখী রাষ্ট্রনৈতিক বিবেক। সংখ্যালঘুদের উন্নয়ন মানে তাদের সম্পত্তি দখল নয়, বরং তাদের স্বাধীন মত, নেতৃত্ব ও সংস্কৃতিকে সম্মান জানানো। ওয়াকফ বিতর্ক সেই সহিষ্ণুতার সামনে এক গুরুতর প্রশ্নচিহ্ন তুলে ধরেছে। এই প্রশ্নের উত্তর কেবল আইন নয়, মানসিকতা দিয়েই দিতে হবে— আর সেই মানসিকতা হওয়া উচিত ধর্মনিরপেক্ষ, মানবিক এবং ন্যায়ভিত্তিক। সরকার যদি সত্যিই দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে বিশ্বাসী হয়, তবে তা হতে হবে সংলাপ, অংশগ্রহণ ও ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে— not unilateral political control under the guise of reform.

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

প্রেমিকার সঙ্গে বিচ্ছেদ। রাগে প্রেমিকার বোনকে যৌন হেনস্থা। গোপনাঙ্গে কাঁটা চামচ ঢুকিয়ে দেওয়ার অভিযোগ কোলাঘাটের যুবকের বিরুদ্ধে। নিউটাউন থেকে ধৃত অভিযুক্ত

মুখ্যমন্ত্রীর জনহিতকর প্রকল্পে বৈপ্লবিক পরিবর্তন স্বাস্থ্যসেবায়

প্রতিবেদন : বাংলার মা-মাটি-মানুষের সরকারের সৌজন্যে রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় এসেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। এই পরিবর্তন শুধু পরিসংখ্যানেই নয়, লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনে আশার আলো জ্বালিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মস্তিষ্কপ্রসূত বিভিন্ন প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নই বাংলার স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে উন্নয়নের দিশা দিয়েছে।

বাংলায় স্বাস্থ্যসাথীর মতো প্রকল্পগুলি বিপ্লব এনেছে জনস্বাস্থ্যে। এই সব প্রকল্পের হাত ধরে আজ কোটি কোটি মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে রাজ্য সরকার। বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা দিয়ে চলেছে নিরন্তর। শুধু স্বাস্থ্যসাথীই নয়, চোখের আলো, শিশুসাথী, ন্যায্যমূল্যের ওষুধ বিপণি, ফেয়ার প্রাইস ডায়াগনস্টিক সেন্টার, টেলিমেন্টাল হেলথ প্রকল্প চালু করা হয়েছে বাংলার মানুষ স্বাস্থ্যসেবা দিতে। আর সব উদ্যোগই নিয়েছেন বাংলার মানবিক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

পরিসংখ্যান বলছে, স্বাস্থ্যসাথীতে ২.৪৫ কোটি পরিবারের ৮.৫১ কোটি মানুষ অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। তার মধ্যে ৮৫ লক্ষের বেশি উপভোক্তা ১১,০৯৮.৪৬ কোটি টাকার পরিষেবা পেয়েছেন। চোখের আলোয় ১.৩৫ কোটি মানুষের চক্ষু

পরীক্ষা করা হয়েছে। তার মধ্যে ১২.৪৫ লক্ষ মানুষের ছানি অপারেশন সম্পন্ন হয়েছে। ১৪.৪৮ লক্ষ মানুষকে বিনামূল্যে চশমা বিতরণ করা হয়েছে। শিশুসাথী প্রকল্পে ৩২,০০০ জন্মগত হৃদরোগের চিকিৎসা করা হয়েছে।

১০,০০০টি ক্লেফট লিপ বা প্যালেট ও ক্লাব ফুটের চিকিৎসা করা হয়েছে। মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্যেও উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেয়েছে রাজ্য। ৯৯ শতাংশ প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব হচ্ছে। মাতৃ মৃত্যুহার কমে এখন ১০৩। ২০১১ সালে ছিল ১১৩। শিশু মৃত্যুহার কমে ১৯। ২০১১ সালে ছিল ৩৪। শিশু টিকাকরণ ১০০ শতাংশ সম্পূর্ণ। ২০১১ সালে ছিল ৬৫ শতাংশ। স্বাস্থ্য ইঙ্গিত প্রকল্পে ৪.৭৩ কোটি টেলি-পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। প্রতিদিন ৭০,০০০ মানুষ উপকৃত হচ্ছেন। ১১৭টি ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকান পরিষেবা দিচ্ছে। সেখানে মূল দামের ওপর ৪৮ থেকে ৮০ শতাংশ ছাড় মিলছে। ৩,০০০ কোটি টাকা সাশ্রয় হয়েছে সাধারণের। ফেয়ার প্রাইস ডায়াগনস্টিকের ১৭০টি ইউনিট কার্যকর রয়েছে রাজ্যে। সেখানে ২.৬৮ কোটি রোগীকে পরিষেবা প্রদান করা হয়েছে ১,৭৮৫.২৫ কোটি টাকার। এছাড়া ৩১টি ব্লাড ব্যাঙ্ক তৈরি হয়েছে মা-মাটি-মানুষের সরকারের আমলে। ২০১১ সালে ছিল ৫৮টি। মোট ৮৯টি ব্লাড ব্যাঙ্ক কাজ করছে রাজ্যে। ৪০টি ব্লাড কম্পোনেন্ট সেপারেশন ইউনিট চালু হয়েছে। ৬৯টি ব্লাড স্টোরেজ ইউনিট নিকটবর্তী ব্লাড ব্যাঙ্কের সঙ্গে যুক্ত।

টেলিমেন্টাল হেল্থে ৮৩,৬৫৯ জন রোগী ও তাঁদের আত্মীয়দের কাউন্সেলিং করা হয়েছে। ৫ লক্ষ রোগীর চিকিৎসা হয়েছে মানসিক স্বাস্থ্যসেবার মাধ্যমে।

মথুরাপুরে পদ্ম শিবিরের ভাঙন তৃণমূলে যোগ ৫০টি পরিবারের

■ কর্মীদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিচ্ছেন বিধায়ক অলোক জলদাতা।

সংবাদদাতা, মথুরাপুর : ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের আগে মথুরাপুরের একাধিক জায়গায় ক্রমশ জমি হারাচ্ছে বিজেপি। এবার রায়দিঘিতে বিজেপির ৫০টি পরিবার তৃণমূলে যোগদান করলেন বিধায়ক অলোক জলদাতার হাত ধরে। একই সঙ্গে মথুরাপুরের আবাদ ভগবানপুরের রঘুদেবপুর গ্রামের বাসিন্দা প্রায় ২০০ জন বিজেপি কর্মী আবাদ ভগবানপুরের তৃণমূল প্রধান জিয়াদ আলি পুরকাইতের হাত দিয়ে তৃণমূলের পতাকা নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়ন যজ্ঞে সামিল হলেন। যোগদানকারীরা বলেন, বিজেপিতে থাকাকালীন দল থেকে কোনও সুযোগ সুবিধা পাইনি। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর সব প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছি। যেমন, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, স্বাস্থসাথী। তাছাড়া রাস্তাঘাটেরও অনেক উন্নয়ন হয়েছে। এসব দেখেই আমরা তৃণমূলে যোগদান করেছি। মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ বাপি হালদার বলেন, ২৬-এর ভোটের আগে বিজেপির কোনও চিহ্ন থাকবে না রায়দিঘি বিধানসভায়। আগামী নির্বাচনের আগেই বিজেপিশূন্য হবে এই রাজ্য। আবাদ ভগবানপুরের অঞ্চল সভাপতি নইম সাহা বলেন, বিজেপির এই ভাঙনের ফলে ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল ব্যাপক ভোটে জিততে চলেছে রায়দিঘি বিধানসভা থেকে। যোগদান মঞ্চে ছিলেন মথুরাপুর ১ ব্লকের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ সাহানা খাতুন, অঞ্চল সভাপতি নইম সাহা-সহ অন্যরা।

মদ্যপ পরিচালকের গাড়িতে পিষে মৃত্যু, চুপ কেন টলিউডের বিপ্লবীরা?

প্রতিবেদন : টলিপাড়ার মদ্যপ পরিচালকের গাড়ির তলায় পিষে মৃত্যু এক নিরীহ সাধারণ মানুষের! ঠাকুরপুকুর বাজারের সেই ঘটনায় ছি ছি রব উঠেছে টলিউডের ওই পরিচালক-অভিনেত্রীকে নিয়ে। কিন্তু এখন টালিগঞ্জের সেই 'বিপ্লবী' বুদ্ধিজীবীরা নীরব কেন? যারা মাস ছয়েক আগেও ব্যক্তিগত ফায়দা লুঠতে মোমবাতি হাতে রাস্তায় নেমে বিপ্লব করেছিলেন, এখন তাঁরা কোথায়? কোথায় গেল তাঁদের 'অমুকের গালে গালে, জুতো মারো তালে তালে' স্লোগান? আরজি কর আন্দোলনের সময় নতুন সিনেমার প্রচারে টলিউডের অনেকেই তো লোকদেখানো 'হায় হায়' করেছিলেন। কিন্তু সেই ইন্ডাস্ট্রিরই এক সিরিয়াল পরিচালক যখন মদ্যপ অবস্থায় জনবহুল বাজারে ৮-৯ জনকে পিষে দিল, একজন গরিব মানুষ প্রাণ হারাল, তখন গোটা ইন্ডাস্ট্রি শীতল ড্রয়িংরুমে সেঁধিয়ে কেন? বিপ্লবের আঁশ কি তবে ফুরিয়ে গেল?

রবিবার সকালে ঠাকুরপুকুর বাজারে ঢুকে পরপর কয়েকজনকে ধাক্কা মারে একটি গাড়ি। চালকের আসনে ছিলেন ছোটপর্দার পরিচালক সিদ্ধান্ত দাস ওরফে ভিক্টো, অভিনেত্রী ঋ সেন ও একটি চ্যানেলের কার্যনিবাহী প্রযোজক শ্রিয়া বসু। বেপরোয়া গাড়ির ধাক্কায় আহত হন ৯ জন। তাঁদের মধ্যে বেহালার সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় আমিনুল রহমান নামে একজনের। প্রত্যক্ষদর্শীরাই পরিচালক-সহ দুই মহিলাকে গাড়ি থেকে নামান। অভিযোগ, তখনও নেশায় চুর ছিলেন গাড়িচালক ভিক্টো ও শ্রিয়া বসু। ঠাকুরপুকুর থানার পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের গ্রেফতার করে। সূত্রে খবর, ঘাতক গাড়িটি থেকে সাতটি মদের বোতল ও কলকে-সহ গাঁজা উদ্ধার হয়। সোমবার আলিপুর আদালতে পেশ করলে অভিযুক্ত পরিচালককে ১০ এপ্রিল পর্যন্ত পুলিশ

■ অভিযুক্ত পরিচালক সিদ্ধান্ত দাস। পাশে ঘাতক গাড়ি।

হেফাজতে পাঠানো হয়। কিন্তু জামিন পেয়ে যান শ্রিয়া। পরিচালকের বিরুদ্ধে অনিচ্ছাকৃত খুনের মামলা রুজু করেছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, শনিবার রাতে বিষ্ণুপুরের বাগানবাড়িতে রাতভর মদের পার্টি সেরে সকালে বেপরোয়া গতিতে গাড়ি চালিয়ে এই ঘটনা ঘটান পরিচালক ভিক্টো-সহ অভিযুক্তরা। কিন্তু এই ঘটনা নিয়ে এখনও টলিপাড়ার 'বিপ্লবী' বুদ্ধিজীবীদের নীরবতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে তৃণমূল। সাংবাদিকদের প্রশ্নের দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ জানিয়েছেন, মদ্যপ পরিচালক গাড়ির তলায় পিষে মেরে ফেলল একজনকে! এর বেলায় বিপ্লব কোথায়? টলিউডের সেই অভিনেতা-অভিনেত্রীরা কই গেলেন? বিপ্লব শুকিয়ে গেল? টলিউডের বিপ্লবীরা আজকে নীরব কেন? এদেরকে কেন বয়কট করা হবে না? এদের চরম শাস্তির ডাক দেবেন না কেন? একটা সমাবেশ হবে না? মোমবাতি নিয়ে বেরবেন না? বিপ্লব করবেন না? গরিব মানুষ মারলে বুঝি টলিউডের দুঃখ হয় না? সেইসময় এদের কারও ছবি, কারও নাটক মুক্তি পাচ্ছিল বলে নিজেদের পাবলিসিটির জন্য রাস্তায় নেমে নাটক করেছিল। যদি সত্যি মানুষের জন্য দরদ থাকত, এই গরিব লোকটার জন্যও প্রতিবাদ হত!

কলসেন্টার খুলে প্রতারণাচক্র গ্রেফতার চার

প্রতিবেদন : পুলিশি তৎপরতার সল্টলেকের সেক্টর ফাইভে ভুয়ো কলসেন্টারের পর্দাফাঁস। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে নরেন্দ্রপুর থেকে পুলিশ ওই কলসেন্টারের পান্ডা-সহ মোট চারজনকে গ্রেফতার করল। উদ্ধার হয়েছে বিপুল অঙ্কের নগদ ও একাধিক মোবাইল, ল্যাপটপ, পেনড্রাইভ। কয়েকদিন আগে বিধাননগর সাইবার থানার পুলিশ একটি অভিযোগের তদন্তে নেমে তিনজনকে গ্রেফতার করে। তাদের জেরা করে এই প্রতারণাচক্রের হদিশ মেলে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গোটা ঘটনার পিছনে একটি বড় চক্র রয়েছে। সোমবার রাতে এই অভিযানে চক্রের অন্যতম পান্ডা শুভ্রনারায়ণ দাস মণ্ডলকে গ্রেফতার করে পুলিশ। গত মাসের শেষের দিকে এই ভুয়ো কলসেন্টারের পর্দাফাঁস হয়েছিল। লেকটাউনের একটি বাড়ি থেকে তিন কোটি টাকা উদ্ধার হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতরা কলসেন্টারের আড়ালে প্রতারণাচক্র চালাচ্ছিল। মূলত সাধারণ মানুষকে ফোন করে সফটওয়্যার সাপোর্ট দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিত। তাদের ফাঁদে পা দিলে বিভিন্নভাবে ধাপে ধাপে টাকা হাতিয়ে নিত।

কুলতলি থেকে মধু সংগ্রহে পাড়ি

■ কুলতলি বিটে মউলেদের অনুমতি ও মধু সংগ্রহের সরঞ্জাম বিলি।

সংবাদদাতা, কুলতলি : মউলেরা মধু সংগ্রহে পাড়ি দিলেন সুন্দরবনে। উত্তর ২৪ পরগনার সজনেখালি ও বসিরহাট রেঞ্জের পর এবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলি বিট থেকে মঙ্গলবার তিন শতাধিক মউলেকে সরকারিভাবে অনুমোদন দেওয়া হল মধু সংগ্রহের জন্য। কুলতলি বিট থেকে ৫৫টি দলকে ছাড় দেওয়া হয়েছে। প্রতি দলে রয়েছেন ৫ থেকে ৭ জন করে সদস্য। কুলতলি বিধানসভা বিভিন্ন এলাকা থেকে মউলেরা এদিন কুলতলি বিট ফরেস্ট অফিস থেকে অনুমতিপত্র সংগ্রহ করেন। বিট অফিস থেকে তাঁদেরকে দেওয়া হয় প্রাথমিক চিকিৎসা কিট, মুখোশ, গ্লাভস-সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী।

এদিন বিতরণ কেন্দ্রে উপস্থিত ছিলেন সুন্দরবন জীবমণ্ডল সংরক্ষণের আধিকারিক ও যুগ্ম আধিকারিক-সহ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা বন আধিকারিক নিশা গোস্বামী, এডিএফও অনুরাগ চৌধুরী প্রমুখ। মউলেরা প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ও উপকরণ সংগ্রহ হয়ে গেলে শুভ সময় নির্বাচন করে জঙ্গলের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন। জঙ্গলে যাওয়ার আগে বনবিবির উদ্দেশ্যে পুজোও দেন তাঁরা। মউলেরা প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী ছাড়াও সঙ্গে নেন বড় 'দাঁ' বা 'হেঁসো'। যা মধুর চাক কাটতে প্রয়োজন পড়ে। এছাড়াও জাল, ২-৩টি হাঁড়ি, বালতি, বড় মোটা দড়ি, খড়, প্লাস্টিকের ড্রাম, টিনের ড্রাম, মুখোশ, দুটি গামলা ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিয়ে তাঁরা পাড়ি দেন গভীর জঙ্গলে। মধু সংগ্রহ করে ঘরে ফিরতে সময় লাগে দিন পনেরো। বন দফতরের পক্ষ থেকে মধুর দাম নির্ধারণ করা হয়েছে। সূত্রে খবর, গত বছরের তুলনায় কেজিপ্রতি ৫ টাকা করে বাড়ানো হয়েছে। এবার উৎকৃষ্ট মানের মধু প্রতি কেজি ২৭৫ টাকা এবং একটু নিম্নমানের মধু প্রতি কেজি ২৪০ টাকা। মউলেদের সংগ্রহ করা মধু কিনে নেবে ওয়েস্ট বেঙ্গল ফরেস্ট কর্পোরেশন। সেই মধু পরিশুদ্ধ করার পর 'মৌবন' নামে সাধারণ গ্রাহকের দরবারে হাজির করা হবে। ফরেস্ট কর্পোরেশনকে দেওয়ার পরেও মধু বাড়তি থাকলে তা বন দফতরের তরফেই বাইরে বিক্রি করা হবে।

রাজ্য
9 April, 2025 • Wednesday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মহাবীর জয়ন্তীতে দক্ষিণেশ্বর-কবি সুভাষ এবং শিয়ালদহ-সেক্টর ফাইভ রুটে মেট্রো কমছে। দক্ষিণেশ্বর-কবি সুভাষ রুটে ২৩৬টি মেট্রো চলবে। অপরিবর্তিত সময়সূচি

প্রথম দিনই মধ্যাহ্নভোজ সারলেন ২০০

মা ক্যান্টিন চালু হল বেলুড় স্টেট জেনারেল হাসপাতালে

সংবাদদাতা, হাওড়া : বেলুড় স্টেট জেনারেল হাসপাতালে চালু হয়ে গেল মা ক্যান্টিন। মঙ্গলবার এই ক্যান্টিনের উদ্বোধন করেন বিধায়ক তথা হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান ডাঃ রাণা চট্টোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন বালি পুরসভার প্রশাসক অমৃতা রায়বর্মন, প্রাক্তন কাউন্সিলর প্রাণকৃষ্ণ মজুমদার-সহ প্রশাসনিক আধিকারিকরা। বিধায়ক ডাঃ রাণা চট্টোপাধ্যায় জানান, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নের প্রকল্প এই মা ক্যান্টিন। এখানে প্রতিদিনই দুপুরে মানুষকে ৫ টাকায় ডিম-ভাত খাওয়ানো হবে। প্রথম দিন দুপুরের মেনুতে ছিল ভাত, ডাল, আলু-সয়াবিনের তরকারি ও ১টি করে ডিম। প্রতিদিন দুপুরে এরকমই ৫ টাকায় ভাত, ডাল, একটা তরকারি ও ডিম দেওয়া হবে। এদিন প্রায় ২০০ জন পাত পেড়ে খেলেন। রোজই এখানে অন্তত ৩০০ জনের খাওয়ার ব্যবস্থা থাকবে। হাসপাতালে আসা রোগী ও তাঁদের পরিজনরা ছাড়াও পাশেই থাকা যোগা ও ন্যাচারোপ্যাথি মেডিক্যাল কলেজের কর্মী এবং রোগীরাও এই ক্যান্টিন থেকে উপকৃত হবেন। পাশাপাশি বেলুড় স্টেশন দিয়ে বহু লোক যাতায়াত করেন। আশপাশে অনেক কল-কারখানা রয়েছে। সেখানকার শ্রমিক থেকে সাধারণ মানুষ সকলেই এখানে মাত্র ৫ টাকায় ডিম-ভাত দিয়ে মধ্যাহ্নভোজ সারতে পারবেন। এদিন ক্যান্টিনের উদ্বোধন করে অনেকের হাতে খাবারও তুলে দেন বিধায়ক ডাঃ রাণা চট্টোপাধ্যায়। তিনি আরও জানান, বালির কেদারনাথ হাসপাতাল ঢেলে সাজাতে বিশেষ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এই ব্যাপারে স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিকদের সঙ্গে বিস্তারিত কথা হয়েছে। দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপও নেওয়া হবে।

■ বেলুড় স্টেট জেনারেল হাসপাতালে মা ক্যান্টিনের উদ্বোধন করলেন বিধায়ক ডাঃ রাণা চট্টোপাধ্যায়।

কালীগঞ্জে বুথের সংখ্যা বাড়ছে

প্রতিবেদন : নদিয়ার কালীগঞ্জ বিধানসভার আসন্ন উপ-নির্বাচনে ভোটার তালিকায় সংযোজন বিয়োজনের পাশাপাশি বুথের সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে আয়োজিত সর্বদল বৈঠকে এই তথ্য তুলে ধরেছেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল। একইসঙ্গে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক জানিয়েছেন, কালিগঞ্জ বিধানসভার ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ চলবে আগামী ২৪ এপ্রিল পর্যন্ত। ৮ এপ্রিল থেকে আগামী ২৪ এপ্রিল পর্যন্ত এই সংশোধনের কাজে যুক্ত বিএলওদের ছুটি দেওয়া যাবে না। এরমধ্যে দুটি শনি এবং দুটি রবিবার পড়ছে। এই দু'দিন সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত বিএলওদের হাজির থাকতে হবে এবং ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ করতে হবে যা বাধ্যতামূলক।

নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে নতুন করে ভোটার তালিকার সংশোধন করা হচ্ছে। সেই তালিকার খসড়া রাজনৈতিক দলগুলিকে তুলে দিয়ে সিইও জানান, গত তিন মাসে কালীগঞ্জ বিধানসভা এলাকায় ৩২৮ জন ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ১৬০ জন মৃত এবং ১৭ জন ডুপ্লিকেট নম্বরে নথিভুক্ত হওয়ায় তালিকা থেকে বাদ গিয়েছেন। স্থানান্তর হয়ে কালীগঞ্জে আসা বা নতুনভাবে ভোটার হওয়ার সুবাদে ৩১২ জনের নাম সংযোজিত হয়েছে। সংশোধিত খসড়া ভোটার তালিকা অনুযায়ী কালীগঞ্জের ভোটার সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২ লাখ ৫৪ হাজার ৮৭৮। বেড়েছে বুথের সংখ্যাও। গত বিধানসভা নির্বাচনে ছিল ২৬১টি বুথ। এবার কমিশনের নয়া নিয়মে ৪৮টি বেড়ে কালীগঞ্জ বিধানসভা উপনির্বাচনে মোট বুথের সংখ্যা হচ্ছে ৩০৯টি।

গরমে পানীয় জল সরবরাহ বজায় রাখতে উদ্যোগী পুরসভা

■ হাওড়া শহরের ভূগর্ভস্থ জলাধার পরিদর্শনে পুরকর্তা ও আধিকারিকদের সঙ্গে ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চৌধুরি। মঙ্গলবার।

সংবাদদাতা, হাওড়া : চলতি গরমে হাওড়া শহরে পানীয় জলের জোগান নিয়মিত রাখতে উদ্যোগী হল পুরসভা। এই উদ্দেশ্যে মঙ্গলবার ওলাবিবিতলায় ভূগর্ভস্থ জলাধার-সহ শহরের সমস্ত ভূগর্ভস্থ জলাধারগুলি পরিদর্শন করলেন পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চৌধুরি। সঙ্গে ছিলেন পুর আধিকারিক ও ইঞ্জিনিয়াররা। তাঁরা প্রতিটি জলাধার ঘুরে দেখেন এবং সেখানে জলের জোগান ঠিকঠাক রয়েছে কিনা তাও খতিয়ে দেখেন। গরম পড়তেই কিছু জায়গায় জলের চাপ কেন কমেছে তা খতিয়ে দেখেন তাঁরা। সৈকত চৌধুরি জানান, জলের জোগান পর্যাপ্ত রয়েছে। তবুও কয়েকটি জায়গায় জলের চাপ কেন কমল তা চিহ্নিত করা হয়েছে। সেই অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। এর ফলে চলতি গ্রীষ্মে হাওড়া শহরে জল সরবরাহে কোনও সমস্যা হবে না।

হাওড়া

■ দলের নির্দেশে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই প্রস্তুতি সভা করলেন হাওড়া জেলা সদরের তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি কৈলাস মিশ্র। আগামী ৯, ১১ এবং ১৫ তারিখ রাজ্য জুড়ে ছাত্র যুবদের মিছিল উপলক্ষে বালিতে এই প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মিলবে আরও উন্নত পরিষেবা

সংবাদদাতা, হরিপাল : শ্রমজীবী হাসপাতালে আরও উন্নত পরিষেবার লক্ষ্যে হিন্দালকো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের পক্ষ থেকে আইসিইউ ওয়ার্ডের জন্য ৩টি পেশেন্ট মনিটর, ২টি সিরিঞ্জ পাম্প দেওয়া হল। এই মনিটর আউসিইউতে থাকা মুমূর্ষু রুগীদের ২৪ ঘন্টা পালস রেট, বিপি, ইসিজি, অক্সিজেন স্যাচুরেশন, রেসপিরেশন রেট পর্যবেক্ষণ করবে। এই যাবতীয় বিষয় পর্যবেক্ষণ করার পর সিরিঞ্জ পাম্পের সাহায্যে চিকিৎসক নির্দিষ্ট সময় মেনে নির্দিষ্ট মাত্রায় রুগীকে ওষুধ প্রয়োগ করতে পারেন। ২০২১ সালের নভেম্বর মাসে গণ উদ্যোগে হরিপালের পাঁচ গাছিয়া গ্রামে হরিপাল শ্রমজীবী হাসপাতাল তৈরি হয়। প্রথম দিকে শুধু মাত্র বহির্বিভাগের পরিষেবা পাওয়া গেলেও ২০২৩ সালে তিন তলা ভবন গড়ে শুরু হয় অন্তর্বিভাগের পরিষেবা। একইসঙ্গে ওই বছর শুরু হয় শল্য চিকিৎসা। ২০২৪ সালে শুরু হয় ল্যাপারোস্কোপিক অপারেশন এবং স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের মাধ্যমে পরিষেবা। এবার মনিটর ও সিরিঞ্জ পাম্প পেল হরিপাল শ্রমজীবী হাসপাতাল। হাসপাতালের সম্পাদক সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় বলেন, এই যন্ত্র পেয়ে হাসপাতাল একধাপ এগিয়ে গেল।

সোনারপুরে স্ত্রীকে খুন করে থানায় আত্মসমর্পণ স্বামীর

সংবাদদাতা, সোনারপুর : স্ত্রীকে খুন করে থানায় আত্মসমর্পণ করল স্বামী। এখানেই শেষ নয়, মৃত স্ত্রীর বিরুদ্ধে তাঁকে খুনের ষড়যন্ত্র করার অভিযোগ করল স্বামী। নিহত প্রিয়াঙ্কা গায়েনের দেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গ্রেফতার করেছে তাঁর স্বামী বাপি গায়েনকে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুর থানার রাজপুর-সোনারপুর পুরসভার মাহিনগরে ঘটনা। জানা গিয়েছে, ক্যানিংয়ের হেরোভাঙা এলাকার বাসিন্দা বাপি গায়েন বছর আটেক আগে প্রেম করে বিয়ে করে প্রতিবেশী প্রিয়াঙ্কা গায়েনকে। স্ত্রীকে নিয়ে সোনারপুরের মাহিনগরে ভাড়াবাড়িতে থাকতে শুরু করে। পাশের ঘরে থাকত সুপ্রকাশ দাস ও তাঁর স্ত্রী। প্রিয়াঙ্কার সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে ওঠে সুপ্রকাশের। জানতে পেরে অশান্তি শুরু হয় বাপি-প্রিয়াঙ্কার। এরমধ্যে স্ত্রীকে নিয়ে অন্যত্র চলে যায় সুপ্রকাশ। কিন্তু তারপরও সুপ্রকাশের সঙ্গে প্রিয়াঙ্কার সম্পর্ক ছিল। দুজনে একটি ভাড়াবাড়িতে একসঙ্গে সময় কাটাতেন। খবর পেয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে বাপি। এরপরই সুপ্রকাশের সঙ্গে মিলে স্বামীকে খুনের পরিকল্পনা করে প্রিয়াঙ্কা। পরিকল্পনার কথা জেনে ফেলে বাপি। তারপরেই নিজের জীবন বাঁচাতে এবং প্রতিশোধ নিতে স্ত্রীকে খুন করার পরিকল্পনা করে। পরিকল্পনামতো সোমবার রাতে স্ত্রী ঘুমিয়ে পড়তেই প্রিয়াঙ্কাকে শ্বাসরোধ করে খুন করে বাপি। স্ত্রীকে খুন করে সোজা সোনারপুর থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করে গোটা ঘটনা পুলিশকে জানায় বাপি। পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। এ বিষয় বারুইপুর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত এসপি রূপান্তর সেনগুপ্ত জানান, ইতিমধ্যেই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে তদন্ত শুরু হয়েছে। তাকে জেরা করে কী কারণে খুন, তা জানার চেষ্টা চলছে। এই চাঞ্চল্যকর ঘটনায় গোটা এলাকায় শোকের ছায়া। প্রতিবেশীরা বলছেন, বাপি ও প্রিয়াঙ্কার মধ্যে অশান্তি লেগেই ছিল। তবে এমন ঘটনা ঘটবে তা কেউ কল্পনাও করেনি। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, পরকীয়া থেকেই এই পরিণতি। ঘটনার সব দিক খতিয়ে দেখছে সোনারপুর থানা।

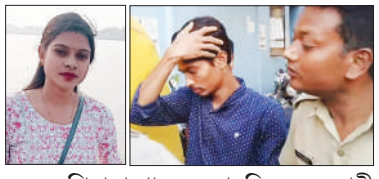

■ মৃত প্রিয়াঙ্কা গায়েন। ডানদিকে ধৃত স্বামী বাপি গায়েন।

ধর্ষণের অভিযোগ

সংবাদদাতা, দেগঙ্গা : চুরি করতে এসে নাবালিকার গলায় ছুরি ধরে ধর্ষণের অভিযোগ। উত্তর ২৪ পরগনার দেগঙ্গার ঘটনা। অভিযোগ পেয়েই ফোনের সূত্র ধরে সঙ্গে সঙ্গে গ্রেফতার হয়েছে অভিযুক্ত। তার বিরুদ্ধে পকসো আইনে মামলা দায়ের হয়েছে। নাবালিকার গোপন জবানবন্দি নিতে তাঁকে পাঠানো হয়েছে আদালতে। নাবালিকার বাবার অভিযোগ, গভীররাতে ঘরের পিছনের দরজা দিয়ে চোর ঘরে ঢোকে। মেয়ের ঘরে ঢুকতেই মেয়ে চেঁচামেচি শুরু করে। তখনই মেয়ের গলায় ছুরি ধরে ভয় দেখিয়ে তার উপর শারীরিক নির্যাতন করে।

স্কুল পরিদর্শনে বিধায়ক অসিত

সংবাদদাতা, চুঁচুড়া : সুপ্রিম কোর্টের রায়ে চাকরিহারা শিক্ষকদের স্কুলে গিয়ে আবার পড়ানোর কথা বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। বহু শিক্ষক স্কুলে যাচ্ছেন, আবার ক্লাস করাচ্ছেন। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে প্রশাসনিক কাজে সমস্যা দেখা দিচ্ছে। নতুন করে যাতে আর কোনও সমস্যা না হয় সে বিষয়ে খতিয়ে দেখতে স্কুলে স্কুলে পরিদর্শনে যাবেন চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদার। বিধায়ক জানান, আমার চুঁচুড়া সাব-ডিভিশন এলাকায় প্রায় আড়াইশো জন শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীর চাকরি বাতিল হয়েছে। কিন্তু স্কুলগুলিতে সেভাবে কোনও প্রভাব পড়েনি। আমি বুধবার থেকে আমার বিধানসভা এলাকার একাধিক স্কুল পরিদর্শন করব। বিধায়ক আরও বলেন, চাকরি বাতিল হওয়া কর্মীদের পাশে থাকার বার্তা দিতে এবং স্কুলগুলির বাস্তব পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে তিনি স্কুল পরিদর্শনে নামছেন। প্রধান শিক্ষক, অভিভাবক ও পরিচালন কমিটির সঙ্গে আলোচনা করব। স্কুলগুলিতে যাতে পঠনপাঠন স্বাভাবিক থাকে, সেই দিকেও নজর দেব। পাশাপাশি যাঁদের চাকরি গেছে, তাঁদের পাশে থাকার সবরকম চেষ্টা করব। এছাড়াও এলপিজির দাম বৃদ্ধি নিয়েও কেন্দ্রীয় সরকারকে একহাত নেন চুঁচুড়ার বিধায়ক। তিনি বলেন, সবে গেল রামনবমী। তাতে লাঠিসোটা, রড, তলোয়ার কিনতে হয়েছে। এসবের খরচ কোথা থেকে উঠবে?

■ বিধায়ক অসিত মজুমদার।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মালদহের ইংরেজবাজারের ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের ঘোরাপির এলাকায় একটি বহুতলের তিনতলা থেকে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পৌঁছয় দমকল বাহিনী। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে

আমার বাংলা
9 April, 2025 • Wednesday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in

আইএনটিটিইউসির আন্দোলনে আলিপুরদুয়ার-জলপাইগুড়ি প্রতিবাদের ঝড়

বঞ্চনা বরদাস্ত নয়, গর্জে উঠলেন চা-শ্রমিকেরা

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি : আলিপুরদুয়ার থেকে জলপাইগুড়ি— কেন্দ্রের বিরুদ্ধে গর্জে উঠলেন চা-শ্রমিকেরা। মোদির কথা বনাম দিদির কাজ স্লোগান নিয়ে চা-শ্রমিকদের দাবি আদায়ে আইএনটিটিইউসি অনুমোদিত চা-বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের পদযাত্রা প্রথমদিনই প্রমাণ করল, বঞ্চনা বরদাস্ত নয়। মঙ্গলবার নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী আলিপুরদুয়ারের সংকোশ থেকে শুরু হয় পদযাত্রা। প্রকাশচিক বরাইক, জয়প্রকাশ টপ্পোদের নেতৃত্বে হল প্রথমদিনের পদযাত্রা। এদিকে, জলপাইগুড়ির সূচনাস্থল ছিল এলেনবাড়ি। ১০ এপ্রিল পর্যন্ত লাগাতার পদযাত্রা এবং গেট মিটিং চলবে। ১১ এপ্রিল শুক্রবার জলপাইগুড়ি পিএফ অফিসে হবে অবস্থান। আন্দোলনের প্রথমদিন পদযাত্রায় পা মেলাতে মেলাতেই সাংসদ তথা আলিপুরদুয়ারের জেলা সভাপতি প্রকাশচিক বরাইক বলেন, যতদিন চা-শ্রমিকদের সমস্যার সমাধান না হবে, আমাদের আন্দোলন চলবে। পদযাত্রায় ছিলেন জেলা আইএনটিটিইউসির সভাপতি বিনোদ মিঞ্জ, তৃণমূল চা-বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি বীরেন্দ্র বরা ওরাওঁ, শ্রমিক নেতা রবিন রাই, মাদারিহাটের বিধায়ক জয়প্রকাশ টপ্পো, সঞ্জীব ধর-সহ জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব। আজকের এই পদযাত্রায় শুরুতেই প্রায় হাজারখানের চা-শ্রমিক অংশগ্রহণ করেন। মহিলা চা-শ্রমিকদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। একইভাবে জলপাইগুড়ির এলেনবাড়ি থেকে শুরু হয় পদযাত্রা। চা-বাগান শ্রমিক ইউনিয়ন নেতা সঞ্জয় কুজুর বলেন, মঙ্গলবার বৃহত্তম এই পদযাত্রা বিভিন্ন বাগানে মিটিং সেরে বানারহাটে গিয়ে শেষ হবে। দু'দিন ধরে চলবে এই পদযাত্রা, এরপর জলপাইগুড়ি জেলার পদযাত্রা ও আলিপুরদুয়ার জেলার পদযাত্রা জলপাইগুড়ি জেলার গয়েরকাটাতে এসে মিলিত হবে ১০ তারিখ। ১১ তারিখ একত্রিত হয়ে ঘেরাও করা হবে পিএফ অফিস।

■ আলিপুরদুয়ারে পদযাত্রায় প্রকাশচিক বরাইক, জয়প্রকাশ টপ্পো।

■ প্রতিবাদে মহিলাদের রেকর্ড উপস্থিতি।

■ জলপাইগুড়িতে ব্যানার হাতে আন্দোলনে সঞ্জয় কুজুর-সহ নেতৃত্ব।

মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদ

■ জীবনদায়ী ওষুধের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে আন্দোলনে নামল তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। মঙ্গলবার উত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জে বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করা হয়। জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি রন্তু দাসের নেতৃত্বে এই মিছিল হয়। ছিলেন রাহুল সিংহ রায় ও নুর ইসলাম-সহ নেতৃত্ব।

কুৎসার বিরুদ্ধে থানায়

■ চাকরি বাতিল ইস্যুকে ঘিরে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সোশ্যাল মিডিয়ায় কুৎসা ও অপপ্রচার চালানো হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলে রায়গঞ্জ থানায় অভিযোগ দায়ের করল মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস। জেলা তৃণমূল মহিলা কংগ্রেস সভানেত্রী চৈতালি ঘোষ সাহার নেতৃত্বে ভাইস প্রেসিডেন্ট পুষ্পা মজুমদার ও দলের মহিলা কর্মীরা রায়গঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ জানান। রাজ্য মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস সভানেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যর নির্দেশে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করার নির্দেশ দেন। সেই নির্দেশ মেনেই অভিযোগ দায়ের করা হয়।

প্রশাসনিক বৈঠক

■ হেমতাবাদ ব্লকের ৫টি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন কবরস্থানগুলির নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে প্রশাসনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হল হেমতাবাদ থানায়। মঙ্গলবার দুপুরে হেমতাবাদ থানার আইসি সুজিত লামার নেতৃত্বে এই বৈঠক হয়। শতাধিক কবরস্থান কমিটির সদস্যদের পাশাপাশি গ্রাম পঞ্চায়েতের জনপ্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

রাস্তা তৈরি নিয়ে বিজেপির প্রকাশ্যে গোষ্ঠী কোন্দল

সংবাদদাতা, মালদহ : ফের প্রকাশ্যে বিজেপির গোষ্ঠী কোন্দল। রাস্তা তৈরিকে কেন্দ্র করে দুই গ্রামের বিজেপি কর্মী সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ। এই ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। একে অপরের বিরুদ্ধে হাতাহাতির অভিযোগ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। ঘটনাটি ঘটেছে পুরাতন মালদহের মহিষবাথানী গ্রাম পঞ্চায়েতের ইকরাপুকুর গ্রামে। মঙ্গলবার দুপুরে রাস্তা পরিদর্শনে গিয়ে ইঞ্জিনিয়ার ও বিজেপির পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি গাড়ির সামনে ব্যাপক ধস্তাধস্তি হাতাহাতি দুই গ্রামের বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে পড়তে হয়। গ্রামীণ সেই রাস্তা নির্মাণের জন্য বিগত ২০২০ সালে প্রথম পর্যায়ে ওই গ্রামের লক্ষ্মী মোড় হয়ে যে রাস্তা বরাদ্দ করা হয়েছিল পরবর্তীতে এক ঠিকাদার সংস্থার কর্মী সে-রাস্তায় মাপজোক না করে ওই গ্রামের অন্য রাস্তা মাপজোক করে। এ-নিয়ে মঙ্গলবার দুপুরে রাস্তা পরিদর্শন করতে যান রাস্তা নির্মাণের ইঞ্জিনিয়ার ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি-সহ অন্যান্যরা। আর সেখানেই দুই গ্রামের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। উল্লেখ্য, বিজেপির গোষ্ঠীকোন্দল বারেবারেই প্রকাশ্যে আসছে। এই নিয়ে রাজনৈতিক মহলে উঠছে প্রশ্ন। দলের সমন্বয়ের অভাবকেই দায়ী করা হচ্ছে।

কৃষি উন্নয়ন সমিতির ভোটে জয়ী হল তৃণমূল কংগ্রেস

■ দলীয় পতাকা হাতে সমর্থকদের জয় উদযাপন।

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : কলকে পেল না বিরোধীরা। করণদিঘি থানার গোপালপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি নির্বাচনে জয়লাভ করল তৃণমূল কংগ্রেস। মঙ্গলবার এই ভোট হয়। এই নির্বাচনে মোট ন'টি আসনের মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেস পাঁচটি ও বাম-জোট চারটি আসন দখল করে। তৃনমূল কংগ্রেস নেতা লিয়াকত আলি বাবলু জানিয়েছেন, গত ৪৯ বছর ধরে এই সমবায় সমিতি বামেদের দখলে ছিল। এবারে তৃণমূল কংগ্রেস জয়লাভ করেছে। করণদিঘির উন্নয়ন দেখে মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসকে সমর্থন করেছেন। সমবায় সমিতিগুলির নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীরা বিপুল ভোটে জয়লাভ করেছেন। তাই ২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গেই রয়েছেন।

পর্যটকবোঝাই গাড়িতে পড়ল গাছ, আহত ৫

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : পাহাড়ি রাস্তায় পর্যটকবোঝাই গাড়ির উপর ভেঙে পড়ল গাছ। তাতে গুরুতর জখম হয়েছেন হুগলির আরামবাগের চার কলেজ পড়ুয়া ও গাড়ির চালক। মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটেছে বাংলা-সিকিম সীমানার চিত্রেতে। এদিন সকালে সিকিমের পেলিং থেকে ফিরছিল পর্যটকবোঝাই একটি চারচাকা গাড়ি। গাড়িটিতে আটজন আরামবাগের পর্যটক ছিলেন। আরামবাগের নেতাজি মহাবিদ্যালয় থেকে এক্সকারশনে গিয়েছিল দলটি। গাড়িটি পর্যটকদের নিয়ে শিলিগুড়ি ফিরছিল। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ ও বন দফতরের কর্মীরা।

শুট আউট

■ আলিপুরদুয়ার থেকে অসমগামী মহাসড়কের পাশে চালতাতলা এলাকায় একটি পেট্রোল পাম্পে সোমবার গভীর রাতে শুট আউটের ঘটনায় আহত এক ব্যক্তি। মাথায় গুলি লেগে আশঙ্কজনক অবস্থায় ওই ব্যক্তির চিকিৎসা চলছে শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে। খবর পেয়ে আলিপুরদুয়ার থেকে এসডিপিও শ্রীনিবাস এমপি ঘটনাস্থলে আসেন। শামুকতলা থানার পুলিশও পৌঁছয় ওই পাম্পে। ঘটনার আসল কারণ জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

গ্রামবাসীদের দাবিকে মান্যতা, ৬ কোটি ব্যায়ে রাস্তা

সংবাদদাতা, মালদহ : গ্রামবাসীদের দাবিকে মান্যতা দিয়ে ৬ কোটি ব্যয়ে তৈরি হচ্ছে ১৫ কিলোমিটার রাস্তা। মঙ্গলবার গাজোলের করকচ অঞ্চলের দলিলপুর থেকে গোবিন্দপুর ভায়া আমসোল হাইস্কুল পর্যন্ত প্রায় ১৫ কিলোমিটার রাস্তার পুনর্নির্মাণ কাজের সূচনা সূচনা করেন গাজোল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মোজাম্মেল হোসেন। করকচ অঞ্চলের দলিলপুর থেকে গোবিন্দপুর ভায়া আমসোল হাইস্কুল পর্যন্ত রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় ছিল। ফলে ১০-১২টি গ্রামের কয়েক হাজার মানুষ নিত্যদিন সমস্যায় পড়ছিলেন। তাই এই সমস্যার প্রতিকারে রাজ্য সরকার উদ্যোগী হয়। রাজ্য সরকারের আর আইডিএফ ফান্ড থেকে প্রায় ৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। সেই বরাদ্দকৃত অর্থে এদিন ১৫ কিলোমিটার রাস্তার পুনঃর্নিমাণ কাজের সূচনা হয়। রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন গ্রামবাসীরা। রাস্তার কাজের সূচনার দিনই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানান গ্রামবাসীরা।

■ রাস্তার কাজের সূচনায় মোজাম্মেল হোসেন।

আমার বাংলা
9 April, 2025 • Wednesday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

জেলা পুলিশের বড় সাফল্য

নাবালিকার সঙ্গে প্রতারণা ১১ মাসেই শাস্তি দোষীর

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : জেলা পুলিশের তৎপরতায় দ্রুত বিচার পেল নাবালিকা। বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাস এবং প্রতারণার ঘটনায় ২০ বছরের সাজা পেল অভিযুক্ত। এগারো মাসের মধ্যে বিচার প্রক্রিয়া শেষ। পকসো এবং আদিবাসী নির্যাতন ধারায় রুজু হওয়া এই মামলায় বিচার পেল নাবালিক। সশ্রম কারাদণ্ডের পাশাপাশি দ্বিতীয় অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা আদালতের বিচারক ছয় হাজার টাকা জরিমানাও করেছেন। অনাদায়ে আরও একমাসের কারাবাস ভোগ করতে হবে। ঘটনাটি জামবনি থানা এলাকায়। ২০২৪-এর ৪ মে এক নাবালিকা অভিযোগ দায়ের করে। দহিচাকুরিয়া গ্রামের

সমীর মাহাতো নামে যুবকের সঙ্গে তার ছয় মাসের প্রেমের সম্পর্ক ছিল। সমীর বিয়ের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে একাধিকবার নাবালিকার সঙ্গে সহবাস করে। ফলে নাবালিকা অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে। পরে সমীর বিয়ে করতে অস্বীকার করে। এই ঘটনায় জামবনি থানায় পকসো আইন ও আদিবাসী নির্যাতন প্রতিরোধ আইনে মামলা রুজু হয়। তদন্তভার দেওয়া হয় এসডিপিও সামিম বিশ্বাসের উপর। অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেন তিনি এবং দ্রুত চার্জশিট প্রস্তুত করে আদালতে জমা দেন ১৩ জুন ২০২৪। দ্রুত বিচার প্রক্রিয়া শুরু হয়। ৩০ জুলাই ২০২৪ চার্জ গঠিত হয় এবং ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে সাক্ষ্যগ্রহণ শুরু হয়। ১৩ জন সাক্ষীর সাক্ষ্যগ্রহণ করে আদালত। মাত্র এগারো মাসে অভিযোগ জমা থেকে রায়দানের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়। মঙ্গলবার ঝাড়গ্রামের দ্বিতীয় এডিজে আদালত অভিযুক্ত সমীর মাহাতোকে ২০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দেন।

মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাস পেয়ে বহু স্কুলেই ডিউটি শিক্ষকদের

সংবাদদাতা, জঙ্গিপুর : যোগ্য কারও চাকরি যাবে না। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই আশ্বাসবাণী পাওয়ার পরই মঙ্গলবার থেকে মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন স্কুলে 'কাজে' যোগ দিলেন সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে কর্মহীন হয়ে পড়া বহু শিক্ষক এবং অশিক্ষক কর্মী। পুরনো সহকর্মীদের ফের পাশে পেয়ে একদিকে যেমন স্কুলগুলোতে কর্তব্যরত সহশিক্ষকদের মধ্যে খুশির হাওয়া, তেমনই প্রিয় শিক্ষকেরা আবার ক্লাস নেবেন, এতেই আনন্দিত ছাত্রছাত্রীরা।

সোমবার কলকাতায় মুখ্যমন্ত্রীর সভায় উপস্থিত থেকে তাঁর আশ্বাসবাণী শোনার পর মঙ্গলবার থেকে মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন প্রান্তের একাধিক স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা নিজেদের স্কুলে গিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।

ফরাক্কা ব্লকের বাহাদুরপুর হাই স্কুলের অঙ্কের শিক্ষক অরবিন্দ ঘোষ

এবং জীবনবিজ্ঞান শিক্ষক শুভাশিস মান্না আজ স্কুলে যান। পরীক্ষা চলছে। ওই দুই শিক্ষক আজ ডিউটি দেন। রঘুনাথগঞ্জ সেকেন্দ্রা হাইস্কুলে গিয়েছিলেন ভৌতবিজ্ঞান শিক্ষক জসিমউদ্দিন শেখ এবং দর্শনের শিক্ষক মাসুদ রানা। মাসুদ বলেন, চাকরি বাতিলের কোনও চিঠি এখনও হাতে পাইনি। মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাসবাণী শোনার পর সেই কারণেই আজ থেকে স্কুলে হাজির হয়েছি।

তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সংগঠনের জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি আশরফ রজভি বলেন, মুর্শিদাবাদ জেলার প্রায় ২০০০ শিক্ষক কর্মচ্যুত হয়েছেন। খবর পেয়েছি, মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাসের পর মঙ্গলবার থেকে বিভিন্ন স্কুলে অনেক শিক্ষক হাজির হয়েছেন। জেলার বেশিরভাগ স্কুলে ইউনিট টেস্ট চলছে। আমরা আশাবাদী, শিক্ষকেরা মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ মতো নিজেদের দায়িত্ব পালন করবেন।

ঝাড়গ্রামে দাঁতালের হামলায় আহত যুবক, ড্রেনে ঢুকে রক্ষা

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : একদিকে হাতির মৃত্যু ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য, অন্যদিকে একই দিনে ঝাড়গ্রামে হাতির হামলায় আহত এক যুবক। মঙ্গলবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটে ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁকরাইল ব্লকের দিগারবাঁধ এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সকাল থেকে বিক্ষিপ্তভাবে আনুমানিক পাঁচটি হাতি দিগারবাঁধ এলাকায় দাপিয়ে বেড়াচ্ছিল। সকাল থেকে বিকেল গড়িয়ে গেলেও হাতিগুলিকে ওই এলাকা থেকে সরানো সম্ভব হচ্ছিল না। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, হাতি দেখতে অনেক মানুষ ওই এলাকায় ভিড় জমিয়েছিল। এই সময় এক যুবক হাতি দেখতে গিয়ে ঘটনাক্রমে তাড়া খেয়ে পড়ে যায় এবং একটি হাতি পা দিয়ে তাকে আঘাত করে। প্রাণ বাঁচাতে ওই যুবক পাশের একটি ড্রেনে ঢুকে পড়ে। ড্রেনে ঢুকে যাওয়ার পরও হাতিগুলি ওই এলাকা থেকে চলে যায় এবং কোনওক্রমে প্রাণে বাঁচে ওই যুবক। আহত যুবকের নাম নিতাই সিং (২০)।সাঁকরাইল ব্লকের কুলঘাঘরি এলাকার বাসিন্দা। স্থানীয় মানুষ ও বন দফতরের সহযোগিতায় তাকে আহত অবস্থায় স্থানীয় ভাঙাগড় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এ ঘটনার পর এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। বন দফতর নিশ্চিত করেছে যে, তারা দ্রুত হাতিগুলিকে জঙ্গলে ফেরত পাঠাতে সক্ষম হয়েছে।

অপহৃত ব্যবসায়ী

সংবাদদাতা, আসানসোল : আসানসোলের সালানপুর থানার অন্তর্গত কালিপাথর এলাকা থেকে সাতসকালে এক গরু-ব্যবসায়ীকে অপহরণ করা হয়। নাম শামসুল আনসারি (৫৩)। কালিপাথর থেকে ধাঙ্গুড়ি হয়ে মেহিজাম যাওয়ার পথে ধাঙ্গুড়ি এলাকা থেকে ওই ব্যক্তিকে অপহরণ করা হয়। অপহরণকারীরা মুক্তিপণ চেয়ে ফোন করে পরিবারের সদস্যদের। অপহরণের ঘটনার খবর পেয়ে তদন্তে নেমে পুলিশ অপহরণকারীদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করে। পুলিশ সূত্রে খবর, ওই অপহরণ হওয়া ব্যক্তিকে উদ্ধার করা হয়েছে।

গেমে আসক্ত, আত্মঘাতী ছাত্র

সংবাদদাতা, মহিষাদল : মোবাইলে গেম খেলে কেউ করছে উপার্জন, কেউ খোয়াচ্ছে হাজার হাজার টাকা। এই গেমের ফাঁদে পড়েই বিপুল টাকা ঋণ হয়ে পড়ায় অবসাদে কলেজ হোস্টেলে সিলিং ফ্যানে ঝুলে আত্মহত্যা এক পড়ুয়ার। মহিষাদলের ক্ষুদিরাম বোস কলেজ অফ ফার্মেসিতে। মৃত ছাত্রের নাম অভিজিৎ পাত্র (২২)। বাড়ি পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সবংয়ে। অভিজিৎ ব্যাচেলার অফ ফিজিওথেরাপি বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। এদিন হোস্টেলে দুপুরেও অভিজিৎকে ঘর থেকে বেরোতে দেখা যায় না। রুমে গিয়ে ডাকাডাকি করলেও সাড়া মেলেনি। ভেতর থেকে লক করা ছিল। কলেজ কর্তৃপক্ষের সন্দেহ হওয়ায় দরজা ভেঙে ঢুকে দেখা যায় সিলিং ফ্যানে গলায় ফাঁস দিয়ে ঝুলছে। খবর দেওয়া হয় মহিষাদল থানায়। রুম থেকে একটি সুইসাইড নোট উদ্ধার হয়েছে। আবাসিক ছাত্র মৃদুল পাল জানান, আমি ওর থেকে জুনিয়র। পাশের রুমে থাকতাম। একটা দরকারের জন্য সকাল থেকে বেশ কয়েকবার ফোন করেও না পাওয়ায় নিরাপত্তারক্ষীকে জানাই। আত্মহত্যা করেছে শুনে খুব খারাপ লাগছে। মহিষাদল থানার ওসি নাড়ুগোপাল বিশ্বাস জানান, রুম থেকে একটি সুইসাইড নোট উদ্ধার হয়েছে। বিকেল সাড়ে ৪ টা পর্যন্ত কোনো অভিযোগ জমা হয়নি। আমরা মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছি।

পরিবারে প্রথম কন্যা, সাজানো গাড়িতে ফিরল বাড়ি

সংবাদদাতা, বর্ধমান : আচমকাই বর্ধমানের মেমারি গ্রামীণ হাসপাতাল চত্বরে বিয়েবাড়ির মত ফুল দিয়ে সাজানো একটি গাড়ি এসে দাঁড়াল। আর তাকে ঘিরে রীতিমতো গোটা হাসপাতাল জুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ল। মঙ্গলবার সকালের ঘটনা। বহু মানুষ ভিড় জমালেন গাড়ির আশপাশে। রহস্য উন্মোচন করলেন হুগলির বৈঁচি আলিপুর এলাকার শেখ জাহাঙ্গির। জানিয়েছেন, তাঁদের পরিবারের সকলেরই পুত্রসন্তান। পরিবারে কন্যাসন্তান হলে গাড়ি সাজিয়ে তাকে বাড়ি নিয়ে যাবেন বলে ঠিক করেছিলেন তিনি। রবিবার

সাজানো গাড়িতে কন্যা সন্তান নিয়ে বাড়ি ফিরলেন মেহেনাজ খাতুন।

মেমারি হাসপাতালে কন্যাসন্তানের জন্ম দেন পুত্রবধূ মেহেনাজ খাতুন। তাই মঙ্গলবার নাতনিকে বাড়ি নিয়ে যেতে ফুল দিয়ে কনের গাড়ির মতো সাজিয়ে হাসপাতালে হাজির গোটা পরিবার।

জাহাঙ্গির জানিয়েছেন, ইচ্ছা ছিল কন্যাসন্তানের। তাই কন্যাসন্তান হওয়ার আনন্দে ফুল দিয়ে গাড়ি সাজিয়ে আজ তাকে বাড়ি নিয়ে যাব। কন্যা হলে অনেকেই দুঃখী হয়। এটা ভুল ধারণা। সকলেই সমান। আমার দুই ছেলে। তাই নাতনি হওয়ায় আমি খুবই খুশি। মেহনাজ বলেন, এটা আমার জীবনের সবচেয়ে বড় পাওনা। কন্যাসন্তান ঘরের লক্ষ্মী। এদিন গ্রামীণ হাসপাতাল চত্বরে মেয়ে হওয়ায় আনন্দে আত্মহারা দাদু, বাবা-সহ গোটা পরিবার। সবাই সাধুবাদ জানালেন, এমন দৃষ্টিভঙ্গির।

বিধায়কের কৃতজ্ঞতা মিছিল

সংবাদদাতা, খড়্গপুর : মাদপুর বাজারে মিছিল করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানালেন পিংলার বিধায়ক অজিত মাইতি। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খড়্গপুর ২ নং ব্লকের মাদপুর এলাকায়

খড়্গপুর ২ ব্লক যুব তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে ধন্যবাদজ্ঞাপক মিছিল করা হল মঙ্গলবার। প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকার সামাজিক সম্মান ও বিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ অটুট রাখার জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রতি মানবিক পদক্ষেপের জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানিয়ে মিছিল হল এদিন। মিছিলে ছিলেন পিংলার বিধায়ক অজিত মাইতি ও তৃণমূলের একাধিক নেতা-নেত্রীরা। মাদপুর বাজার জুড়ে এই মিছিল হয় এদিন।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মঙ্গলবার সকালে জামালপুরে দামোদর নদের তেলকূপি ঘাট সংলগ্ন এলাকা থেকে উদ্ধার হয় অজ্ঞাতপরিচয় এক যুবকের দেহ। দেহটি ভেসে আসতে দেখে স্থানীয় মানুষ জামালপুর থানায় খবর দেন

আমার বাংলা
9 April, 2025 • Wednesday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

রাম-বামের লাগাতার অপপ্রচারের বিরুদ্ধে লাভপুরে বিধায়কের উদ্যোগে অঞ্চলসভা

সংবাদদাতা, লাভপুর : মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে সিপিএম-বিজেপির লাগাতার অপপ্রচার এবং অসত্য কথার প্রতিবাদে এবার লাভপুরের বিধায়ক অভিজিৎ সিংহের নেতৃত্বে ১৭টি অঞ্চলে জনসভা হবে। মঙ্গলবার এই অঞ্চল সভা হল দাঁড়কায়। অঞ্চলের প্রায় হাজার দশেক মানুষকে নিয়ে এই সভা করেন বিধায়ক। সভায় তৃণমূল কর্মীদের পাশাপাশি এলাকার মহিলাদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। অভিজিৎ সিংহ বলেন, যেদিন থেকে মুখ্যমন্ত্রী বীরভূমের মাটিতে দেউচা পাঁচামি কয়লাশিল্পের ঘোষণা করেছেন সেদিন থেকেই সিপিএম এবং বিজেপির মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন সেটা হজম করতে পারছে না বিরোধীরা। কয়লাশিল্প বাস্তবায়িত হয়ে গেলে ওদের আর তৃণমূলের বিরুদ্ধে বলার মতো কিছু থাকবে না। রাজনীতি থেকে হারিয়ে যাবে। ইতিমধ্যে সিপিএমকে মানুষ নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। তাই গোপনে ওরা বিজেপির সঙ্গে হাত মিলিয়ে বিভিন্নভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিনের পর দিন হেনস্তা করে যাচ্ছে। মিথ্যা বলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধানোর উদ্দেশ্যে মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ সৃষ্টি করছে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীকে রাজনীতির ময়দান থেকে উপড়ে ফেলা অসম্ভব বুঝেই প্রতিদিন মিথ্যাচারের আশ্রয় নিচ্ছে রাম-বামেরা। বিরোধীদের মিথ্যাচারকে মানুষের সামনে তুলে ধরে ওদের আসল রূপ চেনাতে চাই। লাভপুর ব্লকের ১৭টি অঞ্চলে মানুষদের নিয়ে সভা হবে। মুখ্যমন্ত্রীর জনমুখী প্রকল্পের সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরার পাশাপাশি বিরোধীদের অসত্য প্রচারের জবাব দেওয়া হবে।

■ ভিড়ে ঠাসা অঞ্চলসভায় বক্তব্য পেশ করছেন বিধায়ক অভিজিৎ সিংহ। লাভপুরে।

ইসরোর প্রশিক্ষণ শিবিরে সুযোগ মেমারির ২ পড়ুয়ার

সংবাদদাতা, বর্ধমান : ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরোর মহাকাশ বিজ্ঞান সংক্রান্ত বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশ নেওয়ার সুযোগ পেল মেমারি ক্রিস্টাল মডেল স্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্রী কুশারী চক্রবর্তী ও ছাত্র সপ্তক ঘোষ। আগামী ১৮ মে ইসরোর সেন্টারে পৌঁছবে কুশারী ও সপ্তক। শ্রীহরিকোটার সতীশ ধাওয়ান স্পেস সেন্টারে ৩১ মে পর্যন্ত চলবে প্রশিক্ষণ। এই খবরে খুশির হাওয়া স্কুল ও এলাকায়। সপ্তক ও কুশারীর বাবা-মায়ের কথায়, ছোটবেলা থেকেই মহাকাশ ওদের ভাবায়। ভবিষ্যতে লক্ষ্য বিজ্ঞানী হওয়া। শিবিরে যোগের সুযোগ পেতে অনলাইনে বিভিন্ন কঠিন পরীক্ষার মধ্যে এগোতে হয়েছে। গোটা দেশের ২ লক্ষের বেশি ছাত্রছাত্রীর মধ্য থেকে মাত্র ০.১৭৫ শতাংশ সুযোগ পেয়েছে। ৭ এপ্রিল ফলাফল বের হলে দেখা যায় মেমারির ক্রিস্টাল মডেল স্কুলের এই দুই পড়ুয়াই সুযোগ পেয়েছে। স্কুলের অধ্যক্ষ অরুণকান্তি নন্দী জানান, ছাত্রছাত্রীদের প্রতিভা খুঁজে বার করা ও তাদের উদ্দীপিত করার নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি আমরা। তারই ফল পেলাম। এর আগেও ইসরোর এই শিবিরে আমাদের বিদ্যালয়ের ছাত্র যোগদানের সুযোগ পেয়েছিল, তবে এবারে দু'জন ছাত্রছাত্রীর এই সাফল্য সর্বভারতীয় স্তরে এক অনন্য মাত্রা যোগ করেছে।

খালে উদ্ধার ১ মাস নিখোঁজ প্রৌঢ়ের দেহ

সংবাদদাতা, কাঁকসা : এক মাস ধরে নিখোঁজ বৃদ্ধের দেহ উদ্ধার হল কাঁকসার বিরুডিহা এলাকায় ডিভিসির সেচ খাল থেকে। সোমবার গভীররাতে এলাকার বাসিন্দারা ডিভিসির জলে সন্দেহজনক কিছু ভাসতে দেখে কাঁকসা থানার পুলিশকে খবর দেন। ঘটনাস্থলে কাঁকসা থানার পুলিশ পৌঁছে সেটিকে তুলে দেখে মানুষের পচাগলা দেহ। এর পর পুলিশ খোঁজ নিয়ে দেখে গত মার্চের ৫ তারিখ থেকে কাঁকসার রাজবাঁধের কিরীটী ঘোষ (৬৪) নিখোঁজ থাকায় পরিবারের তরফে কাঁকসা থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করা হয়েছিল। সেইমতো পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তাঁরা এসে পরনের পোশাক ও অন্যান্য জিনিস দেখে দেহ শনাক্ত করেন। ময়নাতদন্তের জন্য আসানসোল জেলা হাসপাতালের মর্গে দেহটি পাঠায় পুলিশ। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ৫ মার্চ ওই বৃদ্ধ তাঁর বেয়াইয়ের শেষকৃত্যসম্পন্ন করতে কাঁকসার বাঁশকোপা শ্মশানে গিয়েছিলেন। পেশায় তিনি একজন হোটেল ব্যবসায়ী। রাতে বাড়ি ফেরার কথা থাকলেও রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে যান। বিভিন্ন এলাকায় খোঁজ করেও তাঁর সন্ধান না পেয়ে ৭ মার্চ নিখোঁজ হওয়ার অভিযোগ দায়ের করা হয়। এতদিন নিখোঁজ থাকার পর মিলল মৃতদেহ। মৃত্যুর কারণ খুঁজতে তদন্ত করছে কাঁকসার পুলিশ।

নাবালক খুনের ঘটনায় চার মাস পর ধৃত তিন প্রতিবেশী

সংবাদদাতা, জঙ্গিপুর : গত বছর ২৭ নভেম্বর লালগোলা থানার অন্তর্গত সাগিয়া জগন্নাথপুর এলাকায় ঘটেছিল হাড়হিম করা এক ঘটনা। ওই এলাকা থেকে উদ্ধার হয় ১১ বছরের এক নাবালকের দেহ। শিশুটির পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছিল, আগের দিন বাড়ি থেকে খেলতে বেরিয়ে নিখোঁজ হয়ে যায় সে। বহু খোঁজাখুঁজির পরেও কোনও সন্ধান মেলেনি তার। পরের দিন নাবালকের নিথর দেহ উদ্ধার হয় বাড়ি সংলগ্ন এক পুকুরপাড়ের ঝোপ থেকে। এই ঘটনায় লালগোলা থানায় নাবালকটির পরিবারের তরফে লালগোলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হলে তার ভিত্তিতে তদন্তে নামে পুলিশ। অবশেষে চার মাস পর পুলিশের জালে ধরা পড়ল তিন অভিযুক্ত। ওই নাবালকের রহস্যমৃত্যুর তদন্ত শুরু করে তদন্তকারীরা সোমবার রাতে তিন প্রতিবেশী সুফলকুমার দাস, সঞ্জয় মণ্ডল এবং সুভাষচন্দ্র দাসকে গ্রেফতার করেন। এই তিনজনই নাবালক খুনের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত বলে পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে উঠে আসে। ধৃতদের মঙ্গলবার ৭ দিনের পুলিশি হেফাজতে চেয়ে লালবাগ আদালতে পাঠায় লালগোলা থানা। নাবালককে নৃশংসভাবে হত্যা খুনের উদ্দেশ্য গ্রাম্য বিবাদ নাকি পারিবারিক শত্রুতা সেই রহস্য উদ্ঘাটন করতে তৎপর পুলিশ। মৃতের পরিবারও চায় সঠিক তদন্ত করে দোষীদের উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হোক।

■ ধৃতদের নিয়ে আদালতের পথে।

বাস উল্টে মেয়ের সামনে মৃত্যু বাবার, জখম ৩৩

প্রতিবেদন : সাতসকালে কালনায় ভয়াবহ দুর্ঘটনা। মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি নিয়ে যাওয়ার পথে বাস উল্টে কালনায় মর্মান্তিক মৃত্যু হল বাবার। জখম হন অন্তত ৩৩ জন বাসযাত্রী। পুলিশ ও স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে নিয়ে যান হাসপাতালে। মঙ্গলবার সকালে কালনা থেকে পাণ্ডুয়ার দিকে যাচ্ছিল যাত্রীভর্তি একটি বাস। কালনার আশ্রমপাড়া এলাকায় আচমকা উল্টে যায় বাসটি। ওই বাসেই মেয়ে সুমনা পানকে বৈদ্যপুরে রামনগরের শ্বশুরবাড়ি নিয়ে যাচ্ছিলেন বাবা গোপাল মণ্ডল। দুর্ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় গোপালবাবুর। জখম হন ৩৩ জন। স্থানীয়রা উদ্ধারকাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। খবর পেয়ে আসে পুলিশ। আহতদের উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় স্থানীয় হাসপাতালে। জখমদের দেখতে কালনা হাসপাতালে যান এসডিপিও রাকেশ চৌধুরি, কালনা থানার আইসি-সহ কালনা উপপুরপ্রধান তপন পোড়েল ও কাউন্সিলররা। মৃত গোপাল মণ্ডলের দেহ পাঠানো হয় ময়নাতদন্তে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায় বাসটি।

ফেসবুকে কুমন্তব্য বিজেপির, থানায় মহিলা তৃণমূল

সংবাদদাতা, পিংলা : লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নিয়ে ফেসবুকে কুরুচিকর মন্তব্য করেছে বিজেপি। এই অভিযোগে পিংলা ব্লক মহিলা তৃণমূলের তরফে পিংলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগ জানাতে উপস্থিত ছিলেন ঘাটাল সাংগঠনিক জেলা মহিলা তৃণমূল সভানেত্রী তনয়া দাস, পিংলা ব্লক তৃণমূল সভানেত্রী মৈত্রী জানা-সহ মহিলা তৃণমূল নেত্রীরা। তনয়া দাস জানান, দলের নির্দেশে আমাদের সাংগঠনিক জেলার প্রতিটি থানায় বিজেপির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হবে।

■ থানার সামনে মহিলা তৃণমূল নেতৃত্ব।

নিয়মিত পর্যবেক্ষণের ফলেই প্রসূতিমৃত্যু শূন্যে

পুরুলিয়া

সংবাদদাতা, পুরুলিয়া : পুরুলিয়ার মতো প্রত্যন্ত জেলাতেও এবার প্রসূতিমৃত্যুর হার কমছে। চলতি বছরের প্রথম তিন মাসে জেলায় একজন প্রসূতিও মারা যাননি। বিষয়টিকে টিম ওয়ার্কের সাফল্য বলে মনে করছে স্বাস্থ্য দফতর। এর জন্য আশাকর্মীদের বিশেষ করে অভিনন্দন জানিয়েছেন স্বাস্থ্যকর্তারা। জানা গিয়েছে, প্রসূতিদের নিয়মিত পর্যবেক্ষণ, ওষুধ দেওয়ার মাধ্যমে তাঁদের শারীরিক সুস্থতা নিশ্চিত করা হচ্ছে। এছাড়া জেলায় এখন একশো শতাংশ প্রসব হচ্ছে হাসপাতালে। এক স্বাস্থ্যকর্তা জানান, ২০২২-২৩ সালে ৪৫ হাজারের বেশি সন্তানের জন্ম হয়েছিল এখানে। সে বছর মারা যান ৪৫ জন প্রসূতি। সাধারণত সন্তান জন্ম দেওয়ার পর থেকে ৪২ দিন প্রসূতি স্বাস্থ্য দফতরের নজরে থাকেন। এই সময়কালের মধ্যে মৃত্যু হলেই প্রসূতিমৃত্যু ধরা হয়। ২০২৩-২৪ সালে জেলায় ৩৮ জন প্রসূতি মারা যান। ২০২৪-২৫-এ মৃতের সংখ্যা ৩২। এটা গত বছরের ডিসেম্বর অবধি পরিসংখ্যান। কিন্তু গত তিন মাসে জেলায় প্রায় ৭ হাজার মহিলা মা হলেও একজনেরও মৃত্যু হয়নি। পুরুলিয়ার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক অশোক বিশ্বাস জানিয়েছেন, নিয়মিত চেক আপ, পর্যালোচনার ফলেই এটা সম্ভব হয়েছে। এই সাফল্য ধরে রাখতে চান তিনি।

■ আশাকর্মীদের সঙ্গে বৈঠক স্বাস্থ্য দফতরের।

স্বামীকে খুন, স্ত্রীর যাবজ্জীবন জেল

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : স্বামী সুবোধ মণ্ডলকে খুনের অপরাধে বিধাননগরের মঞ্জু মণ্ডলের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিল শিলিগুড়ি আদালত। তবে বেকসুর খালাস পায় প্রেমিক মহম্মদ মফরুল। মঙ্গলবার বিচারক ১৫ জনের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে এই সাজা দিলেন। ঘটনার সূত্রপাত মঞ্জুর সঙ্গে নফরুলের পরকীয়া নিয়ে। সুবোধ জানতে পেরে বাধা দেন। ২০২৩-এর ১৮ অগাস্ট তাঁকে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়।

আমার বাংলা
9 April, 2025 • Wednesday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

উত্তর ধূপঝোরায় চালু হল কঠিন বর্জ্য নিয়ন্ত্রণ

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : মাটিয়ালি ব্লকের মাটিয়ালি বাতাবারি ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতে চালু হল সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প। সোমবার উত্তর ধূপঝোরা জানতাপাড়া সংলগ্ন এলাকায় পুজো করে ফিতা কেটে ওই প্রকল্পের সূচনা করেন জেলা পরিষদ সদস্য রেজাউল বাকি। ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হোসেন হাবিবুল হাসান, বাতাবাড়ি ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ফুলমণি ওরাওঁ প্রমুখ।

বাতাবাড়ি, ধূপঝোরা এলাকায় রয়েছে বেশ কিছু রিজর্ট, হাটবাজার। বনাঞ্চল সংলগ্ন এলাকার বিভিন্ন জায়গায় জঞ্জাল ফেলা হচ্ছিল, দীর্ঘদিন ধরেই বিভিন্ন পরিবেশপ্রেমী সংগঠনের তরফে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের দাবি উঠেছিল। অবশেষে তা চালু করা হল।

প্রকল্পের উদ্বোধনে হোসেন হাবিবুল হাসান, ফুলমণি ওঁরাও প্রমুখ।

ফলে দূষণ ও দুর্গন্ধ সমস্যার সমাধান হবে। মূর্তি পর্যটন কেন্দ্র-সহ বহু সরকারি ও বেসরকারি রিজর্ট ও একাধিক বাজার রয়েছে। রিজর্ট-সহ বাজার এলাকায় পড়ে থাকা নোংরা আবর্জনা পচনশীল-অপচনশীল ভাগ করে নির্দিষ্ট সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পে প্রক্রিয়াকরণের জন্য পাঠানো হবে বলে হাবিবুল জানান।

ওয়াকফ-বিরোধী আন্দোলন ঘিরে অশান্তি বাধানোর চেষ্টা

সংবাদদাতা, জঙ্গিপুর : মুর্শিদাবাদ জেলার রঘুনাথগঞ্জ থানার ওমরপুর এলাকা মঙ্গলবার বিকেলে গোলমালে উত্তাল হল। ওয়াকফ আইনের প্রতিবাদে হাজার হাজার মানুষ প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে পুলিশের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। ডিএসপি পদমর্যাদার এক কর্মকর্তাসহ বেশ কয়েকজন পুলিশ অল্পবিস্তর আহত হয়েছেন। শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে ঘটনাস্থলে মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশ বাহিনী। পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, 'হামলায় কয়েকজন পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন। তবে এখনই সঠিক পরিসংখ্যান বলতে পারছি না। আমরা শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছি। পরিস্থিতি আপাতত নিয়ন্ত্রণে।' গোলমালের জেরে উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের মধ্যে যান চলাচল থমকে গিয়েছিল বেশ কিছুক্ষণের জন্য। গোলমালের খবর পেয়েই তৃণমূলের জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলা চেয়ারম্যান তথা বিধায়ক জাকির হোসেন ঘটনাস্থলে যান। জানান, পরিস্থিতি আপাতত নিয়ন্ত্রণে। ওয়াকফ বিল নিয়ে প্রতিবাদ করেছে দল। আন্দোলনকারীদের পাশে দল যেমন আছে, আমিও আছি। সবার কাছে জাকিরের অনুরোধ, শান্তি সম্প্রীতি বজায় রাখুন। ওয়াকফ আইন সংশোধনের প্রতিবাদে জঙ্গিপুরে সমাবেশের ডাক দিয়েছিল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একাধিক সংগঠন। রঘুনাথগঞ্জ শহরের বেশ কিছু এলাকা ও কিছু পঞ্চায়েত এলাকা থেকে মিছিল শুরু হয়। বিকেল তিনটে নাগাদ মিছিলগুলো ওমরপুর চৌরাস্তায় মিশে যায়। এই মিছিল ঘিরেই সাময়িক উত্তেজনা দেখা দেয়।

ধূপঝোড়ায় পাকা রাস্তার শিলান্যাস

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : **দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হল মাটিয়ালি ব্লকের দক্ষিণ ধূপঝোরা মাদ্রাসাপাড়া এলাকার মানুষের। যাতায়াতের প্রধান রাস্তার ফিতে কেটে কাজের সূচনা করলেন তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য ও নেতারা। এদিন রাস্তার কাজের সূচনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এলাকার পঞ্চায়েত সদস্যা সেরিনা বেগম, মুন্না আলম, সমাজসেবী মেহবুব আলম প্রমুখ। মাটিয়ালির বাতাবারি ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে প্রায় ২০০ মিটার কংক্রিটের এই রাস্তার কাজ করা হবে। এতদিন ওই এই রাস্তা কাঁচা হওয়ায় এলাকার জনগণের যাতায়াতের সমস্যায় পড়তে হতো।**

কোয়েম্বাটুর থেকে তিন বছর পর উদ্ধার অপহৃত নাবালিকা

সংবাদদাতা, বর্ধমান : ঘটনার প্রায় তিন বছর পর নাবালিকাকে অপহরণে জড়িত থাকার অভিযোগে এক যুবককে তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটুর থেকে গ্রেফতার করেছে গলসি থানার পুলিস। নাম কাশীনাথ মাঝি। গলসি থানারই মসজিদপুরে বাড়ি। শনিবার সকালে কোয়েম্বাটুর থানার থুড়িয়ালুরে ভাড়াবাড়ি থেকে গ্রেফতার করা হয় কাশীনাথকে। সেখান থেকেই উদ্ধার হয় অপহৃতা নাবালিকা। ধৃতকে সেদিনই কোয়েম্বাটুর আদালতে পেশ করা হয়। তদন্তের প্রয়োজনে এ রাজ্যে আনতে ধৃতের ট্রানজিট রিমান্ডের আবেদন জানান তদন্তকারী অফিসার। সেই আবেদন মঞ্জুর করেন বিচারক। ধৃতকে ৮ এপ্রিলের মধ্যে বর্ধমানের সিজেএম আদালতে পেশ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। ধৃতের সঙ্গেই নাবালিকাকেও আনা হয়। দু'জনকেই মঙ্গলবার বর্ধমান সিজেএম আদালতে পেশ করা হয়। ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নাবালিকার গোপন জবানবন্দি নথিভুক্ত করায় পুলিস। ধৃতকে হেফাজতে নিতে চেয়ে আদালতে আবেদন জানায়নি পুলিস। ধৃতের হয়ে আইনজীবী জামিন চেয়ে সওয়াল করেন।

গ্রেফতার অভিযুক্ত কাশীনাথ।

সেই আবেদন মঞ্জুর করেন ভারপ্রাপ্ত সিজেএম ইন্দ্রনীল চক্রবর্তী।

পুলিস জানিয়েছে, গলসি থানারই মোহরা গ্রামে ওই নাবালিকার বাড়ি। ২০২২ সালের ৫ মে সকালে দোকানে যাওয়ার কথা বলে সে বাড়ি থেকে বের হয়। তারপর থেকে হদিশ মিলছিল না। খোঁজখবর নিয়ে পরিবারের লোকজন জানতে পারেন, নাবালিকাকে অপহরণ করে আটকে রেখেছে কাশীনাথ। এরপরই নাবালিকার পরিবারের তরফে গলসি থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়।

তৃণমূল ছাত্রদের রক্তদান শিবির

সংবাদদাতা, বর্ধমান : গ্রীষ্মকালীন ক্রমবর্ধমান রক্তের চাহিদা মেটাতে পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের উদ্যোগে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হল বর্ধমানের খেলা হবে উদ্যানে। উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের রাজ্য সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য, রাজ্য নেতৃত্ব কোহিনুর মজুমদার এবং জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি স্বরাজ ঘোষ প্রমুখ। তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য জানান, বরাবরই ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থে কাজ করে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। তবে সেই স্বার্থের বাইরেও সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকেও একাধিক কর্মসূচি নেওয়া হয়ে থাকে। ফি বছরই গ্রীষ্মকালের সময় বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ ও ব্লাড ব্যাংক গুলিতে রক্ত সংকট তৈরি হয় এবং পাল্লা দিয়ে রক্তের চাহিদাও বৃদ্ধি পাই।সেই সংকট মেটাতে রাজ্যজুড়ে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হচ্ছে। সেই কর্মসূচিরই অঙ্গ হিসেবে বর্ধমানেও তৃণমূল ছাত্র পরিষদের পক্ষ থেকে এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। অন্যদিকে স্বরাজ ঘোষ জানিয়েছেন,বর্ধমান মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সহযোগিতায় আয়োজিত এই রক্তদান শিবিরে প্রায় ১৫০ জন রক্তদাতা রক্ত দিয়েছেন।

অধিকারমিত্রের মাধ্যমে মিলল বিমার বকেয়া টাকা

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ দায়ের করে বিমার ক্লেমের টাকা পেলেন ঝাড়গ্রামের বাঁধগোড়া অঞ্চলের খয়রাকাটা গ্রামের করুণা বারিক ও তাঁর ছেলে সুদীপ বারিক। ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে করুণার স্বামী ধনিলাল বারিকের মৃত্যু হয়। নমিনি ছিলেন স্ত্রী করুণা, অপরটিতে ছেলে সুদীপ। ধনিলালের মৃত্যুর পর বারবার বিমার

ঝাড়গ্রাম অফিসে গিয়েও ক্লেমের টাকা মেলেনি। এরপরই জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের অধিকারমিত্র রীতা দাসদত্তের সঙ্গে সুদীপের যোগাযোগ হয়। রীতার মাধ্যমে ঝাড়গ্রাম জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের সচিব তথা বিচারক সুক্তি সরকারের কাছে লিখিত আবেদন জানান সুদীপ এবং তাঁর মা করুণা। সেই আবেদনের ভিত্তিতে প্রিলিটিগেশন মামলা রুজু হয়। মামলা শুনানির আগের দিনই সোমবার করুণার ও মঙ্গলবার সুদীপের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টেও টাকা ঢুকে যায়।

রাজ্যের প্রথম সার কারখানা পানাগড়ে

(প্রথম পাতার পর)

করা হচ্ছে। প্রতিবছরই পশ্চিমবঙ্গের সারের বরাদ্দ কমিয়ে দিচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার। যা নিয়ে একাধিকবার কেন্দ্রের কাছে দরবার করেছেন কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। তবে সুরাহা হয়নি। সে কারণে সার উৎপাদনে স্বনির্ভর হয়ে ওঠায় একমাত্র পথ বলে মনে করছে রাজ্য।

এছাড়াও ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়নে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির জন্য রাজ্যের চার জায়গায় নতুন ভবন তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে মন্ত্রিসভার বৈঠকে। অর্থমন্ত্রী বলেন কোচবিহার, হাওড়া, উত্তর দিনাজপুর এবং বাঁকুড়া এক নম্বর ব্লকে এই ভবনগুলি তৈরি করা হবে। যার দুটো ফ্লোর স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির জন্য বরাদ্দ থাকবে। এই নিয়ে রাজ্যের মোট আট জায়গায় এই ধরনের ভবন তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। রাজ্য শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন লিমিটেডকে এক টাকার বিনিময়ে ৯৯ বছরের লিজ চুক্তিতে এই ভবনগুলি দেওয়া হবে।

এছাড়াও রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে চারটি দফতরে ৫৩টি শূন্যপদ সৃষ্টি ও পদকজয়ী ক্রীড়াবিদদের পুলিশে সরাসরি নিয়োগের নিয়মাবলি অনুমোদিত হয়েছে। ফলে রাজ্যের পদকজয়ী ক্রীড়াবিদরা সরাসরি পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর (আর্মস), ইন্সপেক্টর (আর্মস) এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টর পদে নিয়োগের সুযোগ পাবেন। নিয়োগ প্রক্রিয়া শীঘ্রই শুরু হবে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

দিল্লিতে ফ্লাইওভারের উপর আচমকাই আগুন গাড়িতে। ঝলসে মৃত্যু হল চালকের। চাণক্যপুরী এলাকায় সোমবার রাতের ঘটনা। বিজওয়াসন রোড ফ্লাইওভারে দাউদাউ করে জ্বলতে দেখা যায় গাড়িটিকে

দিল্লি দরবার

যোগীরাজ না গুন্ডারাজ?

ট্রাক্টরকে রাস্তা না ছাড়ায় ৩ জনকে গুলি করে খুন

প্রতিবেদন: রীতিমতো গুন্ডারাজ চলছে যোগীরাজ্যে। সামান্য বচসার পরিণতিতে চলছে গুলি। প্রাণ যাচ্ছে সাধারণ মানুষের। এমনই এক ঘটনার সাক্ষী হল ফতেপুর। ট্রাক্টরকে রাস্তা না ছড়ায় ৩ মোটরবাইক আরোহীকে গুলি করে মারল এলাকার প্রাক্তন প্রধান। মৃতদের মধ্যে রয়েছেন এক কৃষকনেতাও। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা ঘটেছে মঙ্গলবার উত্তরপ্রদেশের ফতেহপুর জেলার হাতগাম থানা এলাকার তাহিরাপুর মোড়ের কাছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন কৃষকনেতা পাপ্পু সিং, তাঁর পুত্র অভয় সিং ও পাপ্পুর ভাই রিঙ্কু সিংকে নিয়ে বেরিয়েছিলেন। একই রাস্তা ধরে ট্রাক্টরে করে আসছিলেন এলাকার প্রাক্তন প্রধান মন্নু সিং ও তাঁর সহযোগীরা। অভিযোগ, ওই ট্রাক্টরকে রাস্তা না ছাড়ায় পাপ্পুর সঙ্গে বচসা বাধে মন্নুর। তখনই বন্দুক নিয়ে বাইক আরোহীদের লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি গুলি ছোঁড়ে অভিযুক্ত। মৃত্যু হয় তিনজনের। এই ঘটনায় আবারও বোঝা যাচ্ছে যোগীরাজ্যে আইনশৃঙ্খলা তলানিতে ঠেকেছে। চাপে পড়ে মন্নু সিং-সহ মোট তিনজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

অল্পে কাপলিং খুলে দু'ভাগ হয়ে গেল ছুটন্ত ফলকনামা এক্সপ্রেস

প্রতিবেদন: কোথায় যাত্রী সুরক্ষা? ফের একবার বড়সড় দুর্ঘটনা থেকে বাঁচল একটি গুরুত্বপূর্ণ ট্রেন। অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীকাকুলামের কাছে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল ফলকনামা এক্সপ্রেসের দুটি কোচ। নেপথ্যে কাপলিং বিভ্রাট। ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনের উপর দাঁড়িয়ে রইলেন গুরুত্বপূর্ণ এই ট্রেনের যাত্রীরা। ফের প্রশ্নের মুখে রেলের যাত্রী সুরক্ষা। সম্প্রতি একমাসের মধ্যে দুবার দুর্ঘটনা এই শাখারই ট্রেনে। আগের দুর্ঘটনায় প্রাণ গিয়েছে বাংলার এক যুবকের। তবে এবারে কোনও হতাহতের খবর নেই।

মঙ্গলবার সকালে হাওড়াগামী ফলকনামা এক্সপ্রেস শ্রীকাকুলামের পলাশার কাছে দুর্ঘটনার মুখে পড়ে। দুটি এসি কোচ ট্রেন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। দ্রুত ট্রেন দাঁড় করিয়ে দেন চালক। সুস্মাদেবী ও মন্দাসা গ্রামের মাঝে লাইনের উপর দাঁড়িয়ে থাকেন যাত্রীরা। দীর্ঘক্ষণ পরে রেলের ইঞ্জিনিয়ার ও কর্মীরা এসে কোচদুটি জুড়ে দেওয়ার পরে ট্রেন ফের হাওড়ার অভিমুখে রওনা দেয়।

রান্নার গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি, সাফাই গাইতে লোক হাসালেন কেন্দ্রের মন্ত্রী

প্রতিবেদন : লোক হাসালেন বিজেপি মন্ত্রী। কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরীর ভাবখানা যেন, গ্যাসের দাম সিলিন্ডার পিছু ৫০ টাকা বেড়েছে, এ আর এমন কী। সাধারণ মানুষের দুর্দশার জন্য অনুশোচনা বা ক্ষমাপ্রার্থনা তো দূরের কথা, কেন্দ্রের পদক্ষেপে সাফাই গাইতেই ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন তিনি। স্বাভাবিকভাবেই ঝড় উঠেছে তীব্র নিন্দার আর সমালোচনার।

আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের দাম কমার পরেও আমাদের দেশে পেট্রোল, ডিজেল-সহ রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডারের দাম ব্যাপকভাবে বাড়িয়ে দিয়েছে মোদি সরকার। এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে। দলনেত্রী তথা বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশিত পথেই গোটা ঘটনার প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বস্তরের নেতা, মন্ত্রী ও সাংসদরা। এই ইস্যুতে তৃণমূলের দেখানো পথে হেঁটে প্রতিবাদের মুখর বিরোধী শিবিরের অন্য দলের নেতৃত্ব। এরপরে ক্ষমা প্রার্থনা করা তো দূরের কথা, মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী মন্তব্য করেন, রান্নার গ্যাসের দাম বেড়েছে সিলিন্ডার পিছু মাত্র ৫০ টাকা। পেট্রোল, ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে লিটার পিছু মাত্র ২ টাকা। এই মূল্যবৃদ্ধির ফলে চারজনের একটি পরিবারে মাসিক খরচ বাড়বে খুবই সামান্য। এই বিষয়টি নিয়ে সারা দেশে এত হইচই করার কী আছে? তাঁর কথায় নিঃসন্দেহে হাসির খোরাক খুঁজে পাচ্ছেন সাধারণ মানুষ।

চলতে হবে রাজ্য মন্ত্রিসভার পরামর্শ মেনেই

বিল আটকে রাখার অধিকার নেই রাজ্যপালের : সুপ্রিম কোর্ট

প্রতিবেদন: যদি কোনও রাজ্যপাল মনে করে থাকেন যে তিনি অসীম সাংবিধানিক ক্ষমতার অধিকারী, তবে তা সম্পূর্ণ ভুল। স্পষ্ট এবং কড়া বার্তা দিল শীর্ষ আদালত। আদালতের পর্যবেক্ষণ, রাজনীতিক হিসাবে নয়, রাজ্যপালের ভূমিকা হওয়া উচিত মার্গদর্শকের। রাজ্য সরকার বা জনগণের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করলে তা হবে রাজ্যপালের শপথভঙ্গের সমান। মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি জে বি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি আর মহাদেবন সাফ জানিয়ে দিলেন, সংবিধানের ২০০ নম্বর ধারার আওতায় বিধানসভায় পাশ হওয়া বিল আটকে রাখার কোনও বিশেষ অধিকার বা ক্ষমতা রাজ্যপালের নেই। মন্ত্রিসভার পরামর্শ মেনেই কাজ করতে হবে রাজ্যপালকে। তামিলনাড়ু সরকারের ১০টি গুরুত্বপূর্ণ বিলে স্বাক্ষর না করে আটকে রাখায় রাজ্যপাল আর এন রবিকে এদিন তীব্র ভর্ৎসনা করল সুপ্রিম কোর্টের ২ বিচারপতির বেঞ্চ। রাজ্যপালের এই আচরণকে সম্পূর্ণ অবৈধ এবং স্বেচ্ছাচারী বলে মন্তব্য করেছে শীর্ষ আদালত। বেঞ্চের যুক্তি, তামিলনাড়ু বিধানসভায় ১০টি বিল দু'বার পাশ হওয়া সত্ত্বেও সেগুলি রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য ফেলে রেখে দিয়েছিলেন রাজ্যপাল আর এন রবি। এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ আইনবিরুদ্ধ। রাজ্যপালের এই পদক্ষেপ সম্পূর্ণ বাতিল করে দিয়েছে শীর্ষ আদালত। দ্বিতীয়বার রাজ্যপালের কাছে পাঠানো বিলগুলিতে দ্রুত সম্মতির নির্দেশ দিয়েছে বেঞ্চ। রাজ্যপালের ভূমিকা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ের তাৎপর্য নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গভীর। কারণ শুধু তামিলনাড়ু নয়, এর আগে পশ্চিমবঙ্গ, কেরল এবং পাঞ্জাব-সহ বেশ কয়েকটি রাজ্যের রাজ্যপালের ভূমিকা এবং বিলে সম্মতিকে কেন্দ্র করে বিতর্ক অনেক দূর পর্যন্ত পৌঁছেছে। সংঘাত বেধেছে রাজ্য-রাজ্যপালের মধ্যে। মামলা গড়িয়েছে শীর্ষ আদালত অবধি। বাংলার রাজ্যপাল থাকার সময় তীব্র বিতর্ক দেখা দিয়েছিল জগদীপ ধনকড়ের ভূমিকাকে ঘিরে। বারবার প্রশ্ন উঠেছে এখনকার রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোসের এক্তিয়ারবহির্ভূত কাজকর্ম নিয়ে। মঙ্গলবারের রায় রাজ্যপালদের এই ধরনের মনোভাবের বিরুদ্ধে নিঃসন্দেহে কড়া হুঁশিয়ারি। রাজ্যপালদের এক্তিয়ার নিয়ে কড়া সতর্কবার্তা।

শীর্ষ আদালতের নির্দেশ

- মন্ত্রিসভার পরামর্শ মেনেই কাজ করতে হবে রাজ্যপালকে।
- রাজ্য সরকার বা জনগণের সঙ্গে রাজ্যপাল ভিন্নমত পোষণ করলে তা হবে শপথভঙ্গের সমান।
- বিধানসভায় পাশ হওয়ার বিল আটকে রাখার কোনও বিশেষ ক্ষমতা নেই রাজ্যপালের।
- সর্বোচ্চ একমাস পর্যন্ত কোনও বিল রাজ্যপাল নিজের কাছে রাখতে পারবেন।
- রাজ্যপাল যদি কোনও বিলে রাষ্ট্রপতি পর্যবেক্ষণ চান, তাহলে বিল উপস্থাপনের ৩ মাসের মধ্যে তাঁকে নিতে হবে সেই সিদ্ধান্ত।

লক্ষণীয়, বিধানসভা থেকে পাশ হওয়া বিলে সই না করে দিনের পর দিন ফেলে রাখা অ-বিজেপি রাজ্যগুলির রাজ্যপালদের কার্যত ট্র্যাডিশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলার মহিলা নিরাপত্তা সংক্রান্ত অপরাজিতা বিলের ক্ষেত্রেও এমনটা হয়েছিল। যদিও চাপে পড়ে সেই বিলে সই করতে বাধ্য হয়েছিলেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি জে বি পারদিওয়ালা ও বিচারপতি আর মহাদেবনের ডিভিশন বেঞ্চ এই মামলায় তামিলনাড়ুর ডিএমকে সরকারের পক্ষেই রায় দেয়। একইসঙ্গে পর্যবেক্ষণে জানানো হয়, ভবিষ্যতে সময়সীমা মেনে পদক্ষেপ নিতে রাজ্যপাল ব্যর্থ হলে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া যাবে।

শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ, রাজনীতিক হিসাবে নয়, রাজ্যপালের কাজ করা উচিত একজন মার্গদর্শক হিসাবে। সংঘাতপর্বে ঐক্যের পথ প্রশস্ত করবেন রাজ্যপালই।

ওয়াকফ (সংশোধনী) আইনের বিরোধিতা যোগীরাজ্যে গৃহবন্দি সমাজবাদীর পার্টির মুখপাত্র

প্রতিবেদন : যোগীরাজ্যে কণ্ঠরোধ বিরোধীদের। ওয়াকফ (সংশোধনী) আইনের বিরুদ্ধে কথা বলায় উত্তরপ্রদেশে সমাজবাদী পার্টির (এসপি) জাতীয় মুখপাত্র সুমাইয়া রানাকে গৃহবন্দি করে রাখার অভিযোগ উঠেছে। তিনি নিজেই এই অভিযোগ করেছেন। অন্যদিকে লখনউ পুলিশ থেকে পাঠানো এক নোটিশে 'শান্তি বজায়' রাখার স্বার্থে তাঁকে বিভিন্ন উপদেশ দেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ করেছেন তিনি। প্রয়াত বিশিষ্ট কবি মুনাওয়ার রানার মেয়ে সুমাইয়া রানা অভিযোগ করেন, তাঁকে ১০ লাখ টাকার একটি ব্যক্তিগত বন্ড এবং একই অর্থমূল্যের দুটি সিকিউরিটি সাময়িকভাবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের হাতে জমা দিতে বলা হয়েছে। ৪৫ বছর বয়সি এই রাজনীতিবিদ বলেন, ওয়াকফ (সংশোধনী) বিলের (ইতিমধ্য আইনে পরিণত হয়েছে) বিরোধিতা করার কারণে নোটিশ দিয়ে পুলিশ আমাকে চুপ করে দিতে চেষ্টা করছে। আমি এই পুলিশি নোটিশকে আদালতে চ্যালেঞ্জ করব। সমাজবাদী পার্টির নারী শাখার এই ভাইস প্রেসিডেন্ট বলেন, এর আগে পুলিশ আমাকে একটি নোটিশ দিয়েছিল। আমি গ্রহণ করিনি। পরে হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে। লক্ষণীয়, ওয়াকফ সংশোধনী আইন বলবৎ হওয়ার কথা মঙ্গলবার থেকেই। কিন্তু এর বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছে কংগ্রেস এবং ডিএমকে।

দিল্লি-সহ উত্তর ভারতে তাপপ্রবাহের হলুদ সতর্কতা

প্রতিবেদন: রাজধানী দিল্লিতে তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করল মৌসম ভবন। শুধু দিল্লি নয়, তাপপ্রবাহ চলতে পারে উত্তর ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে। বৃহস্পতিবারের মধ্যে এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে তাপমাত্রা পৌঁছে যেতে পারে ৪২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত। কিন্তু সবচেয়ে দুশ্চিন্তার বিষয় হল, এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বইতে পারে লু। সতর্ক করে দিয়েছে ভারতের আবহাওয়া দফতর। জারি করা হয়েছে তাপপ্রবাহের হলুদ সতর্কতা। লক্ষণীয়, উত্তর ভারতের রাজ্যগুলোতে কিছুটা তাপপ্রবাহ মালুম হচ্ছে সোমবার থেকেই। এবার সেই তালিকায় যুক্ত হতে চলেছে গুজরাত, রাজস্থান, হিমাচল প্রদেশ, হরিয়ানা, লাদাখ এবং উত্তরপ্রদেশের একটা বড় অংশ। কচ্ছের কিছু অঞ্চলেও তাপপ্রবাহের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। আবহাওয়াবিদদের মতে, এটিই মরশুমের প্রথম ব্যাপক তাপপ্রবাহের ঘটনা। রেকর্ড বলছে, বেশ কিছু রাজ্যে ইতিমধ্যেই তাপমাত্রা অস্বাভাবিক পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে। উল্লেখ্য, কোনও বিশেষ স্থানের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে কমপক্ষে ৫ ডিগ্রি বেশি থাকলে এবং সেদিনের তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রিতে পৌঁছলে, তৈরি হয় তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি।

কিন্তু সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ইতিমধ্যেই ৪০.২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছে গিয়েছে দিল্লির ৩টি জায়গায়— সফদরজং, রিজ এবং আয়ানগরে। জম্মু-কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ, রাজস্থান এবং লাদাখের একটা বড় অংশেও সর্বোচ্চ তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে ৫ থেকে ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়ে গিয়েছে ইতিমধ্যেই। একই অস্বাভাবিকতার ছবি পাঞ্জাব, হরিয়ানা এবং চণ্ডীগড়ের একটা বড় অংশে।

উজবেকিস্তানের হোটেলে অস্বাভাবিক মৃত্যু হল মেঘালয়ের জনস্বাস্থ্য কারিগরি ও পূর্ত দফতরের প্রধান সচিব সৈয়দ মহম্মদ এ রাজির। উজবেকিস্তানের বুখারা শহরে একটি হোটেলের ঘর থেকে উদ্ধার হয় তাঁর দেহ। মধ্য এশিয়ার দেশটিতে ব্যক্তিগত সফরে গিয়েছিলেন ওই আমলা

শুল্কঝড় সামলাতে এবার বৈঠকে কেন্দ্র

প্রতিবেদন : মার্কিন প্রশাসনের জারি করা শুল্কঝড় সামলাতে বুধবার দেশের বিভিন্ন রফতানি সংস্থাগুলির সঙ্গে বৈঠকে বসতে চলেছে কেন্দ্র। ভারতের বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গয়ালের সঙ্গে একাধিক সংস্থার বৈঠকে আমেরিকার শুল্কনীতি সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা হতে পারে। প্রসঙ্গত, ভারতের মোট রফতানির প্রায় ১৮ শতাংশ যায় আমেরিকার বাজারে। সেইসঙ্গে আমদানির ক্ষেত্রে দেশীয় বাজারের ৬.২২ শতাংশ হল মার্কিন পণ্য। দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য প্রায় ১০.৭৩ শতাংশ। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ঘোষিত নতুন শুল্কনীতিতে আমেরিকার বাজারে ভারতীয় পণ্য রফতানির জন্য ২৬ শতাংশ অতিরিক্ত শুল্ক দিতে হবে। এই সিদ্ধান্তে চিংড়ি, কার্পেট, চিকিৎসা সরঞ্জাম এবং সোনার গহনা রফতানিতে ধাক্কা খাওয়ার আশঙ্কা। সেক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার যাতে আর্থিক সুবিধা দেয়, ইতিমধ্যে সেই অনুরোধ জানিয়েছে রফতানি সংস্থাগুলি। এদিকে ভারত এবং আমেরিকার বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আগেই দু'দেশের মধ্যে আলোচনা শুরু হয়েছে। মার্কিন প্রতিনিধিরা ঘুরে গিয়েছেন ভারত থেকে। সংবাদ সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, ট্রাম্পের ২৬ শতাংশ শুল্কের পালটা কোনও মার্কিন পণ্যে 'পারস্পরিক শুল্ক' চাপানোর পরিকল্পনা নেই মোদি সরকারের।

৬ বছরের ভাইঝিকে ধর্ষণ-খুন, ধৃত যুবক

প্রতিবেদন : বিজেপি রাজ্যে ন্যক্কারজনক ঘটনা। ৬ বছরের ভাইঝিকে ধর্ষণ করে খুন করল কাকা। তারপরে দেহ লুকিয়ে রাখল প্রতিবেশীর গাড়ির ডিকিতে। ভয়ঙ্কর এই ঘটনাটি ঘটেছে ছত্তিশগড়ে দুর্গে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নবরাত্রি উপলক্ষে দিদার বাড়িতে গিয়েছিল ৬ বছরের নাবালিকাটি। পুজোর জন্য দিদা তাকে একা বাড়িতে রেখে বেরিয়েছিলেন আত্মীয়দের সঙ্গে। সেই সুযোগেই সোমেশ যাদব নামে ২৪ বছরের এক যুবক ধর্ষণ করে খুন করে তাকে। দেহ লুকিয়ে রাখে পরিত্যক্ত গাড়ির ডিকিতে। ৫ এপ্রিল ওই নাবালিকা রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে যাওয়ায় খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। অনেক খোঁজাখুজির পর ছোট্ট শিশুটির দেহ উদ্ধার হয় পরিত্যক্ত গাড়ির ডিকি থেকে।

তদন্তে নেমে মোট ৩ জনকে আটক করে পুলিশ। মূল অভিযুক্ত সোমেশকে গ্রেফতার করে ছেড়ে দেওয়া হয় বাকিদের।

ফের হাসিনার বার্তা

বাংলাদেশে ফিরব হত্যার বিচার করব

সুদখোর, মানুষের টাকা তছরুপ করেছেন ইউনুস

প্রতিবেদন : দেশে ফিরবই। সব হত্যার বিচার হবে। সোমবার রাতে ভার্চুয়াল বৈঠকে আওয়ামি লিগের কর্মীদের বার্তা দিয়ে বললেন বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। দেশছাড়ার পর থেকে ভারতেই আত্মগোপন করে আছেন তিনি। তারমধ্যেই খবর রেখেছেন দলীয় কর্মীদের। আত্মবিশ্বাসের সুরে হাসিনা দলের কর্মীদের বললেন, চিন্তা করবেন না। খুব শিগগিরই ফিরছি আমি।

তদারকি সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনুসের বিরুদ্ধে কড়া অভিযোগ তুলে শেখ হাসিনা বলেন, আমি বাংলাদেশকে যখন উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে তুলে ধরলাম তখনই গভীর চক্রান্ত শুরু হয়ে গেল। বাংলাদেশকে জঙ্গিদের দেশে পরিণত করা হল। আর দিনের শেষে এমন ব্যক্তি ক্ষমতায় এলেন যার মানুষের প্রতি কোনও দয়ামায়া নেই এবং কখনও ছিলও না।

প্রধান উপদেষ্টা ইউনুসের গ্রামীণ ব্যাঙ্কের প্রতি নিশানা করে হাসিনা অভিযোগ করেন, ওই ব্যক্তি মানুষকে ক্ষুদ্র ঋণ দিয়ে মোটা অঙ্কের সুদ নিতেন। সেই টাকা উনি বিদেশে পাঠিয়ে বিলাসবহুল জীবনযাপন করতেন। আমরা ভাবতাম গরিব মানুষের ভাল করছে। তাই একসময় অনেক সহযোগিতা করেছিলাম। পরে সেই লোকই মানুষের টাকা নিয়ে তছরুপ করেছে। ওর ক্ষমতার লোভেই আজ জ্বলছে বাংলাদেশ। ১ ঘণ্টার বেশি সময় ধরে চলা ভাষণপর্বে নিজের বক্তব্য রাখার পাশাপাশি শহিদ দলীয় কর্মীদের পরিবার-পরিজনদের আর্তি শোনেন হাসিনা। তাঁদের উদ্দেশে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বলেন, আল্লা হয়তো আমায় কোনও মহৎ কাজ করার জন্যই এখনও বাঁচিয়ে রেখেছেন। আপনারা চিন্তা করবেন না। খুব তাড়াতাড়ি আমি বাংলাদেশে আসছি।

পাঁচ অভিযুক্তের মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখল তেলেঙ্গানা হাইকোর্ট

দিলসুখনগর বিস্ফোরণ

প্রতিবেদন : ২০১৩ সালে হায়দরাবাদের দিলসুখনগরে সংঘটিত জোড়া বিস্ফোরণ মামলায় তেলেঙ্গানা হাইকোর্ট মঙ্গলবার ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের পাঁচ সদস্যের বিরুদ্ধে প্রাণদণ্ড বহাল রেখেছে। ২০১৬ সালে এনআইএ আদালতের দেওয়া মৃত্যুদণ্ডের আদেশ বহাল রেখে বিচারপতি কে লক্ষ্মণ এই রায় দেন। বিস্ফোরণ কাণ্ডে অভিযুক্তরা হল আসাদুল্লাহ আখতার হাদ্দি তাবরেজ দানিয়াল আসাদ, জিয়া উর রহমান, মোহাম্মদ তাহসিন আখতার হাসান, মোহাম্মদ আহমেদ সিদ্দিবাপা এবং আজাজ শেখ সামার আরমান। এরা সবাই ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের সক্রিয় সদস্য। চার্জশিট অনুযায়ী, মোট ছ'জনকে এই হামলার জন্য দায়ী করা হয়েছিল। তবে অভিযুক্তদের অন্যতম এবং মূলচক্রী রিয়াজ ভাটকাল পাকিস্তানে পালিয়ে গিয়েছে বলে সন্দেহ তদন্তকারীদের। তাই বিচার হয়েছে পাঁচ ধৃত অভিযুক্তের বিরুদ্ধে। এনআইএ-র প্রেস বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন এই হামলার পরিকল্পনা করেছিল একটি উচ্চপর্যায়ের ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে, যার উদ্দেশ্য ছিল ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করা।

জঙ্গি রানার দ্বিতীয় আবেদনও খারিজ মার্কিন আদালতে

প্রতিবেদন : নানা বাহানায় প্রত্যর্পণ এড়ানোর চেষ্টা জলে গেল মুম্বই জঙ্গি হামলার অন্যতম চক্রী তাহাউর রানার। তার ভারতে প্রত্যর্পণের নির্দেশের উপর স্থগিতাদেশ চেয়ে আবেদন নাকচ করে দিল আমেরিকার সুপ্রিম কোর্ট। সোমবার আমেরিকার শীর্ষ আদালতে বড় ধাক্কা খেয়েছে রানা। বছর ৬৪-র রানা এখন লস অ্যাঞ্জেলসের মেট্রোপলিটান ডিটেনশন কেন্দ্রে বন্দি।

প্রত্যর্পণের নির্দেশ পুনর্বিবেচনা করার জন্য রানা প্রথম যে আবেদন করেছিল, তা গত ৭ মার্চ মার্কিন সুপ্রিম কোর্টের নবম সার্কিটের বিচারপতি এলেনা কাজান তা খারিজ করে দিয়েছিলেন। এবার খারিজ হয়ে গেল তার দ্বিতীয় আবেদনও। সুপ্রিম কোর্টের ওয়েবসাইট অনুযায়ী, রানার আবেদন খারিজ হয়েছে। এর ফলে মুম্বই হামলার অন্যতম চক্রী রানাকে ভারতের হাতে তুলে দেওয়ার বিষয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্প সরকারের আর কোনও বাধা থাকল না। প্রসঙ্গত, ২০০৮ সালের ২৬ নভেম্বর মুম্বইয়ের আটটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় হামলা চালায় পাকিস্তানের লস্কর-ই-তৈবা জঙ্গিরা। এই হামলায় ১৬৬ জন নিহত হন এবং বহু মানুষ আহত হন। দীর্ঘদিন ধরে ভারত রানাকে দেশে নিয়ে আসতে চাইছে। তাকে কবে ভারত সরকার দেশে ফেরায় এখন তারই অপেক্ষা।

সিবিআই তদন্ত খারিজ

(প্রথম পাতার পর)

অনুযায়ী রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিতেই পারে। এদিন প্রধান বিচারপতি আরও বলেন, ২০২২-এর ৫ মে ক্যাবিনেট নোট তৈরি করা হয়, যেখানে ১৯৯৭ সালের এসএসসি আইনের ধারা অনুযায়ী ওয়েট লিস্টেড প্রার্থীদের জন্য সুপার নিউমেরারি পদ তৈরির কথা বলা হয়। লুকোনো ছিল না কোনও কিছুই। এই পদে কোনও নিয়োগও করা হয়নি।

সুপ্রিম-জয়ের পর এদিন তৃণমূল সাফ জানায়, সিপিএম, বিজেপি, কংগ্রেসের একাংশ একটা ভিত্তিহীন ন্যারেটিভ তৈরি করতে চাইছিল। মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে সিবিআইয়ের তদন্তের দাবি করেছিল। সুপ্রিম কোর্ট মুখে ঝামা ঘষে দিয়েছে। তৃণমূল রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ বলেন, প্রমাণিত হয়েছে সুপার নিউমেরিক পোস্ট নিয়ে বাম-রাম ভিত্তিহীন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অপপ্রচার, কুৎসা ও চক্রান্ত করেছিল। সুপ্রিম কোর্ট তাতে জল ঢেলে দিয়েছে, মুখোশ খুলে দিয়েছে বাম ও রামের। সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট বলে দিয়েছে, মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত, রাজ্যপাল অনুমোদন দিয়েছেন, তা নিয়ে কেন্দ্রীয় এজেন্সি দিয়ে তদন্ত করা যায় না। তা হলে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো বিঘ্নিত হতে পারে। ফলে এই মামলায় সিবিআই বা কোনও কেন্দ্রীয় এজেন্সি দিয়ে তদন্ত করা যাবে না। প্রমাণ হয়ে গিয়েছে হাইকোর্টের রায় পক্ষপাতদুষ্ট। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেন, সত্যের জয় হল।

উল্লেখ্য, ২০২২-এ এসএসসিতে নিয়োগের জন্য ছ'হাজারের কাছাকাছি অতিরিক্ত শূন্যপদ তৈরি করেছিল শিক্ষা দফতর। এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়। রাজ্য মন্ত্রিসভাতেও অনুমোদিত হয়। হাইকোর্ট জানায়, অতিরিক্ত শূন্যপদ গঠনের ওই সিদ্ধান্ত 'আইনি নয়'। সিবিআই প্রয়োজনে মন্ত্রিসভার সদস্যদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে বলেও জানিয়েছিল হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। হাইকোর্টের ওই নির্দেশের উপর সুপ্রিম কোর্ট স্থগিতাদেশ জারি করে। এবার সিবিআই তদন্ত নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ মঙ্গলবার খারিজ করে দিল শীর্ষ আদালত।

■ তৃণমূল ভবনে প্রস্তুতি বৈঠকে তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য-সহ অন্যরা।

প্রতিবাদে উত্তাল হবে মহানগর

(প্রথম পাতার পর)

রাজ্য সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য ছাত্র-যুবদের নিয়ে প্রস্তুতি বৈঠক সারেন। দলের নির্দেশে এই বিশাল প্রতিবাদ কর্মসূচি পালনের খুঁটিনাটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এই প্রতিবাদ কর্মসূচি নিয়ে তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সির তরফে সার্কুলার যায় ছাত্র-যুব নেতৃত্বের কাছে। বিজেপি-সিপিএমের চক্রান্ত-ষড়যন্ত্রের ফলে চাকরিহারা হয়েছেন ২৫,৭৫২ জন শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী। প্রতিবাদে গর্জে উঠেছেন নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থাকে বিপর্যয়ের মধ্যে ফেলার জন্যই বিজেপি-সিপিএমের মিলিত চক্রান্তে এই কাণ্ড ঘটানো হয়েছে বলে স্পষ্ট জানিয়েছেন। ২০২৬-এর নির্বাচনের আগে বাংলায় অস্থিরতা তৈরির চেষ্টা করছে বিজেপি-সিপিএম। চাকরিহারাদের আশ্বস্ত করতে সোমবার নেতাজি ইনডোরে সভাও করলেন। কিন্তু দল হিসেবে তৃণমূল কংগ্রেস এই ষড়যন্ত্র ও নোংরামির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-আন্দোলন চালিয়ে যাবে।

খাতা দেখবেন শিক্ষকরা : সংসদ

(প্রথম পাতার পর)

সংসদ সভাপতিও জানিয়েছিলেন, যেহেতু এবারে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা অনেক কম সে কারণে খাতা দেখতে খুব একটা সমস্যা হবে না। সময়মতোই ফল প্রকাশ করা হবে। তবে এবার খাতা দেখার বিষয়টি পুরোটাই সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের উপর ছেড়ে দিল সংসদ কর্তৃপক্ষ।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ছোট একটি চালের দানার মতো আকার। তাতেই পুরে দেওয়া হয়েছে যন্ত্রপাতি। বিশ্বের সবচেয়ে ছোট পেসমেকার তৈরি করে চমকে দিলেন আমেরিকার নর্থ-ওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটির বিজ্ঞানীরা

স্টেথোস্কোপ

মানসিক চাপ, উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা যত বাড়বে ততই বাড়বে পার্কিনসনস ডিজিজ। এটি একটি জটিল স্নায়বিক অসুখ। আগামী ১১ এপ্রিল বিশ্ব পার্কিনসনস দিবস। গবেষণা বলছে বিশ্বের এক কোটির বেশি মানুষ এই রোগে আক্রান্ত। লিখছেন **শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী**

পার্কিনসনস

দিনে দিনে হাঁটার গতি কমছে ঠাম্মির। নীতু রোজ লক্ষ্য করে। আগে সইটা খুব সুন্দর করত ঠাম্মি। এখন সই করতে গেলে বেশ কয়েকবার প্র্যাকটিস করিয়ে নিতে হয়। আনন্দ নেই ঠাম্মির মনে একটা ডিপ্রেশন সারাক্ষণ। ইদানীং ঠিকমতো খেতে চাইছে না। হাতটা খুব কাঁপে। জামাকাপড় ছাড়তে একেবারে ল্যাজেগোবরে। এই সবই নাকি পার্কিনসনস-এর লক্ষণ। নীতু জানতে চেয়েছিল রোগটা সম্পর্কে। ডাক্তার বলেছেন এই রোগে আক্রান্তেরা ক্রমেই স্বাভাবিক কাজ করার শক্তিটুকুও হারিয়ে ফেলেন। পোশাক পরিবর্তন থেকে বাথরুম যাওয়া— সব কিছুর জন্যই অন্যের উপর নির্ভরশীল হতে থাকেন দিনে দিনে। এমনই জটিল স্নায়ুর অসুখ।

পার্কিনসনস ফাউন্ডেশনের সাম্প্রতিক সমীক্ষায় উঠে এসেছে বিশ্বে এক কোটির বেশি মানুষ এই রোগে আক্রান্ত। ১৮১৭ সালে চিকিৎসক জেমস পার্কিনসন্স চিহ্নিত করেন রোগটিকে। দু'দশক আগেও এই রোগ সম্পর্কে মানুষের তেমন ধারণা ছিল না। এখন দিনে দিনে বাড়ছে এই অসুখ। প্রতিবছর ১১ এপ্রিল বিশ্বজুড়ে পালিত 'বিশ্ব পারকিনসনস দিবস'। এই দিনটি পালনের উদ্দেশ্য পার্কিনসনস রোগ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং আক্রান্তদের পরিবারকে সঠিক পথের দিশা দেখানো।

কারা বেশি আক্রান্ত

বেশি বয়সের রোগ পার্কিনসনস। মহিলাদের হয় তবে পুরুষদের সংখ্যাই অনেক বেশি। মূলত বয়স্কদের রোগ হলেও আক্রান্ত হতে পারেন কমবয়সিরাও। চিকিৎসার পরিভাষায় একে বলা হয় 'ইয়ং অনসেট পার্কিনসনস ডিজিজ' (ওয়াইওপিডি)। সমীক্ষা বলছে, বিশ্বে পার্কিনসনস রোগে আক্রান্তদের দুই শতাংশ এই ওয়াইওপিডির শিকার। কারও পরিবারে মা অথবা বাবা যদি পার্কিনসনসের শিকার হন, তা হলে তাঁদের সন্তানদের এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা ৩০ শতাংশ।

উপসর্গ

- ঘন ঘন পেশি শিথিল হয়ে পড়ে।
- বিশ্রামে থাকাকালীন পেশির কম্পন হয়।
- পেশি শক্ত হয়ে যায়, স্টিফনেস। নড়াচড়া করা কঠিন হয়ে পড়ে।
- হাঁটাচলার সমস্যা হয়। হাঁটার সময় ভারসাম্য বজায় রাখতে অসুবিধা, নড়াচড়ার গতি কমে যায়— একে বলে ব্র্যাডিকাইনেসিয়া।
- ফেসিয়াল মাস্কিং অর্থাৎ মুখমণ্ডলে স্বাভাবিক অভিব্যক্তি কমে যায় ফলে মুখ নিষ্প্রাণ দেখায়।
- বারবার পড়ে গেলে বুঝতে হবে সমস্যা হচ্ছে।
- ঘুমের সমস্যা। রাতে ঘুমাতে অসুবিধা এবং দিনের বেলা অতিরিক্ত ঘুম ঘুম ভাব।
- হতাশা এবং উদ্বেগ, বিষণ্ণতা এবং মেজাজ পরিবর্তনের প্রবণতা।
- স্মৃতিশক্তির সমস্যা, কিছু ক্ষেত্রে স্মৃতিশক্তি কমে যাওয়া বা চিন্তাভাবনায় সমস্যা।
- কোষ্ঠকাঠিন্য, হজমে সমস্যা হতে পারে।
- গন্ধের অনুভূতি হ্রাস, কিছু মানুষের ক্ষেত্রে ঘ্রাণশক্তি কমে যেতে পারে।
- ক্লান্তি, অতিরিক্ত ক্লান্তি বা দুর্বলতা অনুভব করা।
- অস্থির পা, রাতে পায়ে অস্থিরতা বা ব্যথার অনুভূতি।

চিকিৎসা

পার্কিনসনস-এর জন্য কিছু নির্দিষ্ট ওষুধ রয়েছে। পার্কিনসনস সম্পূর্ণ সারে না তবে মেডিকেশনের মাধ্যমে তা নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব। চিকিৎসকেরা প্রথমে সেই চেষ্টাই করেন। দীর্ঘদিন ওষুধ খেয়ে যেতে হয়। তবে সেই ওষুধ কাজ না দিলে এরপর কিছু থেরাপি রয়েছে পার্কিনসনস-এর চিকিৎসায়, যার মধ্যে অন্যতম হল 'ডিপ ব্রেন স্টিমুলেশন থেরাপি'। এই চিকিৎসায় এখনও পর্যন্ত ভালই সাড়া পাওয়া গেছে। যদিও তা খরচসাপেক্ষ।

কেন হয়

চিকিৎসকদের মতে, দিনে দিনে পার্কিনসনস বেড়ে চলার অন্যতম কারণ মানুষের ক্রমবর্ধমান গড় আয়ু। এছাড়া রয়েছে অন্য কারণ যেমন, চাষে কীটনাশকের ব্যবহার, প্লাস্টিক-দূষণ, বায়ুদূষণ, জলদূষণ এবং কমসংখ্যক হলেও জেনেটিক মিউটেশন। কমবয়সিদের মধ্যেও এই রোগ দেখা যাচ্ছে, যার কারণ জেনেটিক মিউটেশন। ডোপামিন নামক একটি রাসায়নিক আমাদের মন-মেজাজের উপর প্রভাব ফেলে। মস্তিষ্কের যে অংশ থেকে ডোপামিন নিঃসৃত হয়, তা অকেজো হলে পার্কিনসনস হতে পারে।

সাম্প্রতিক গবেষণা বলছে পার্কিনসনস-এর উৎস হল পেট। ইজরায়েলের একদল পেট। ইজরায়েলের একদল স্নায়ু চিকিৎসক দেখিয়েছেন পেটেই প্রথম হানা দেয় পার্কিনসনস। সেখানেই দীর্ঘসময় ঘাপটি মেরে থাকে। তারপর ধীরে ধীরে বিশেষ একরকম প্রোটিনে ভর করে স্নায়ু বেয়ে বেয়ে লাফিয়ে ওঠে মস্তিষ্কে। পেটের গোলমাল, হজমের সমস্যা, কোষ্ঠকাঠিন্য, গ্যাস-অম্বল থেকে শুরু হয়। অন্ত্রের ক্ষতি যদি বেশি মাত্রায় হয়, তা হলে সেখানকার স্নায়ুও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। স্নায়ু মারফত সঙ্কেত মস্তিষ্কে পৌঁছতে পারে না। মানসিক সমস্যা দেখা দিতে থাকে। সেখান থেকেই মস্তিষ্কে প্রভাব খাটাতে শুরু করে পার্কিনসনস। কাজেই সুস্থ খাদ্যাভ্যাস, নিয়মিত ব্যায়াম, প্রাণায়াম সবার জন্যই খুব জরুরি।

যে মহিলা পারকিনসনস শুঁকতে পারেন

তিনি গন্ধ শুঁকেই বলে দিতে পারেন পারকিনসনস হবে কি না! শুনলে অবাক লাগলেও এটাই সত্যি। বিরল প্রতিভার এই মহিলাকে নিয়ে চলছে গবেষণা। কয়েক বছর আগে জয় মেলর এই বিশেষ ক্ষমতা দেখে হতবাক হয়ে যান চিকিৎসকেরা। ৭৩ বছরের জয় স্কটল্যান্ডের পার্থের বাসিন্দা। পেশায় নার্স। তিনি তাঁর অতি সংবেদনশীল ঘ্রাণশক্তির (হাইপারসমিয়া) মাধ্যমে শনাক্ত করতে পারেন পারকিনসনস। জয়ের স্বামী লেসের বয়স তখন ৩৩ বছর। ওই বয়সে পারকিনসনস-এর কোনও লক্ষণই ছিল না লেসের। সেই সময় থেকেই জয় কেমন যেন গন্ধ পেতেন স্বামীর গায়ে। পরে ধরা পড়ে তাঁর এই রোগ। 'যে মহিলা পারকিনসনস শুঁকতে পারেন'— এই নামে জয়

পরিচিতি পান। বিজ্ঞানীরাও খুঁজতে শুরু করেন, ঠিক কোন গন্ধ পান তিনি পারকিনসনস রোগীদের মধ্যে। শুরু হয় গবেষণা।

অনেক বছর পর ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকেরা জয়ের এই গুণকে কাজে লাগিয়ে আবিষ্কার করেন পারকিনসনস নির্ণয়ের পরীক্ষা। ঘাড় থেকে রস (সোয়াব) সংগ্রহ করা হয়। সেই নমুনা পরীক্ষা করে জানা যায়, ওই ব্যক্তি পারকিনসনস আক্রান্ত কি না। তবে এই নিয়ে এখনও পর্যন্ত চলছে বিস্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষা।

স্লো ওভার রেটের জন্য আরসিবি অধিনায়ক রজত পাতিদারের ১২ লক্ষ টাকা জরিমানা

প্রিয়াংশ জেতালেন পাঞ্জাবকে

পাঞ্জাব কিংস ২১৯/৬ (২০ ওভার)
চেন্নাই সুপার কিংস ২০১/৫ (২০ ওভার)

মুলানপুর, ৮ এপ্রিল : আগের ম্যাচের হারের ধাক্কা সামলে ফের জয়ের সরণিতে পাঞ্জাব কিংস। মঙ্গলবার শ্রেয়স আইয়াররা ১৮ রানে হারালেন চেন্নাই সুপার কিংসকে। চলতি আইপিএলে আরও এক নতুন তারকার দেখা পেলেন ক্রিকেটপ্রেমীরা। প্রিয়াংশ আর্য। ২৪ বছর বয়সি বাঁ হাতি ওপেনারের বিস্ফোরক সেঞ্চুরিই ম্যাচের ভাগ্য গড়ে দিল। চাপের মুখে মাত্র ৩৯ বলে সেঞ্চুরি হাঁকালেন প্রিয়াংশ। যা আইপিএলের ইতিহাসে দ্রুততম সেঞ্চুরির ভারতীয় রেকর্ড!

এই জয়ের সুবাদে ৪ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট নিয়ে চারে উঠে এল পাঞ্জাব। অন্যদিকে, টানা চতুর্থ হারের স্বাদ পেল সিএসকে। ৫ ম্যাচে ২ পয়েন্ট নিয়ে এম এস ধোনিরা নেমে গেলেন নবম স্থানে। জেতার জন্য ২২০ রান তাড়া করতে নেমে, শুরুটা ভালই করেছিলেন সিএসকের দুই ওপেনার ডেভন কনওয়ে ও রাচিন রবীন্দ্র। ২৩ বলে ৩৬ রান করে রাচিন আউট হন। ব্যর্থ ঋতুরাজ গায়কোয়াড় (১)। কনওয়ে (৪৯ বলে ৬৯), শিবম দুবে (২৭ বলে ৪২), ধোনিরা (১২ বলে ২৭) লড়াই করলেন বটে। তবে তাতে শুধু হারের ব্যবধান কমেছে।

এদিন প্রথমে ব্যাট করতে নেমে, ইনিংসের দ্বিতীয় ওভারেই প্রভসিমরন সিংয়ের (০) উইকেট হারিয়েছিল পাঞ্জাব। অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার ছক্কা হাঁকিয়ে শুরু করলেও, মাত্র ৯ রান করে খলিল আহমেদের বলে ক্লিন বোল্ড হয়ে যান। চাপ আরও বাড়ে মার্কাস স্টয়নিস ৪ রান করে খলিলের

সেঞ্চুরির পর শ্রেয়াংশ। মঙ্গলবার সিএসকের বিরুদ্ধে।

দ্বিতীয় শিকার হলে। অন্য প্রান্তে ঘনঘন উইকেট পড়লেও, স্কোরবোর্ড সচল রেখেছিলেন প্রিয়াংশ। মাত্র ১৯ বলে ব্যক্তিগত হাফ সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন তিনি। পাওয়ার প্লে-তে তিন উইকেট হারালেও স্কোরবোর্ডে ৭৫ রান তুলে ফেলেছিল পাঞ্জাব।

যদিও রবিচন্দ্রন অশ্বিনের জোড়া ধাক্কায় ফের চাপে পড়ে যায় পাঞ্জাব। প্রথম ওভারে ২১ রান দিয়েছিলেন অশ্বিন। তার প্রায়শ্চিত্ত তিনি করেন একই ওভারে নেহাল ওয়াধেরা (৯) গ্লেন ম্যাক্সওয়েলকে (১) প্যাভিলিয়নে ফিরিয়ে দিয়ে। ফলে ৮৩ রানেই ৫ উইকেট খুইয়ে ধুঁকছিল পাঞ্জাব। ওই পরিস্থিতি দলকে টেনে তোলেন প্রিয়াংশ। শেষ পর্যন্ত আউট হন ৪২ বলে ১০৩ করে। তিনি ৭টি চার ও ৯টি ছয় মেরেছেন। প্রিংয়াশ আউট হওয়ার পর দলের রান এগিয়ে নিয়ে যান শশাঙ্ক সিং ও মার্কো জেনসেন। দু'জনে ৩৮ বলে ৬৫ রান যোগ করেন। শশাঙ্ক ৩৬ বলে ৫২ ও জেনসেন ১৯ বলে ৩৪ করে অপরাজিত থেকে যান।

সিরাজের আগুনে ফর্মই কাঁটা সঞ্জুদের

আমেদাবাদ, ৮ এপ্রিল : একটা দল টানা তিনটে ম্যাচ জিতেছে। পিছিয়ে নেই প্রতিপক্ষ দলও। তারাও শেষ দুটো ম্যাচ জিতে আত্মবিশ্বাসে ফুটছে। এই পরিস্থিতিতে বুধবার পরস্পরের মুখোমুখি হচ্ছে গুজরাট টাইটান্স ও রাজস্থান রয়্যালস।

৪ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট নিয়ে দু'নম্বরে রয়েছে শুভমন গিলের নেতৃত্বাধীন গুজরাট। অন্যদিকে, সমান ম্যাচে ৪ পয়েন্ট নিয়ে সাত নম্বরে রয়েছে রাজস্থান। তবে সঞ্জু স্যামসনদের চিন্তায় রাখছে মহম্মদ সিরাজের আগুনে ফর্ম। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দল থেকে বাদ পড়েছিলেন। সেই আফসোস আইপিএলে সুদে-আসলে মিটিয়ে নিচ্ছেন সিরাজ। ডানহাতি পেসারের ঝুলিতে ইতিমধ্যেই ৯ উইকেট। দারুণ ফর্মে রয়েছেন গুজরাটের স্পিনার সাই কিশোরও। তাঁর শিকার ৮ উইকেট। এছাড়া রশিদ খানের মতো স্পিনার রয়েছে গুজরাট শিবিরে।

গুজরাটের নেটে সিরাজ।

গুজরাটের ব্যাটিংও দারুণ শক্তিশালী। শুভমন, জস বাটলার, সাই সুদর্শনরা নিয়মিত রান করে দলকে ভরসা দিচ্ছেন। স্লগ ওভারে ঝড় তোলার জন্য রয়েছেন শেরফানে রাদারফোর্ড, রাহুল তেওয়াটিয়ারা। এদিকে, রাজস্থানের ব্যাটিং আবার ভীষণভাবে নির্ভর করছে অধিনায়ক সঞ্জু স্যামসনের উপরে। চলতি আইপিএলে এখনও পর্যন্ত মাত্র একটি হাফ সেঞ্চুরি করেছেন সঞ্জু। বুধবার তাঁর ব্যাট থেকে বড় রান চাইছে দল। পাশাপাশি তারকা ওপেনার যশস্বী জয়সওয়াল প্রথম তিন ম্যাচে ব্যর্থ হলেও, শেষ ম্যাচে হাফ সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে ফর্মে ফেরার ইঙ্গিত দিয়েছেন। এছাড়া রিয়ান পরাগ, শিমরন হেটমেয়ার, নীতীশ রানারা রয়েছেন। বোলিংয়ে রাজস্থানের সেরা অস্ত্র জোফ্রা আর্চার। এছাড়া সন্দীপ শর্মা, ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা, মহেশ থিকসানারা আছেন। শেষ পর্যন্ত কোন দল শেষ হাসি হাসে, সেটাই দেখার।

রোহিতের ফর্ম নিয়ে অস্বস্তিতে জয়বর্ধনে

রোহিতের ব্যাটে রানের খরা।

মুম্বই, ৮ এপ্রিল : কেরিয়ারের খুব কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন রোহিত শর্মা। চলতি আইপিএলে ৪ ম্যাচে রোহিতের ব্যাট থেকে এসেছে মাত্র ৩৮ রান। গড় ৯.৫০! ফলে চাপ বাড়ছে হিটম্যানের উপর।

প্রাক্তন অধিনায়কের ফর্ম নিয়ে অস্বস্তি বাড়ছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স শিবিরে। বিশেষ করে, রোহিত যেভাবে বারবার বিপক্ষের বাঁ হাতি পেসারের শিকার হচ্ছেন, তা নিয়ে চিন্তিত কোচ মাহেলা জয়বর্ধনে। আরসিবির বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচেও বাঁ হাতি পেসার যশ দয়ালের বলে আউট হয়েছেন রোহিত। জয়বর্ধনে বলছেন, ''ডানহাতি ওপেনারদের বরাবরই সমস্যায় ফেলে থাকে বাঁ হাতি জোরে বোলাররা। এটা নতুন কোনও বিষয় নয়। রোহিত অভিজ্ঞ ক্রিকেটার। ইনিংসের শুরুতে বেশ কিছু ভাল শটও নিয়েছিল। তবে একটা ভাল ডেলিভারিতে আউট হয়েছে। আশা করি, রোহিত বিপক্ষ বোলারদের শক্তি ও দুর্বল জায়গাগুলো মাথায় রাখবে। এতগুলো বছর খেলার পর, এটা ওর কাছে প্রত্যাশিত।''

তবে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স কোচকে কিছুটা হলেও স্বস্তি দিচ্ছেন জসপ্রীত বুমরা। দীর্ঘদিন পর ২২ গজে ফিরেই চেনা ফর্মে ডানহাতি পেসার। কোনও উইকেট না পেলেও, চার ওভারে দিয়েছেন মাত্র ২৯ রান। জয়বর্ধনে বলছেন, ''বুমরা ভাল বল করেছে। ওকে দেখে সেরা ছন্দেই মনে হয়েছে। বলের গতি ঠিকঠাক ছিল। যত ম্যাচ খেলবে, ততই আরও তীক্ষ্ণ দেখাবে ওকে।'' এদিকে, গতবারের মতো এবারও আইপিএলের শুরুটা ভাল হয়নি মুম্বইয়ের। ৫ ম্যাচে মাত্র একটিতে জয়। চারটিতে হার। জয়বর্ধনে বলছেন, ''আমাদের দ্রুত ভুল শুধরে নিতে হবে। আরও সাহসী ক্রিকেট খেলতে হবে। বিশ্বাস করি, পরের ম্যাচেই দল ঘুরে দাঁড়াবে।''

জিতল একজন পান্ডিয়াই : ক্রুণাল

মুম্বই, ৮ এপ্রিল : লড়াইটা ছিল দুই ভাইয়ের। আর সেই লড়াইয়ে ছোটভাই হার্দিক পান্ডিয়াকে টেক্কা দিলেন দাদা ক্রুণাল পান্ডিয়া। রান তাড়া করতে নেমে, ক্রুণালের এক ওভারে জোড়া ছয় মেরেছিলেন হার্দিক। কিন্তু শেষ ওভারে তিন উইকেট নিয়ে বাজিমাত করেন ক্রুণাল-ই। ম্যাচের পর ক্রুণাল বলেন, ''আমাদের সম্পর্কটাই এমন যে, আমরা জানি দিনের শেষে একজন পান্ডিয়াই ম্যাচ জিতবে। দুই দলে খেললেও, আমাদের পারস্পরিক ভালবাসা বা শ্রদ্ধা এতটুকুও কমেনি। হার্দিক খুব ভাল ব্যাট করেছে। আমরা দু'জনেই নিজের নিজের দলকে জেতানোর জন্য মরিয়া হয়েছিলাম। শেষ পর্যন্ত আমি জিতলাম। হার্দিকের জন্য খারাপ লাগছে।'' নিজের পারফরম্যান্স নিয়ে ক্রুণালের মন্তব্য, ''দলের জয়ে অবদান রাখতে পেরে খুশি। তবে এখানেই থামতে চাই না। মরশুম শেষে আমরা কী চাই, সেটা সবাই জানে। এখন শুধু মাথা ঠান্ডা রেখে দায়িত্ব পালন করে যেতে চাই। আপাতত ফোকাস পরের ম্যাচে।''

নেতৃত্বে হার্দিককে চাইছেন কপিল

নয়াদিল্লি, ৮ এপ্রিল : ভারতীয় ওয়ান ডে এবং টি-২০ দলের নেতৃত্বে রোহিত শর্মার উত্তরসূরি হিসেবে হার্দিক পান্ডিয়াকে দেখতে চাইছেন কপিল দেব। তিরাশির বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়ক মনে করছেন, সাদা বলের ক্রিকেটে জাতীয় দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার উপযুক্ত লোক অলরাউন্ডার হার্দিক।

গ্রেটার নয়ডায় একটি গলফের ইভেন্টের ফাঁকে সাংবাদিকদের কপিল বলেছেন, ''সাদা বলের ক্রিকেটে ভারতীয় দলে আমার পছন্দের অধিনায়ক হার্দিক পান্ডিয়া। অনেক দাবিদার রয়েছে অধিনায়কের পদের জন্য। তবে আমার পছন্দ হার্দিক। ও বেশ তরুণ এবং পরের আইসিসি ইভেন্টের জন্য দল তৈরি করতে পারবে।''

২০২৪ টি-২০ বিশ্বকাপে অধিনায়ক রোহিতের ডেপুটি ছিলেন হার্দিক। বিশ্বকাপ জয়ের পর রোহিত টি-২০ থেকে অবসর নিলে বরোদার অলরাউন্ডারই অধিনায়ক হওয়ার দৌড়ে এগিয়ে ছিলেন। কিন্তু গৌতম গম্ভীর নতুন হেড কোচ হয়ে এসে সূর্যকুমার যাদবকে টি-২০ দলের নেতৃত্বে আনেন। ওয়ান ডে ও টি-২০ দলের সহ-অধিনায়কত্ব হারান হার্দিক। কপিল তারকা অলরাউন্ডারের হয়েই ব্যাট ধরছেন। এমনকী হার্দিককে টেস্ট ক্রিকেটেও দেখতে চান কপিল। কিংবদন্তি অলরাউন্ডার বলেন, ''হার্দিকের টেস্ট খেলা উচিত। কিন্তু যেহেতু জাতীয় দলের হয়ে লাল বলের ক্রিকেট খেলছে না, তাই তিন ফরম্যাটে আমাদের ভিন্ন অধিনায়কের প্রয়োজন পড়ছে।''

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মাঠে ময়দানে

9 April, 2025 • Wednesday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
৯ এপ্রিল ২০২৫
বুধবার

ঐতিহ্যশালী ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে হচ্ছে রোহিত শর্মার নামের স্ট্যান্ড

শুভাশিস-আপুইয়াদের চোখ দ্বিমুকুটে

ফাইনালে কোনও দলই এগিয়ে নেই : মোলিনা

প্রতিবেদন : টানা দু'বারের লিগ শিল্ড চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান এবার আইএসএল কাপ ফাইনালে। আর এই সাফল্যকে পরিশ্রমের ফসল হিসাবে চিহ্নিত করছেন কোচ জোসে মোলিনা। সবুজ-মেরুনের স্প্যানিশ কোচের সাফ কথা, ''এই জয় সত্যিই কঠিন ছিল। জামশেদপুর খুব ভাল খেলেছে। রক্ষণ জমাট রেখে আমাদের কাজটা কঠিন করে দিয়েছিল। শেষ মুহূর্তে আপুইয়ার গোলের আগে সত্যিই চাপে পড়েছিলাম। তবে এটাও ঠিক, আমরা যে ফুটবল খেলেছি, তাতে জয় আমাদেরই প্রাপ্য ছিল।''

ম্যাচের নায়ক আপুইয়ার প্রশংসা করে মোলিনা বলেছেন, ''আপুইয়ার গোলটা অনবদ্য। ওই মুহূর্তটা আমাদের জন্য অসাধারণ ছিল। শট নেওয়ার সময় আপুইয়া নিশ্চয়ই ভেবেছিল, আমি গোল করব। নইলে শট নিত না। এই সাফল্য দলগত পরিশ্রমের ফসল। এমন একটা দলের কোচ হতে পেরে আমি গর্বিত।'' মোহনবাগান কোচের সংযোজন, ''আমার ফুটবলাররা শেষ মিনিট পর্যন্ত যেভাবে লড়াই করেছে, তার জন্য কোনও প্রশংসাই যথেষ্ট নয়। ওদের বলেছিলাম, নিজের উপর আস্থা রাখো। মাথা ঠান্ডা রেখে পরিকল্পনা অনুযায়ী খেলো। ওরা সেটাই করেছে।''

শনিবার ফাইনালে প্রতিপক্ষ সুনীল ছেত্রীর বেঙ্গালুরু এফসি। আর ফাইনাল হবে যুবভারতীতে। কারণ আইএসএলের নিয়ম অনুযায়ী, দুই ফাইনালিস্টের মধ্যে যে দল লিগে বেশি পয়েন্ট পেয়েছিল, তাদের হোম গ্রাউন্ডেই ফাইনাল হবে। তবে ঘরের মাঠে খেলা বলে, প্রতিপক্ষকে হাল্কাভাবে নিতে রাজি নন মোলিনা। তিনি বলছেন, ''ফাইনালে কেউই এগিয়ে নেই। বেঙ্গালুরু গোটা মরশুমে খুব ভাল খেলেছে। প্রতিপক্ষ হিসাবে ওদের সম্মান করি। তবে আমরা যদি নিজেদের সেরা খেলাটা খেলতে পারি, তাহলে অবশ্যই চ্যাম্পিয়ন হব। কিন্তু তার জন্য আমাদের কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। হাতে কয়েকটা দিন সময় আছে। সবার আগে আমাদের ম্যাচ খেলার ধকল কাটিয়ে তরতাজা হতে হবে।''

এদিকে, গতবার লিগ শিল্ড জেতার পর আইএসএল কাপ ফাইনালে উঠেও রানার্স হয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল মোহনবাগানকে। এবার তাই অধরা দ্বিমুকুট জেতার জন্য মুখিয়ে রয়েছেন মোলিনার ফুটবলাররা। অধিনায়ক শুভাশিস বোস বলছেন, ''গতবারের আক্ষেপ এবার মিটিয়ে দিতে চাই। ফাইনালে নিজেদের সেরাটা উজাড় করে দেব।'' আপুইয়া, জেসন কামিন্সদের মুখেও একই সুর। দু'জনেই বলছেন, ''দ্বিমুকুট জিতেই আসল উৎসবটা করব।'' সব মিলিয়ে সবুজ-মেরুন শিবিরে এই মুহূর্তে আত্মবিশ্বাসের জোরালো হাওয়া বইছে।

নেতৃত্বে ফের হরমনপ্রীত

মুম্বই, ৮ এপ্রিল : জানুয়ারিতে আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজে বিশ্রাম নিয়েছিলেন। তবে কলম্বোয় অনুষ্ঠিত হতে চলা আসন্ন ত্রিদেশীয় একদিনের সিরিজে ভারতীয় দলের নেতৃত্বে ফিরলেন হরমনপ্রীত কৌর। সহ-অধিনায়ক স্মৃতি মান্ধানা। তবে চোটের কারণে দলে জায়গা হয়নি তিতাস সাধু ও রেণুকা ঠাকুরের। গত টি-২০ বিশ্বকাপে খারাপ পারফরম্যান্সের জন্য জাতীয় দল থেকে ছিটকে যাওয়া তারকা ব্যাটার শেফালি ভার্মা ত্রিদেশীয় সিরিজের দলেও ব্রাত্য রইলেন। সুযোগ পেয়েছেন তিন নতুন মুখ কাশভি গৌতম, শ্রী চারানী ও শুচি উপাধ্যায়। ২৭ এপ্রিল থেকে শুরু হচ্ছে এই ত্রিদেশীয় সিরিজ। বাকি দুই দল আয়োজক শ্রীলঙ্কা ও দক্ষিণ আফ্রিকা।

নেই সাত্ত্বিক-চিরাগ, নতুন পরীক্ষা সিন্ধুর

এশিয়ান ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপ

নিংবো, ৮ এপ্রিল : বুধবার থেকে নতুন পরীক্ষায় নামছেন ভারতীয় শাটলাররা। এশিয়ান ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপে নামার আগেই অবশ্য বড় ধাক্কা খেয়েছে ভারত। দু'বছর আগে পুরুষদের ডাবলসে সোনাজয়ী জুটি সাত্ত্বিকসাইরাজ রাংকিরেড্ডি ও চিরাগ শেঠি। গত মাসে অল ইংল্যান্ড চ্যাম্পিয়নশিপে খেলার সময় কোমরে চোট পেয়েছিলেন চিরাগ। সেই চোট এখনও সারেনি। ফলে ভরসা বলতে পিভি সিন্ধু, লক্ষ্য সেনরা।

সমস্যা হল, সিন্ধু এবং লক্ষ্য দু'জনেই খুব খারাপ সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন। বিশেষ করে, সিন্ধু তো এখন অতীতের ছায়া মাত্র। একের পর এক টুর্নামেন্টে হতাশ করে চলেছেন জোড়া অলিম্পিক পদকজয়ী ভারতীয় তারকা। একটা সময় বিশ্বের এক নম্বর মহিলা খেলোয়াড় সিন্ধু র‍্যাঙ্কিংয়ে নামতে নামতে এখন ১৭ নম্বরে! এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে সিন্ধু অভিযান শুরু করবেন ইন্দোনেশিয়ার এস্টার নুরমি ত্রি ওয়ারদোয়োর বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়ে। দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠলে, তাঁর সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী বিশ্বের তিন নম্বর আকানে ইয়ামাগুচি। জাপানি শাটলারের বিরুদ্ধে মুখোমুখি সাক্ষাৎকারে ১৪-১১ ব্যবধানে এগিয়ে থাকলেও, সিন্ধু কিন্তু ইয়ামাগুচির বিরুদ্ধে শেষ দুটো ম্যাচেই হেরেছেন।

অন্যদিকে, ছেলেদের সিঙ্গলসের প্রথম রাউন্ডে লক্ষ্যর প্রতিপক্ষ চিনা তাইপের চিয়া হাও জি। গত মাসেই সুইস ওপেনের দ্বিতীয় রাউন্ডে চিয়ার কাছে হেরে গিয়েছিলেন লক্ষ্য। এবার তিনি বদলা নিতে পারেন কি না, সেটাই দেখার। আরেক ভারতীয় শাটলার এইচ এস প্রণয় প্রথম রাউন্ডে মুখোমুখি হবেন চিনা শাটলার লু জু গুয়াংয়ের। এছাড়া ছেলেদের সিঙ্গলসে অংশ নিচ্ছেন প্রিয়াংশু রাজাবত ও কিরণ জর্জ। মেয়েদের সিঙ্গলসে সিন্ধু ছাড়াও খেলবেন মালবিকা বনসুদ এবং অনুপমা উপাধ্যায়। মেয়েদের ডাবলসে ভারতের সেরা বাজি গায়ত্রী গোপীচাঁদ ও তৃষা জোলি। যাঁরা চলতি বছরে বেশ ভাল ফর্মে রয়েছেন।

সহজ জয় নিউক্যাসলের

লন্ডন : প্রিমিয়ার লিগে গুরুত্বপূর্ণ জয় পেল নিউক্যাসল ইউনাইটেড। অ্যাওয়ে ম্যাচে তারা ৩-০ গোলে হারিয়েছে লেস্টার সিটিকে। এই জয়ের সুবাদে ম্যাঞ্চেস্টার সিটিকে টপকে লিগ টেবিলের পাঁচে উঠে এসেছে নিউক্যাসল। ৩০ ম্যাচে তাদের পয়েন্ট ৫৩। অন্যদিকে, ম্যান সিটি ৩১ ম্যাচে ৫২ পয়েন্ট পেয়েছে। ম্যাচের দু'মিনিটেই জেকব মারফির গোলে এগিয়ে গিয়েছিল নিউক্যাসল। ১১ মিনিটে মারফি-ই ২-০ করেন। এরপর ৩৪ মিনিটে লেস্টারের কফিনে শেষ পেরেক পুঁতে দেন হার্ভি বার্নস। এদিকে, এই ম্যাচ হেরে প্রবল চাপে লেস্টার। ৩১ ম্যাচে ১৭ পয়েন্ট পাওয়া লেস্টারের অবনমন নিশ্চিত।

বাগান সদস্যদের জন্য বাড়তি সময়

প্রতিবেদন : মোহনবাগান ক্লাবের সদস্যপদ নবীকরণের সময়সীমা আরও বাড়ল। নির্বাচনী বোর্ডের চেয়ারম্যান অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অসীমকুমার রায় গত শনিবারই এই ঘোষণা করেছিলেন। মঙ্গলবার শতাব্দীপ্রাচীন ক্লাবের পক্ষ থেকে এক বিজ্ঞপ্তি জানানো হয়েছে, যে সব সদস্যদের সদস্যপদ নবীকরণ করা হয়নি, তাঁরা ৯ এপ্রিল থেকে ২৯ এপ্রিলের মধ্যে বকেয়া চাঁদা জমা দিয়ে সদস্যপদ নবীকরণ করতে পারবেন। যে সদস্যরা এই সময়সীমার মধ্যে সদস্যপদ নবীকরণ করবেন না, তাঁরা মোহনবাগান ক্লাবের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।

ওই বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়েছে, ঘোষিত সময়সীমার মধ্যে শুধুমাত্র রবিবার এবং জাতীয় ছুটির দিন ছাড়া বাকি সব দিন সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত মোহনবাগান ক্লাব তাঁবুতে সদস্যপদ নবীকরণ করাতে পারবেন সদস্যরা। ক্লাব সূত্রের খবর, সদস্যপদ নবীকরণের প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত সময়সীমা শেষ হওয়ার পরেই নির্বাচনের দিনক্ষণ স্থির করা হবে।

২৭শেই অবসর পুকোভস্কির

মেলবোর্ন, ৮ এপ্রিল : মাত্র ২৭ বছর বয়সেই সব ধরনের ক্রিকেট থেকে অবসর নিলেন অস্ট্রেলীয় ওপেনার উইল পুকোভস্কি। কনকাশনের জন্যই তিনি এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছেন। ২০২০-২১ মরশুমে ভারতের বিরুদ্ধে টেস্ট অভিষেক হয়েছিল পুকোভস্কির। সেটাই তাঁর খেলা একমাত্র টেস্ট ম্যাচ। এরপর মাথায় ১২ বার আঘাত পেয়েছেন! শেষবার এই ঘটনা ঘটে ২০২৪ সালে শেফিল্ড শিল্ডে খেলার সময়। ফের মাথায় চোট পান পুকোভস্কি। তার পর থেকে আর একটিও ম্যাচ খেলতে পারেননি। মাথায় লাগার পর, দীর্ঘ দু'মাস ঠিকভাবে হাঁটাচলাও করতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত অবসর নিতে বাধ্য হলেন।

শীর্ষে ফেরার চাপ নিতে রাজি নই

বলছেন আলকারেজ

মন্টে কার্লো, ৮ এপ্রিল : পুরুষদের টেনিস র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষস্থান পুনরুদ্ধার নিয়ে বাড়তি চাপ নিতে রাজি নন কার্লোস আলকারেজ। ২১ বছর বয়সী স্প্যানিশ তারকার র‍্যাঙ্কিং এই মুহূর্তে তিন। শীর্ষে থাকা জানিক সিনারের থেকে অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছেন পয়েন্টের বিচারে। এদিকে, ডোপ কেলেঙ্কারির জন্য আপাতত নির্বাসনে রয়েছেন সিনার। তাঁর নির্বাসনের মেয়াদ শেষ হবে ৪ জুন।

আলকারেজ বলছেন, ''অনেকেই বলছেন, সিনার যেহেতু নির্বাসনে রয়েছে, তাই এক নম্বর জায়গাটা ফের দখল নেওয়ার দারুণ সুযোগ রয়েছে আমার সামনে। এই চাপ সত্যিই অসহনীয়।'' তিনি আরও বলেছেন, ''কিন্তু একটা মরশুমে আমার পক্ষে ফের শীর্ষে ওঠা সম্ভব নয়। সেটা সিনার না খেললেও। কারণ আমাদের মধ্যে পয়েন্টের ব্যবধান বড্ড বেশি। আমি তাই এই চাপ নিতে রাজি নই। এমনকী, এটা নিয়ে ভাবছিই না। আমার একটাই লক্ষ্য, প্রত্যেক টুর্নামেন্টে কোর্টে নেমে নিজের খেলা উপভোগ করা এবং সেরাটা দেওয়া।''

দু'মাস আগেই রটারডাম ওপেন চ্যাম্পিয়ন হয়ে চলতি মরশুমে নিজের প্রথম ট্রফি জয়ের স্বাদ পেয়েছেন আলকারেজ। তার আগে দোহা ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনালে এবং ইন্ডিয়ান ওয়েলসের সেমিফাইনালে হেরে গিয়েছিলেন। এমনকী, গত সপ্তাহে মায়ামি ওপেনের প্রথম রাউন্ড থেকেই অপ্রত্যাশিতভাবে ছিটকে যান। এবার দ্বিতীয় ট্রফি জেতার লক্ষ্য নিয়ে মন্টে কার্লো ওপেনে নামছেন স্প্যানিশ তারকা।

লখনউ সুপার জায়ান্টসের সমর্থনে ইডেনে হাজির মোহনবাগানের দিমিত্রি, ম্যাকলারেন ও স্টুয়ার্ট

ভুলের জালে জড়িয়ে ম্যাচ গেল নাইটদের

লখনউ সুপার জায়ান্টস ২৩৮/৩ (২০ ওভার)
কলকাতা নাইট রাইডার্স ২৩৪/৭ (২০ ওভার)

অলোক সরকার

পাঁচ ছক্কার গল্পটা আবার টুকটুক করে ফেরত এসেছিল ভরসন্ধ্যার ইডেনে। গ্যালারি চিৎকার করছে রিঙ্কু ...রিঙ্কু। হিসেবটাও বেশ। ৬ বলে ২৪...৩ বলে ১৮। না, রিঙ্কু কেকেআরকে জেতাতে পারেননি।

শেষ বলে একটা লম্বা ছক্কা অবশ্য হাঁকালেন রিঙ্কু। বল পড়ল গ্যালারির মাঝখানে। কিন্তু তাতে বড়জোর ২৩৪/৭ অবধি গেল নাইটরা। এতে অঙ্ক বলছে ৪ রানে হেরে গেল কেকেআর। রিঙ্কু ২৫ বলে ৩৮ নট আউট। ম্যাচ অবশ্য আরও আগে লখনউয়ের হাতে চলে গিয়েছিল, যখন ভেঙ্কটেশ আইয়ার ৪৫ রানে আউট হলেন। শেষদিকে আর একজন যদি রিঙ্কুর পাশে থাকতেন, তাহলে প্রায় পাঁচশো রানের এই ম্যাচে জিততে পারত কেকেআর।

৬ ওভারে কেকেআরের রান ছিল ৯০/১। তাতে একটা জিনিস স্পষ্ট ছিল, নাইটরা লড়াইয়ে রয়েছে। একটু আগে ১৯ বলে ৫০ রানের পার্টনারশিপ খেলে ফেলেছেন নারিন ও রাহানে। পরিস্থিতি লখনউয়ের জন্য কতটা চাপের ছিল সেটা এই এক ছবিতেই পরিষ্কার। ডাগ আউটে উদ্বিগ্ন মুখে বসেছিলেন মেন্টর জাহির খান। পাশে তখন আরও উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল সাপোর্ট স্টাফ রাহুল সাংভিকে।

শেষরক্ষা হল না। প্যাভিলিয়নে ফিরছেন হতাশ রিঙ্কু। মঙ্গলবার ইডেনে। ছবি — সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

কেকেআরের ৩৭ রানে ডি'ককে (১৫) ফেরান আকাশ দীপ। তারপর নারিন (৩০) যখন ফিরলেন, বোর্ডে রান ৯১। নারিনের আউটে অবশ্য গল্প আছে। তাঁর উইকেট নেন দিগবেশ সিং রাঠি। কে এই তরুণ? এবারই প্রথম খেলছেন এই লেগি। উইকেট নিয়ে এমন সব সেলিব্রেশন করছেন, যা ভাইরাল হয়েছে। কিন্তু আসল গল্প এরপর। দিগবেশ খুব নারিন ভক্ত। শয়নে-স্বপনে নারিন। নারিন তাঁর হিরো। এদিন সেই হিরোর উইকেট নিয়ে গেলেন তিনি।

লখনউয়ে যেমন মার্শ, তেমনই কেকেআরের হয়ে এদিন খেললেন রাহানে। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে কিছু প্রমান করার তাগিদ রয়েছে। তাঁকে সেটা করতেই হবে। ৩৫ বলে ৬১ রান করে গেলেন নাইট অধিনায়ক। তিনি যতক্ষণ ছিলেন, মনে হচ্ছিল এটা তাঁদের ম্যাচ। কিন্তু আইপিএল ভারি অদ্ভুত টুর্নামেন্ট। এই এক তো ওই আরেক। নিমেষে খেলার রং বদলায়। রাহানে ফিরে যাওয়ার পর রামনদীপ (১), অঙ্গকৃশ (৫) এলেন আর গেলেন।

ফলে নাইটরা ভাল জায়গা থেকে চাপের মধ্যে পরে গেল। রিঙ্কু যখন এলেন, উল্টোদিকে রাসেল। ২৯ বলে ৬২ রান দরকার ছিল তখন। কিন্তু এই রাসেল আগের রাসেল (৭) নন। শার্দুলের লো ফুলটস বাউন্ডারির বাইরে ফেলতে গিয়ে ধরা পড়ে গেলেন মিলারের হাতে। রাহানেও লো ফুলটস শিকার। হিসাব বলছে লখনউ বোলাররা ২০টি ওয়াইড বল করেছেন। যার সুবিধা নিয়ে পারেনি কেকেআর।

পাওয়ার প্লে-তে লখনউ ৫৯/০ তুলে দেওয়ার পর রাহানের সিদ্ধান্ত নিয়ে চর্চা শুরু হল। তিনি টসে জিতে ফিল্ডিং নেন। প্রথম কয়েক ওভারে উইকেট থেকে জুস আদায় করে নেওয়া ছাড়া টার্গেট দেখে ব্যাট করার প্ল্যান ছিল। কিন্তু পরিস্থিতি কেকেআরের অনুকূলে যায়নি। না হলে লখনউ প্রথম উইকেটে ৯৯ রান তুলে নিতে পারে না। আর ২০ ওভারে রানটা ২৩৮/৩ হত না।

৬২ বলে ৯৯ রানের পার্টনারশিপ খেলে গেলেন মার্করাম। তাঁর নিজের রান ২৮ বলে ৪৭। হর্ষিত যখন তাঁকে ফেরত পাঠালেন, তখন উল্টোদিকে মিচেল মার্শ। যাঁর আপাতত বল করার অনুমতি নেই। আইপিএলের মধ্যে বল করার ছাড়পত্র আসবে কিনা কে জানে। কিন্তু মার্শ ব্যাট হাতে সেই ঘাটতি পূরণ করে দিচ্ছেন। এবার শুরু থেকে ব্যাট হাতে রান করে যাচ্ছেন অজি অলরাউন্ডার। এদিন যেমন ১৯ রানের জন্য সেঞ্চুরি মিস করেছেন।

মঙ্গলবার যে উইকেটে খেলা হল, তাতে আরসিবি ম্যাচ হয়েছে। বিরাট কোহলিরা সেই ম্যাচে অনেক রান করেছিলেন। কে জানে কেন, এই উইকেটকেই বেছে নিয়েছিলেন রাহানেরা। প্রশ্ন অন্য জায়গায়। গত কয়েকদিনে এত রোদ্দুর ওঠার পর বুঝতে অসুবিধা ছিল না যে, উপরের উত্তাপ উইকেটের আদ্রতা শুষে নিয়েছে। অর্থাৎ আপাতত এটা নির্বিষ উইকেট। লখনউ ইনিংস যত এগোল, সেটা পরিষ্কার হল মার্শ-পুরাণের ব্যাটে।

আগেরদিন কেকেআরের সহকারি কোচ ওটিস গিবসন বলছিলেন, আমাদের বোলিং লাইন আপ ওয়েল ব্যালান্সড। স্পিন হলে স্পিন, পেস হলে পেস। আমরা সামলে নেব। কিন্তু ক্যারিবিয়ান কোচের এসব মন্তব্য একদম দাঁড়ায়নি। নরখিয়া ফিট না হওয়ায় স্পেনসার জনসন সুযোগ পাচ্ছেন। তিনি এত রান দিলেন যে এবার যেভাবে হোক নরখিয়াকে নামানোর উদ্যোগ শুরু হবে।

বরুণ ভাল বল করলেন। ৪ ওভারে ৩১-০। নারিন ৩ ওভারে ৩৮/০। এই উইকেটে বল এক ফোটা ঘোরেনি। রাসেল বল করতে এসে মার্শকে (৮১) তুলে নিলেন। কিন্তু ততক্ষণে বোর্ডে বড় রান তুলে ফেলেছে লখনউ। সেটা পুরানের জন্য। কেন তাঁকে এই ফর্ম্যাটে ভয়ঙ্কর ব্যাটার বলা হয়, সেটা আরেকবার বুঝিয়ে দিলেন ক্যারিবিয়ান বাঁহাতি। তিনি ৩৬ বলে ৮৭ নট আউট থেকে গেলেন।

হর্ষিত ৪ ওভারে ৫১/২। রাসেল ২ ওভারে ৩২/১। বৈভব ৪ ওভারে ৩৫/০। বোলারদের এই পরিসংখ্যান জানিয়ে দিচ্ছে, একেবারে খারাপ দিন গিয়েছে তাদের। কেকেআরের কাউকে দোষারোপ করার উপায় নেই। এই উইকেটে রাহানেরাই বেছে নিয়েছিলেন। কিন্তু প্রথম বল থেকে ভুলের জালে জড়িয়ে গেলেন তাঁরা।

মুখ খুললে সমস্যা বাড়বে

উইকেট নিয়ে বিস্ফোরক রাহানে

প্রতিবেদন : হোম অ্যাডভান্টেজ বলে সত্যি কিছু আছে? বিরাট, ধোনির মতো তারকারা তো সর্বত্র জনতার সমর্থন পান। নেহাতই নিরীহ প্রশ্ন। কে জানত, এমন এক প্রশ্নে এভাবে ক্ষোভ উগরে দেবেন অজিঙ্ক রাহানে। আর একবার ইডেন উইকেটকে একহাত নেবেন।

কী বললেন তিনি? এটাই যে, হোম অ্যাডভান্টেজ? এটা নিয়ে প্রচুর কথা হয়েছে। আমি কিছু বললে আবার বাওয়াল (ঝামেলা) শুরু হয় যাবে। কিউরেটর এসবে প্রচার পাচ্ছেন। আরও প্রচার পাবেন। আপনারা যা পারেন লিখে দিন। আর বিরাট, ধোনির কথা বলছেন। ওরা রোল মডেল। অনেক করেছে। তাই ওরা সব ভেনুতে এমন আপ্যায়ন পাবে, এটা স্বাভাবিক।

তাহলে কী দাঁড়াল? কেকেআর অধিনায়ক আরেকবার ইডেন উইকেট নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিলেন? কে জানে। সাংবাদিক সম্মেলনে এসে প্রথমে বলছিলেন ভাল উইকেট। প্রায় ৫০০ রান হল। বোলারদের জন্য একটু কঠিন ছিল। কিন্তু মাঝে মাঝে এরকম হয়। আসলে পুরান আর মার্শ এত ভাল ব্যাট করল যে, ওদের কিছু করার ছিল না। তবু বোলাররা যতটা পেরেছে চেষ্টা করেছে।

নারিনকে এদিন তিন ওভার বল করালেন রাহানে। পুরো কোটা নয়। কেন? রাহানের ব্যাখ্যা, পুরান নারিনের বিরুদ্ধে ভাল ব্যাট করে। তাই পরে লাগতে পারে বলে ওর এক ওভার রেখে দিয়েছিলাম। রাসেল এদিন আবার ব্যর্থ হলেন। কিন্তু রাহানের আস্থা রাসেলের উপরেই। বললেন, ও বড় আর। ঠিক রান করে দেবে।

এই মুহূর্তে তিনি ভাল ফর্মে আছেন। রাহানে সেটা মানছেন। কিন্তু আইপিএলের সিঁড়ি বেয়ে আবার ভারতীয় দলে উঠে পড়বেন, এতটা ভাবছেন না। তিনি বললেন, এসব নিয়ে বেশি ভাবি না। আমাকে মুহূর্তটা উপভোগ করতে দিন। এই ম্যাচের পজিটিভ নিয়ে পরের ম্যাচ নামব।

হাফ সেঞ্চুরির পথে রাহানে। মঙ্গলবার ইডেনে।

ওপেনাররাই ভিত গড়ে দেয় : পুরান

প্রতিবেদন : ৩৬ বলে অপরাজিত ৮৭ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলে ইডেন মাতিয়ে দিলেন নিকোলাস পুরান। ম্যাচের সেরাও হলেও। চলতি আইপিএলে দুর্দান্ত ফর্মে রয়েছেন পুরান। পাঁচ ম্যাচে ২৮৮ রান করে আপাতত তিনিই টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক। হাঁকালেন ৭টি চার ও ৮টি ছয়! পুরান বলছেন, ''আমাকে অসংখ্যবার প্রশ্ন করা হয়েছে, এত সাবলীলভাবে ছক্কা কীভাবে মারি। আসলে এসবই প্র্যাকটিসের ফল। আমি নেটে নিয়মিত ছয় মারা প্র্যাকটিস করি।''

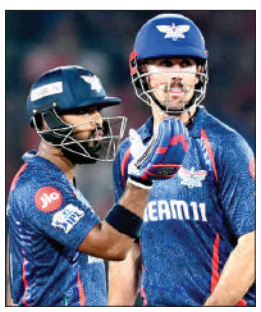

মার্শের সঙ্গে পুরান। মঙ্গলবার।

ক্যারিবিয়ান তারকা আরও বলেন, ''আমাদের দুই ওপেনার মার্শ ও মার্করাম শুরুটা দুর্দান্ত করেছিল। তিন নম্বরে নেমে আমার কাজ ছিল ওদের গড়ে দেওয়া ভিতকে কাজে লাগানো। ক্রিজে যাওয়ার পর বোলারদের লাইন ও লেংথ অনুযায়ী ব্যাট করতে হয়। তাই পরিস্থিতি অনুযায়ী শট খেলেছি। এই মুহূর্তে ধারাবাহিকভাবে রান পাচ্ছি। ফলে নিজের ব্যাটিং দারুণ উপভোগ করছি।''

রান তাড়া করতে নেমে ঝড় তুলেছিল কেকেআরও। ১২ ওভারেই ১৪৯ রান উঠে গিয়েছিল। ১৩তম ওভারে হঠাৎ করেই দেখা যায় মাঠে শুয়ে পড়েছেন লখনউ অধিনায়ক ঋষভ পন্থ। ফিজিও এসে চিকিৎসা করেন। তার জন্য খেলা কয়েক মিনিট বন্ধ ছিল। ম্যাচের ঋষভ জানিয়েছেন, গোটাটাই ছিল তাঁর পরিকল্পনা। যাতে নাইটদের ছন্দ নষ্ট হয়।'' তিনি বলছেন, ''পাওয়ার প্লে-তে কেকেআর যেভাবে ঝড় তুলেছিল, তাতে চাপে পড়ে গিয়েছিলাম। মনে হচ্ছিল ম্যাচটা হেরে যেতে পারি। ওদের ছন্দ নষ্ট করার জন্য কিছু একটা করতে হত। তাই ইচ্ছে করেই খেলাটাকে কিছুটা স্লো করে দিয়েছিলাম। যাতে ছন্দপতন হয়। এটা কখনও কাজে লাগে। আবার কখনও লাগে না। বোলারদের বলেছিলাম, পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করে পরিকল্পনা অনুযায়ী বোলিং করতে।''